প্রথম প্রকাশ

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

এ রায় কর্তৃক এ পি পির পক্ষে প্রকাশিত ও সিদ্ধেশ্বরী
প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ২৮/জি অবিনাশ ঘোষ লেন
হইতে মুদ্রিত।

দি গেষ্ট অফ অনর

॥ এক ॥

সান্ধ্য গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাল্কা বর্ষাতি গায়ে কর্নেল ও মেজর এম্যারল্ড বৌদ্ধ মন্দির এবং পবিত্র চার্চের মাঝে গাড়ি ছেড়ে হাঁটা পথে কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে চ্যামাদিন প্যালেসের দিকে এগিয়ে চললো।

স্প্যানিশ কলোনিয়াল প্যালেস এবং প্রেসিডেনসিয়াল কম্পাউণ্ড এর চারদিক দশ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা কারুকার্য করা লোহার ফটকের সামনে পৌঁছে দীর্ঘকায় কর্নেল এক মুহূর্তের জন্যেও ইতস্তত না করে বেল টিপল।

অনেকবার মহড়া দিয়েছিল তারা যাতে তাদের করণীয় কাজের কিছু বাদ না পড়ে যায়। কি আশা করা উচিৎ তারা সেটা জানত এবং তারা যে ব্যর্থ হবে না এমন নিশ্চিত ছিল না।

প্রত্যুত্তরে প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি কমাণ্ডের ক্যাপ্টেন ও তিনজন সশস্ত্র প্রহরী গার্ডহাউস থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এলো তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

ফটকের ফাঁক দিয়ে তাদের পরিচয়পত্র এগিয়ে দিলো কর্নেল। সেই কাগজগুলোর ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সিকিউরিটি কম্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন।

'মেজর আর আমি জেনারেল নাকর্নের দূত। প্রেসিডেন্ট প্রেম সাঙ-এর হাতে একটা গোপন নথীপত্র তুলে দেওয়ার নির্দেশ আছে আমাদের প্রতি। আমাদের আসার খবরটা প্রচার করার দরকার নেই আপনার কারণ কাগজ-গুলোই বলে দেবে প্রেসিডেন্ট আশা করছেন আমাদের।'

মাথা নেড়ে বললো ক্যাপ্টেন, 'দুঃখিত স্যার। আপনাদের এখানে এসে পৌঁছানর খবরটা আমরা অবশ্য প্রচার করবো।' তালা খুলে ফটকটা উন্মুক্ত

করে দিলো সে। 'ভেতরে আসুন, প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারীকে খবর দিচ্ছি।'

কোন রকম উদ্বিগ্ন প্রকাশ করল না কর্নেল, এর জন্যে প্রস্তুত ছিল সে। কোর্টইয়ার্ডে গিয়ে ঢুকল সে, তার পাশে পাশে থেকে অনুসরণ করলে মেজর। তাদের বাইরে রেখে গার্ড'হাউসে ঢুকল ক্যাপ্টেন ফোন করার জন্য। বাইরে থেকে এক জোড়া দূত দূরভাষে বার্তা বিনিময়ের কথাগুলো সহজেই শুনতে পারে।

'মিস ক্রেইসরি, প্রেসিডেণ্টের জন্যে জেনারেল নকর্ন-এর গোপন বার্তা নিয়ে কর্নেল ও মেজর এখানে এসে পৌঁছেছে।'

তারপরেই খানিক নীরবতা। তার মানে প্রহরীদের ক্যাপ্টেন তখন কান পেতে শুনছিল মিস ক্রেইসরির কথা।

'তুমি বলছ, জেনারেলের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে?'

'খুব ভাল কথা মিস ক্রেইসরি, আমি তাহলে জানিয়ে দেবো তাদের, সেই সঙ্গে স্বীকারও করে নেবো তাদের।' রিসিভার নামিয়ে রেখে বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে এলো সে।

'হ্যাঁ কর্নেল, প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারীকে বলা হয়েছে, তিনি আপনাদের আশা করছেন।' কিন্তু তাঁর সেক্রেটারী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাদের জানাতে বললেন, আপনাদের সঙ্গে দেখা করার সময় নেই এখন তাঁর, তবে তাঁর সেক্রেটারীর কাছে নথীপত্রগুলো রেখে যেতে বলেছেন তিনি।'

'ধন্যবাদ, 'উত্তরে বলল কর্নেল।

'প্যালেসের প্রবেশ পথের কোর্ট দিয়ে এগিয়ে যান। প্রবেশ পথে ঢুকে প্রহরীদের মধ্যে একজনকে আপনাদের কাগজগুলো দেখাবেন। মিস ক্রেইসরির অফিসে যাওয়ায় পথ দেখিয়ে দেবে সে।'

কর্নেল ও মেজর উভয়েই মাথা দোলালো তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য। কাগজগুলো ফেরত নিয়ে প্যালেসের প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেলো। সেখানে তারা পৌঁছতেই প্যালেসের একটা দরজা খুলে গেলো, তারা ভেতরে প্রবেশ করল। কাগজপত্র পরীক্ষা করার পর প্রহরী তাদের সামনে একটা মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দেখিয়ে বলে, 'ঐ সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায়

উঠে যান। তারপর ডানদিকে দেখবেন প্রেসিডেন্টের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীরা। তাঁর সেক্রেটারী অপেক্ষা করেছেন আপনাদের জন্যে।'

'ধন্যবাদ সার্জেন্ট।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে তারা উভয়েই কেমন একটা অসঙ্গতি বোধ করলো, তাদের বর্ষাতির নিচে কি তারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন তারা।

ওপরতলার শেষ ধাপে উঠে এসে তারা দেখল ইউনিফরম পরিহিত একজন লেফটেনাণ্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাঁধে রাইফেল ঝোলানো। রিসেপসন ঘরের বাইরে সে অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। সোজা তার কাছে চলে গেলো তারা।

'প্রেসিডেন্ট সাঙ-র জন্য জেনারেল নাকন'-এর পাঠানো একটা ব্যক্তিগত নথীপত্র ম্যাডাম ক্রেইসরির হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে আমাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' উত্তরে বললে লেফটেনাণ্ট, 'আসুন তাঁর কাছে আপনাদের নিয়ে যাই।'

দরজা খুলল সে, মিস ক্রেইসরির রিসেপসন ঘরে নিয়ে গেলো কর্নেল ও মেজরকে। একটা সবুজ ধাতব ডেস্ক, কিন্তু কেউ নেই সেখানে।

'মিস্ ক্রেইসরি হয়তো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করছেন।' বললো লেফটেনাণ্ট, নথীপত্রটা আপনারা যদি আমার হাতে তুলে দেন, আমি দেখব সেটা যাতে প্রেসিডেন্ট প্রেস কিংবা তাঁর সেক্রেটারী পান।'

'দিচ্ছি আপনাকে,' কর্নেল তার বর্ষাতির বোতামগুলো খুলতে গিয়ে বললো। প্রহরীর বাঁ-দিকে সরে গিয়ে ভেতরে হাত ঢোকাল নথীপত্র বার করার জন্য।

কর্নেলের মুখোমুখি হওয়ার জন্য লেফটেনাণ্ট বাঁ-দিকে ঘুরে দাঁড়াল সম্পূর্ণ ভাবে, হাত বাড়াল সেই নথীপত্রটা গ্রহণ করার জন্য। হাত পাতা মাত্র তার পিছনে সরে গিয়ে পজিসন নিলো মেজর। সে কোটের

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বড় আকারের ছোরা টেনে বার করলো ত্রস্ত হাতে প্রহরীর পিঠের ওপর সেটা উঁচিয়ে ধরল।

প্রহরী হাত বাড়িয়ে কর্নেলের হাত থেকে সেই নথীপত্রটা যেই নিতে যাবে চকিতে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে মেজর তার উদ্যত ছোরাটা নামিয়ে এক হাতে প্রহরীর পিঠে আমূল বিঁধিয়ে দিলো, অপর হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরলো তার কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য। প্রেসিডেণ্টের বিরাট অফিস ঘরে বসে প্রেসিডেণ্ট প্রেম সাঙ তখন তার বিরাট ডেস্কের সামনে স্তুপিকৃত কাগজ-পত্র দেখতে ব্যস্ত, তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন একটু আগে ভূ-সম্পত্তি সমভাবে পূর্ণবণ্টন নীতি সংক্রান্ত বিলের শেষ খসরাটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

ছোটখাটো বেঁটে মানুষ তিনি, বছর চল্লিশ বয়স, বাদামী চুল, কোটরাগত বাদামী চোখ, মুখে একটা অকালপক্কতার ছাপ। চীফ একজিকিউটিভ তাঁর তিন তিনটি বছর খুব কষ্টে কেটেছে।

তাঁর মেরুদণ্ডে টান পড়ে, মনে মনে ভাবলেন এবার একটু দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। তাই করলেন তিনি। জরীপ করলেন তাঁর সুরুচিপূর্ণ অফিস ঘর ইরানীয় কার্পেটে মোড়া মেঝে, মেহগিনি কাঠে ঢাকা দেওয়াল, গিলটি করা ফ্রেমের আয়না ইত্যাদি। একটি জানালা, কাছের দেওয়ালে প্রেসিডেণ্টের সীলমোহর ঝুলে থাকতে দেখলেন তিনি। তবে সেই সঙ্গে তিনি আবার অফিস ঘর সংলগ্ন বুলেট প্রুভড্ ব্যালকনিও দেখতে পেলেন, বিল্ডিং এর চারপাশেই রয়েছে সেই ব্যালকনি। তিনটি দরজা, একটি তাঁর রিসেপসন রুমে যাওয়ার আর একটি নিচে ডাইনিং রুমে যাওয়ায় এবং তৃতীয়টি ওপর তলায় তাঁর ব্যক্তিগত এ্যাপার্টমেণ্টে যাওয়ার, যেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী মিলিত হয়ে থাকেন। চতুর্থ দরজাটা চোখে পড়ে না, মেহগিনি কাঠের আড়ালে নীরেট লোহার প্রবেশ পথ। বাগানে যাওয়ার দরজাটা সেটা যেখানে প্রেসিডেণ্টের সিকিউরিটি কমাণ্ডের ব্যারাক।

চামড়ার গদি আঁটা চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে ডেস্কের স্তুপিকৃত নথীপত্রের পাহাড় ছাপিয়ে কেবল মাত্র একটি জিনিষ চোখে পড়ল প্রেম সাঙ

এর রূপার ফ্রেমে আঁটা তাঁর স্ত্রী নোয় এবং তাঁদের পুত্র ডেন-এর ছবি। তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল তাঁর কাগজপত্রগুলোর ওপর। আর একবার কাজে মন দিলেন তিনি।

একাজ তিনি করছেন মাসের পর মাস ধরে, তবু প্রেসিডেন্ট প্রেম সাঙ তাঁর উভয়সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনো। দক্ষিণ চীন সমুদ্রের উপকূলে থাইল্যাণ্ড কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের দক্ষিণ প্রান্তে তিনটি দ্বীপ নিয়ে তাঁর রাজ্য। প্রধান ও সব থেকে বড় দ্বীপ হলো হলো ল্যামপাং, সেখানকার শহর রাজধানীর ভিসাকায় থাকেন সাঙ। ছুটি সংলগ্ন দ্বীপ লামপাং লোপ ও লামপাং থন তুলনায় অনেক ছোট, ছুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা দ্বীপ এবং সেখানকার বাসিন্দারা হলো বিদ্রোহী কমিউনিষ্ট, যাদের ফুলে ফেঁপে ওঠা সংখ্যাটা একটা ছুশ্চিন্তার কারণ বটে।

প্রেসিডেন্ট-সাঙ এর বর্তমান সমস্যা হলো.জনগনের তুই বিরেধী গোষ্ঠীকে কি করা যায়। প্রধান দ্বীপ ল্যামপাং-এ সাধারণ মানুষের বসবাস যারা গণতান্ত্রিক, ক্যাথলিক ইংরাজী ভাষা—ভূমি ও সম্পদ যথাযথভাবে বণ্টন করার প্রতিশ্রুতিতে তারা তাঁকে নির্বাচন করেছে। তিনি তাঁর স্বল্প ব্যবধানের জনপ্রিয়তাটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। পাশ্ববর্তী ল্যাম সাং এবং ল্যামপাং থন ছ'টির শাষণ ভার কমিউনিষ্ট গেরিলাদের হাতে, তাদের নেতা হলো ওপাস লুনাকুল ভিয়েতনাম কমিউনিষ্টদের এক নগন্য কমরেড, যারা প্রতিদিন অনুপ্রবেশ করছে সেখানে।

কমিউনিষ্টরা সক্রিয় ভাবে জোর প্রচার চালাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট সাঙ ও ল্যামপাং, আমেরিকার পাপেট, পুতুলের মতো তারা কেবল নাচতে জানে আমেরিকার কথায়, বিনিময়ে তারা পাচ্ছে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের আর্থিক সহযোগিতা। তাদের দাবী, ল্যামপাংকে আমেরিকা তাদের একটা বিদেশী উপনিবেশ গড়ে তুলতে চাইছে, তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছে। তাদের আরো দাবী হলো, কেবল মার্কসীয় সাম্যবাদ নীতিতেই ল্যামপাং প্রকৃত মুক্ত হতে পারে এবং আর্থিক দিক থেকে বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু কমিউনিষ্টরাই প্রেসিডেণ্ট সাঙ-এর একমাত্র সমস্যা নয়। তার নিজের দলের মধ্যেই একজন রয়েছে তার সেনাহিনীর প্রধান, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জেনারেল মামাক নার্কর্ন, কমিউনিস্টএরা কেবারেই এক মত নয় সে তাঁর সঙ্গে।

জেনারেল চায় আমেরিকার কাছ থেকে যে অর্থই আসুক না কেন তা যেন সেনাবাহিনীর পিছনে খরচ করা হয়, সেনাদের আর্থিক সুব্যবস্থা হলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কমিউনিষ্টদের দেশ থেকে মুছে ফেলতে পারবে। ওদিকে প্রেসিডেণ্ট চান, ঘরোয়া অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্যে সেই অর্থ ব্যবহার করা হোক। তাঁর ধারণা এই ভাবে কমিউনিস্ট হুমকির মোকাবিলা করা যেতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট সাঙ তাঁর ডেস্কের ওপর রাখা নোটগুলোর ওপর আর একবার চোখ বোলালেন। ল্যামপাং-এ বেকাবী শতকরা আঠাবো ভাগ। চাকরীরত কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। পাঁচজনের পরিবারের গড়পড়তা আয় মাসিক একশো দশ ডলার, বেদনাদায়ক। তাদের আয়ের যদি উন্নতি হয়, সুষ্ঠ ভাবে ভূমি বণ্টন করা যায়, তাহলে কমিউনিষ্টদের শান্তিপূর্ণ ভাবে তাড়ানো যেতে পারে।

এই সময় তার ঘরের প্রবেশপথের দরজায় নক্ করার শব্দ হলো।

মনে পড়ল তার, অস্পষ্ট। জেনারেল নার্কর্ন একটা নথীপত্র পাঠিয়েছে, সেটা তার সেক্রেটারী কিংবা প্রহরীরর হাতে তুলে দেওয়ার কথা।

কিন্তু তার সেক্রেটারী এখন ওপরতলায়, কথাটা স্মরণ রেখেই প্রেসিডেণ্ট সাঙ বলে উঠলেন, 'ভেতরে এসো লেফটেনাণ্ট।'

দরজা খুলে যায়। প্রেসিডেণ্ট ভেবেছিলেন লেফটেনাণ্টকে দেখবেন। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না এবং তারপরেই·· খোলা দরজাপথ দিয়ে তাঁর চোখে পড়ল হলওয়েতে হাত পা ছড়িয়ে রয়েছে, পিঠে বিদ্ধ তলোয়ার।

সেটা তাৎক্ষনিকের ব্যাপার, ইউনিফর্ম পরিহিত দুটি লোক, প্রেম সাঙ-এর অপরিচিত, লেফটেনাণ্টের দেহ ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে, হাতে রাইফেল। তারা রাইফেল উঁচু করে তুলে ধরতেই, অস্ত্রগুলো চিনতে

পারলেন সাও। অটোমেটিক কালাশানিকোভ রাইফেল, হঠাৎ আক্রমণের উপযোগী, সোভিয়েতের তৈরী, এবং সেগুলো তার দিকে তাক করা।

হতভম্ব প্রেসিডেন্ট সাও তাঁর ডেস্ক থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'একি হচ্ছে? শয়তানের বেশে কে তোমরা?'

প্রত্যুত্তরে উভয় রাইফেলই ভয়ঙ্কর ভাবে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের নল দু'টো ঝলসে উঠল, তার প্রতিক্রিয়ায় জ্বলন্ত বুলেটে তাঁর মুখের একটা অংশ ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেল, বুক চিরে গেল. মোচড় দিয়ে উঠল প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। মুহূর্তের জন্যে একবার তিনি চেষ্টা করলেন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানর পরমুহূর্তেই তাঁর ভারী দেহটা পড়ে গেলো মেঝের ওপরে, কার্পেটের ওপরে তাঁর দেহটা স্তব্ধ হয়ে গেলো পরমুহূর্তেই, তাঁর চোখে মুখে মৃত্যুর বিভাষিকা. দেহ অবিচল। তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ধারা নামতে দেখেই ঘাতক দুজন বাইরে থেকে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে উধাও হয়ে গেল নিমেষে।

ওদিকে ওপরতলায় প্রেমের সেক্রেটারীর কথা শুনতে শুনতে প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মুখে ক্রীম লাগাচ্ছিলেন সেই সময় হঠাৎ নিচতলায় বন্দুকের আওয়াজ শুনেই বিস্মিত হলেন। কান পেতে শুনলেন সেই শব্দটা।

ফায়ারক্রাকার, নিজের মনে বললেন তিনি, কিংবা তার থেকেও বেশী কিছুও হতে পারে। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি তাঁর চোখে মুখে গভীর উদ্বেগের ছাপ পড়ে, হতভম্বের মতো ছুটে গেলেন তিনি তাঁর স্বামীর অফিস ঘরে।

প্রথমে কাউকেই দেখতে পেলেন না তিনি এবং তারপরেই ডেস্কের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর স্বামীর রক্তাক্ত দেহটা দেখতে পেলেন।

হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তিনি, হাঁ করে শ্বাস নিলেন, এবং তারপর চিৎকার করে উঠলেন, ক্রমাগত।

ছুটে এলো মিস ক্রেইসরি এবং চাকর বাকররা। তারপর এলো প্যালেসের প্রহরীরা ক্যাপ্টেনের অধীনে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, চিকিৎসক ও এ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরাও এলো।

বুদ্ধি করে কে যেন তাঁকে কাছাকাছি একটা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ শক্ পাওয়ার আঘাতে পক্ষঘাতগ্রস্থ রুগীর মতো অনড়, অচঞ্চল ভাবে বসে পড়লেন নোয় সাঙ। জেনারেল সামাক নার্কর্ন ও তার অফিসাররা পর্যন্ত বসে রইলেন সেখানে।

এখানেও নার্কর্নের ইউনিফর্মের সঙ্গে রিবন ও মেডেল আঁটা থাকতে দেখা গেলো। প্রেমের দেহ একটা ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়ার পরেই চিকিৎ-সকদের প্রশ্ন করতে শুরু করে দিলো নার্কর্ন। তার পরবর্তী প্রশ্ন হলো প্রহরীদের ক্যাপ্টেনকে। তাদের দলে দুজন লোক ছিলো বলছ তুমি? প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী বলেছে তোমাকে আমি নাকি তাকে জানিয়েছি তাদের এখানে ঢুকতে দিতে, আর তাদের কাছ থেকে আমার একটা বার্তা আশা করতে? এ সব ডাহা মিথ্যা! ও রকম কোন ব্যাপার আমি কখনই প্রেসিডেণ্টকে বলিনি। তাঁর জন্যে কখনই আমার কোন বার্তা ছিলো না এটা কমিউনিস্টদের একটা প্লট। করোনার যখন তাঁর দেহ থেকে বুলেট অপসারণ করবে দেখতে পাবেন, সেগুলো রাশিয়ার তৈরী। এ এক ভয়ঙ্কর, অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

অনেকক্ষণ পরে নোয় সাঙ উপলব্ধি করলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনারেল নার্কর্ন, তাঁকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাইছে সে। সাধারণতঃ রূঢ় রুক্ষ মেজাজের লোক সে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কণ্ঠস্বর অনেক সংযত এবং নম্র। তাঁকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল সে।

'আমি দুঃখিত অত্যন্ত দুঃখিত ম্যাডাম প্রেসিডেণ্ট।'

কেবল সেই মুহূর্তে নোয় সাঙ বুঝতে পারলেন, তিনি কেবল বিধবাই নন, তাঁর স্বামীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি এখন লামপাং-এর ভাইস প্রেসিডেণ্টও বটে।

কাঁচেঘেরা এম ষ্ট্রীটের ওপর দ্য ন্যাসনাল টেলিভিসন নেটওয়ার্ক ব্যুরোর কণ্ট্রোল রুমে একটা আরামকেদারায় হী হাসকেন তার কৃশ লম্বাটে শরীরটা যুৎসই ভাবে বিছিয়ে বসেছিল, পাশের চেয়ারটা অধিকার করে বসেছিল সম্পাদক সাম হুইটল।

নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে হুইটল'র আগমন স্বল্প ব্যবধানের। তার স্বল্প আলোচনার মধ্যে প্রাথমিক বিষয়বস্তু হলো নেটওয়ার্কের হোয়াইট হাউস করেসপণ্ডেন্ট এর ব্যাপারে হী হাসকেনের সঙ্গে কথা বলা।

হাসকেনের বক্তৃতা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই হোয়াইট হাউসের প্রেস রুমে হুইটল তাকে ফোন করে বলেছিল, 'শোন হা, আমি চাই, তুমি এখানে চলে এসো, আমরা দুজনে এক সঙ্গে সাতটার খবরটা শুনতে চাই।' সেই মতো সান্ধ্য খবর শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হাসকেন এসে হাজির হয় সেখানে। তাদের সামনে রাখা টেলিভিসন দেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিল সে।

টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করেছিল হাসকেন তার উর্দ্ধতন অফিসারের সঙ্গে। কিন্তু খবরের ওপর হুইটল'র মনসংযোগ ঘটার দারুণ নীরবে অপেক্ষা করল হাসকেন।

অবশেষে নিজেকে সে টেলিভিসনের পর্দায় দেখতে পেলো হাতে মাইক্রো ফোন, স্থান লাফেয়েটে পার্ক, পিছনে হোয়াইট হাউস।

হাসকেন তার লক্ষ লক্ষ পর্যবেক্ষকদের নিজের চোখে দেখবার চেষ্টা করে। আসলে সে যেন নিজেই নিজেকে তার একজন শ্রোতা হিসেবে পেলো—দীর্ঘ সময়ের পরিচিত—যেন বসবার ঘরে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে। নিজেকে দেখতে গিয়ে হী হাসকেন শুনলো;

আজ হোয়াইট হাউসের সব থেকে উল্লেখযোগ্য খবর হলো, প্রেসিডেন্ট ম্যাট আণ্ডারউড প্রস্তুত হচ্ছেন ল্যামপাং দ্বীপের প্রেসিডেন্ট মাদাম নোয় সাও এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। আমেরিকার স্বার্থেই এই সাক্ষাৎকার।'

ঠিক এক বছর আগে এই সপ্তাহে ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্ট প্রেম সাওকে খুন করে দুজন অজ্ঞাত পরিচয়ের লোক, সম্ভবতঃ তারা বিদ্রোহী কমিউনিষ্ট, প্রতিবেশী দুটি দ্বীপে তাদের শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই দুটি দ্বীপ আবার ল্যামপাং এরই অধীনে। প্রেম সাও এর খুন হওয়ার

দরুণ ভাইস প্রেসিডেন্ট মাদাম সাঙ প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হন। বলাবাহুল্য তার ভাইস প্রেসিডেন্ট আবার তাঁরই যুবতী স্ত্রী নোয় সাঙ। আমেরিকানদের চোখে সেটা বিসদৃশ বলে মনে হলেও তবে এটা বোঝা উচিত যে, ল্যামপং এর রাজনীতি নির্ভর করে সেখানকার সামাজিক কাঠামোর ওপর, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে একটি পরিবারের ওপর। সেখানকার প্রেসিডেন্টের মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের পর তার স্ত্রী কিংবা পুত্র, অথবা তাঁর নিকটতম কোন আত্মিয় পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে এর অর্থ হলো, কোনো আগন্তুক কিংবা বহিরাগত ব্যক্তি প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।'

'এই নীতি ল্যামপাং-এ বেশ সুষ্ঠু ভাবেই কার্যকরী হয়ে থাকে। এক বছর আগে প্রেম সাঙ এর মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা পত্নী নোয় সাঙ প্রেসিডেন্টের পদলাভ করার পর নিরলস ভাবে তিনি তাঁর স্বামীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এক বছর হলো নোয় প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করে আসছেন, এবং এই শোকসূচক সময়ে আদৌ কোথাও ভ্রমণ করেননি তিনি। দেশের ভেতরের সমস্যার ব্যাপারে ভাল করে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য ল্যামপাংয়ে থেকে গেছেন তিনি।

গত এক বছরে আমেরিকার ওপর ল্যামপাং এর নির্ভরশীলতার ব্যাপারে আগের থেকে আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন মাদাম নোয় সাঙ। এখন এই একটি বছর শোক পালন করার পর মাদাম নোয় সাঙ এই প্রথম দেশের বাইরে আমেরিকায় পাড়ি দিতে যাচ্ছেন। আজই সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছেছেন তিনি। ব্লেয়ার হাউসে রাতটা কাটানোর পর তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের সঙ্গে আলোচনা করবেন।'

'আগামীকালের এই সাক্ষাৎকার উভয়দেশের কাছে একটা কঠিন সমস্যার ব্যাপার। ল্যামপাং-এর দিক থেকে বলা যায়, মাদাম নোয় সাঙ লক্ষ লক্ষ ডলার ঋণের জন্য তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে, যা দিয়ে তিনি তাঁর দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করে তুলতে পারবেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে

স্বাগত জানাবেন, যারা সামাজিক সাহায্য ও ভূমি বণ্টনের জন্য সহযোগিতা আশা করছে তাঁর কাছ থেকে। অন্য দিকে আমেরিকায় প্রয়োজনটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আরো দামী। ল্যামপাং দ্বীপে একটা বিরাট আধুনিক এয়ার বেসের অত্যন্ত প্রয়োজন আমেরিকার।'

'এই এয়ার বেসের গুরুত্ব বোঝার জন্য এই ল্যামপাং দ্বীপটা কোথায় সেটা আগে স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত হওয়া দরকার। সময় সময় ল্যামপাং-এর কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন বেশির ভাগ পর্যবেক্ষকরা। আবার অনেকে হয়তো ভুলে গিয়ে থাকবেন, আমেরিকার কাছে তার কৌশলগত গুরুত্ব, ফিলিপাইন্স-এর পরেই ল্যামপাং-এর স্থান।

ফিলিপাইন্স-এর পশ্চিম দিকে ল্যামপাং, দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ধারে এই দ্বীপ, কাছেই থাইল্যাণ্ডের আবর্ত। মূল দ্বীপটি ফিলিপাইন্সে-এর লাজন-এর দুই-তৃতীয়াংশ আয়তনের সমান, কম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনামের দক্ষিণে, তবু সেটা পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার সান্নিধ্যে বলা যেতে পারে। তিন তিনটি কমিউনিষ্ট দেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ল্যামপাং দ্বীপ, তার মধ্যে দুটি দেশ তো খোলাখুলি ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে অস্ত্রশস্ত্র এবং সাহায্য চেয়ে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে আমাদের নিজস্ব কমিউনিষ্ট বিরোধী জোট তৈরি করার জন্য ল্যামপাং-এ একটা বড় ধরণের এয়ার বেস আমেরিকায় অত্যন্ত প্রয়োজন।'

'এই চরম সংকটে ল্যামপাং-এ একটা এয়ারবেস পাওয়াটা প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডের মূল লক্ষ্য, এই রকম একটা সম্ভাবনা নিয়ে আগামীকাল মাদাম নোয় সাং-এর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন তিনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কি সেটা পাবেন? অনেক বাধা আছে এর মধ্যে। তাঁর পূর্বসুরী তাঁর স্বামীর মতো মাদাম সাঙ-এর ওপর প্রচণ্ড চাপ রয়েছে ল্যামপাংকে আমেরিকার অধীন থেকে মুক্ত করা, আমেরিকার প্রভাব থেকে ল্যামপাংকে সরিয়ে নিয়ে আসা। বেশি চাপ আসছে স্থানীয় বিদ্রোহী কমিউনিস্টদের কাছ থেকে, যারা ল্যামপাং-এর কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে চাইছে।'

তবে সুখের বিষয় হলো, রাজনৈতিক দিক থেকে মাদাম নোয় সাঙ

যথেষ্ট সমাজদার মহিলা, আমেরিকার প্রতি তাঁর যে একটু দুর্বলতা আছে সেটা অজানা নয়। আমেরিকার পথ তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর এই মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তাঁর কুড়ি বছর বয়সে, এখানে তিনি যখন ওয়েলেসলি কলেজে পড়তে আসেন তখন থেকেই। কিন্তু আসল কথা হলো, আমেরিকার কাছ থেকে মাদাম নোয় সাঙ মোটা টাকার ঋণ চান তাঁর দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করে তোলার জন্য। আর তিনি বেশ ভাল ভাবেই জানেন যে. তা তিনি পাবেন, বিনিময়ে তাঁকেও কিছু ছাড়তে হবে।'

'তাই আগামীকাল প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড ও মাদাম নোয় সাঙ-এর সাক্ষাৎকার সামাজিক ব্যাপার কেবল নয়, তার থেকেও অনেক বেশি কিছু। এটা একটা লেন-দেনের ব্যাপার। এই লেন-দেন কি কার্যকরী হবে? আশাকরি আগামীকাল এই সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট আপনাদের কাছে পেশ করতে পারবো। দ্য ন্যাশনাল টেলিভিসন নেটওয়ার্কের পক্ষে হোয়াইট হাউস থেকেই হাসকেল বলছি—'

লাফিয়ে উঠে টেলিভিসন সেটের সুইচটা অফ করে দিয়ে সাম হুইটল ফিরে এসে বসলো তার চেয়ারে হাসকিনের মুখোমুখি হয়ে।

'শোন হী, এর আগে তোমার এই বক্তৃতার অংশ বিশেষ আমি দু'দুবার শুনেছি। আগে আমি সরাসরি টি ভি. স্ক্রীনে তোমাকে দেখেছি। তারপর আবার ভিডিও টেপে। এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার প্রশ্ন হলে-কেন?'

'কেন, কি ব্যাপার?' হতভম্ব হয়ে বলল হাসকিন।

'প্রধানত এ সময়ে সব ব্যাপারটা ল্যামপাংকে নিয়ে কেন? ল্যামপাং-এর ব্যাপারে এই মতলবটা কে দিলো?'

'কিন্তু তুমি তো আমার সব কথাই শুনেছ,' প্রতিবাদ করে উঠল হাসকিন। 'কৌশলগত ব্যাপারে এটার গুরুত্ব আছে। আমাদের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যে সব ফাঁক ফোকর আছে, সেটা পূরণ করতে পারে এই ল্যামপাং। ফিলিপাইন্স-এর গুরুত্বর কথা তুমি বিবেচনা করো না? সে হিসাবে আমাদের পক্ষে ল্যামপাং-এর গুরুত্ব অনেক। কেবল আমাদেরই বা বলছি কেন,

ল্যামপাং-এর ক্ষেত্রেও তাই '

জোরে জোরে মাথা নাড়ল হুইটল। 'আমি বাজী ধরে বলতে পারি, সেটার অবস্থান সম্পর্কে তোমার অর্ধেক পর্যবেক্ষকদের খুব সামান্যই ধারনা আছে।'

'হয়তো নেই,' স্বীকার করল হাসকিন, 'তবে এটা একটা কাহিনী।'

'অত্যন্ত দুর্বল। প্রেসিডেণ্ট নোয় মাঙ আসছেন আণ্ডারউডের সঙ্গে দেখা করতে। পৃথিবীর অন্য আরো নেতাদের কাছে অবশ্যই নোয় সাঙ-এর পরিচিতি অতি নগন্য।'

'মাত্র এক বছর হলো তিনি প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন,' বললো হাসকিন, 'তাঁকে একটা সুযোগ দাও। আগামীকালের পরে তিনি আরো ভাল ভাবে পরিচিত হয়ে উঠবেন।'

'তাতে আমার সন্দেহ আছে কী।'

'তাছাড়া মাত্র এক বছর আগে তাঁর স্বামী খুন হন। তিনি তখন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট—অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে শপথ নিতে হয়। খ্যাতি অর্জন করার জন্যে তাঁকে একটু সময় তো দিতে হবে! আরো আছে—' একটু ইতস্ততঃ করে বলল হাসকিন, 'তিনি দেখতে সুশ্রী। সহজেই তিনি আকর্ষণ করতে পারবেন মানুষকে।'

'হতে পারে, তবে নাও হতে পারে.' বলল হুইটল, 'হোয়াইট হাউসে আর একজন মহিলার কোন মানে হয় না, বিশেষ করে সেখানে যখন ফার্স্ট লেডী রয়েছেন যিনি এক সময় মিস আমেরিকা খেতাব পান।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'উপযুক্ত সময়ের জন্য অবশ্যই তোমার অন্য কাউকে খুঁজে বার করা উচিৎ।'

বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে দু হাত তুলে হাসকিন বলে, 'সেরকম কেউ তো আমার চোখে পড়ছে না। আমার সমস্যা হলো প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডকে নিয়ে। বেতারে আমি অনেকবার বলেছি, তিনি একজন অলস প্রেসিডেণ্ট। খবর কি করে তৈরী করতে হয় তাও তিনি জানেন না।'

সে কথাও ভেবেছে হাসকিন। অনেক আগে থেকেই আণ্ডারউডকে জানে সে। হাসকিন নিজেই তখন দ্য ন্যাশনাল টেলিভিসন নেটওয়ার্কের কাজে সবে ঢুকেছিল। আর আণ্ডারউড টেলিভিসনের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে

এসেছিলেন, বেতারে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রিয় কুশীলব। এসবের মূলে তাঁর ধূসর রঙের সুন্দর বাহারী চুল, সুপুরুষ চেহারা এবং উষ্ণ কণ্ঠস্বর। এই ভাবেই ঘরে ঘরে নাম ছড়িয়ে পড়ে তাঁর। তাঁকে আরো বেশি রঙীন, আরো বেশি মধুর স্বপ্নময় করে তোলে প্রাক্তন মিস আমেরিকা এ্যালিস রেনল্ডস, যাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি, নেটওয়ার্কের মহিলা বিভাগের ফিচারের দিকটা দেখেন এ্যালিস। কলম্বিয়া ইউনির্ভাসিটি থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর নেটওয়ার্কে সামান্য একটা চাকরি নিয়ে আসে হাসকিন, আণ্ডারউড তখন তাঁর সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

গোড়ায় আণ্ডারউড সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো। তারপর ক্রমে ক্রমে টেলিভিসন সম্পর্কে যতো বেশি ওয়াকিবহাল হয়েছে, তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রদর্শন একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে,। রিপোর্টিং-এর ব্যাপারে হাসকিনের কৌতূহল যেমন ছিলো প্রচণ্ড, তেমনি ছিলো আক্রমনাত্মক ভূমিকা। আণ্ডারউড় কেমন ছিলেন? গোপনে তাঁকে সম্বোধন করত সে 'পাঠক' হিসাবে। দেশী ও বিদেশী কাহিনী থেকে সারমর্ম আহরণ করে সেটা তিনি পর্যবেক্ষকদের কাছে পেশ করতেন, যেন সেটা তাঁরই মূল আবিস্কার। তবে ক্ষমতা বা সামর্থে মৌলিকতা না থাক, তবে আন্তরিকতা অবশ্যই ছিলো।

হাসকিন তার অগ্রজকে মনে করতো নকলকারী, অভিনেতা। তবে একেবারেই বোবা নয়। দারুণ স্মার্ট, অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিলো প্রচুর। তবে তিনি যে তাঁর নিজের কথা বলছেন, সত্য কথা বলছেন, এ কথাটা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মতো সত্যিকারের দক্ষতা ছিল তাঁর। যুবকরা যেমন তাদের বাবাকে বিশ্বাস করে থাকে, মানুষও তাঁকে ঠিক তেমনি বিশ্বাস করতো।

তারপর হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই দ্য ন্যাশনাল টেলিভিসন নেটওয়ার্ক ছেড়ে দেন আণ্ডারউড। নিউইয়র্ক থেকে একজন সেনেটরের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তার পদটা পূরণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গভর্নর ছিলেন আণ্ডারউডের একজন দারুণ ভক্ত, এবং তাঁর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে টেলিভিসনের একজন

কর্ণধারকে সেনেটার পদে নিয়োগ করে তিনি তাঁর পছন্দের সাহসিকতা দেখান।

একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক হিসাবে হাসকিন জানতো কংগ্রেসে যোগ দিলে নারী হোক কিংবা পুরুষই হোক সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু আণ্ডারউড ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। আণ্ডারউড তার জনপ্রিয়তা পরিবর্তন করেছিলেন টেলিভিসন থেকে স্টেটের সেনেটে। সেনেটকে তিনি আরো বেশি প্রচার মাধ্যম হিসাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর দেশের সর্বোচ্চ পদ প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর পার্টি যখন তাঁকে মনোনীত করলো, তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা, এবং আকর্ষনীয় বক্তৃতা দিয়ে নির্বাচনে তাঁর বিরোধী প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করতে সক্ষম হন। আর এভাবেই একজন প্রাক্তন টেলিভিসন কর্ণধার এবং এক সময়ের মিস আমেরিকা হোয়াইট হাউস দখল করে বসেন।

ইতিমধ্যে হী হাসকিন তার নিজেব প্রচেষ্টায় দ্রুত নেটওয়ার্কের উচ্চপদে উন্নীত হয়, এবং দু'বছর আগে দ্য ন্যাশানাল টেলিভিসন নেটওয়ার্কেব পক্ষে হোয়াইট হাউসের সংবাদাতা হিসাবে নির্বাচিত হয়।

শুরু থেকেই প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডকে পছন্দ করতো না হাসকিন। তিনি একজন অলস প্রেসিডেন্ট, যেমন অলস ছিলো কালভিন কুলিজ। বর্তমানে বেতারে সেই কথাই বলতে শুরু করেছে হাসকিন। এবং ফলে প্রেসিডেন্ট এবং চীফ অফ স্টাফ পল ব্রেক রাগে ফেটে পড়েছে তার ওপর। কিন্তু হাসকিন দমবার পাত্র নন, সমানে প্রেসিডেন্টের বিরূপ সমালোচনা করে যাচ্ছে সে। প্রেসিডেন্টের অবস্থা এখন এমনি সঙ্গীন যে, সাংবাদিকদের সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ায় ভয়ে তিনি এখন কোন প্রেস কনফেরান্সের মুখোমুখি হন না। এবং কদাচিৎ বিদেশী নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন।

এই অবস্থায় হাসকিন ভাবে, দেখা যাক তাঁর কর্মচারীরা কি ভাবে ল্যামপাং এর একজন মহিলা প্রেসিডেন্টকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা করে। যাইহোক, এটাকে একটা ঘটনা হিসাবে ধরে নিয়েছে হাসকিন আর আজ সে সেইভাবেই বক্তৃতা দিয়েছে তায় পর্যবেক্ষকদের সামনে। তবে

তার সম্পাদক সাম হুইটল আপত্তি জানিয়ে বলেছে এ কাহিনী অত্যন্ত নীরস।

হুইটল-র সঙ্গে হাসকিন তার আলোচনার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো, 'তোমাকে আমি আবার বুঝিয়ে বলছি শোন, এই প্রেসিডেন্টের কাছে কোন নতুন খবর আশা তুমি করতে পারো না। তবু আমাকে কিছু একটা পেতেই হবে, এই আশা নিয়েই আমি গিয়েছিলাম।'

'কেন আর কোন খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা তুমি করনি?' জিদ ধরলো হুইটল।

'তেমন কিছুই নয় সাম, বিশ্বাস করো আমাকে। আমার অনুমান, সত্যিকারের খবরের সারমর্ম হলো, দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ম্যাট আণ্ডারউণ্ড পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি জানতে পেরেছি, ফার্স্ট লেডী চান, যেন প্রেসিডেন্টের পদে পুনরায় কাজ চালিয়ে যান, এটাও একটা খবর। চীফ অফ স্টাফ ব্লেকেরও সেরকম ইচ্ছা। এর ফলে আণ্ডারউডের মতো সেও তার পদে আবার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে যথারীতি। কিন্তু আবার বলছি, এ কাজের জন্য অত্যন্ত অলস তিনি। এবং ক্লান্তিবোধ করছেন।

'কিন্তু এ্যালিস আণ্ডারউড চান, তিনি যেন আবার প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করেন।'

'ও, হ্যাঁ, লাইমলাইটে আসতে ভালবাসেন তিনি, সেই সঙ্গে তিনি চান প্রেস ও টি ভির লোকেরা তাঁর আরো ফটো ছাপাক এবং টেলিভিসনের পর্দায় তাঁর ফটো দেখানো হোক।'

'বেশ তো, এ সব খবর কেন তুমি বেতারে প্রকাশ করছো না?'

কেমন যেন অসহায় দেখায় হাসকিনকে। 'আমারো তাই ইচ্ছা সাম। কিন্তু মুশকিল কি জান, সেটা আমি প্রমাণ করতে পারবো না। আমি একজন ভাল তদন্তকারী রির্পোটার হতে পারি, কিন্তু আমি যাই তদন্ত করি ফার্স্ট লেডীর ইচ্ছে, তাঁর স্বামী দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হোক। তবু আমার এই বিশ্বাসই বলো, কিংবা অনুমানই বলো, তার প্রমাণ আমার হাতে নেই।'

হুইটলের মুখ দেখে মনে হলো, শেষ পর্যন্ত বেন উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

'তাহলে এক কাজ করো না কেন, যে ভাবেই হোক, সবার আগে প্রমাণ সংগ্রহ করার প্রাণপন চেষ্টা করো। ফার্স্ট লেডীর ইচ্ছে, আণ্ডারউড আবার প্রেসিডেন্ট হোক। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিজে তা চান না। সংঘর্ষ, বিরোধিতা, এসব হচ্ছে উল্লেখযোগ্য খবর বা কাহিনীর সারাংশ। আণ্ডারউড আবার প্রেসিডেন্ট হলেন কি হলেন না, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। এখন কথা হচ্ছে, তিনি কি করবেন? এখন সেটাই একটা ভাল কাহিনী বলা যেতে পারে, এখানে ল্যামপাং কোন ইস্যুই হতে পারে না।'

'ঠিক আছে,' আন্তরিক ভাবে বললো হাসকিন, 'প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবো।'

তুমি যে পারবেই, একেবারে নিশ্চিত হতে হবে তোমাকে' বললো হুইটল, 'আমি তোমাকে একটা নতুন কাজ দিচ্ছি। হাসকিন হোয়াইট হাউসের এখন থেকে আর সংবাদদাতা থাকছে না; কেবল প্রেসিডেন্ট সম্পর্কিত সংবাদ দাতা। ভেবে ছাখো পারবে তো তুমি?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'কাল থেকে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের ছায়া হয়ে থাকছো তুমি। একজন অপরাধীকে ধরতে তুমি কি করতে চাও। এই ভাবে অনুসরণ করো তাঁকে।'

হোয়াইট হাউসের তিনতলায় আলাদা আলাদা শয়নকক্ষে শুয়ে থাকেন ওঁরা। আর তাই ওঁরা তা করছেন বেশ কিছুদিন ধরে, অন্তত বছর খানেক তো বটেই। এই আলাদা ব্যবস্থার কারণ দুটি। প্রথমটি হলো, অনিদ্রায় ভুগছেন এ্যালিস আণ্ডারউড। তাঁর চোখে ঘুম প্রায় থাকেই না বলা চলে। বিছানায় শুতে যাওয়ার আগে কম ডোজের পিল খেয়ে থাকেন তিনি ভাল ঘুম হওয়ার জন্য আর তার কিছু পরেই ম্যাট আণ্ডারউড আসেন তাঁর বিছানায়, অবশ্যই তিনি তখন তাঁর স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। তাতে তাঁকে খিটখিটে ও রূঢ় করে .াংলে। দ্বিতীয় কারণ হলো—শুতে যাওয়ার আগে সাধারণত দু'তিন পেগ ফরাসি মদ পান করে থাকেন। তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন, এ্যালিস আণ্ডারউড তাঁর

নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ পেয়ে তখন রাগে উত্তেজনায় আরো খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে ওঠেন।

'অসভ্য,' এ্যালিস বলতেন, 'শুতে আসার আগে ঐ ছাইপাস মদ না গিলে কি আসতে পারো না?

ব্ল্যাঙ্কেট তুলে ধরে তিনি হয়তো বলবেন, 'না, ওটা আমার হাল্কা ঘুমের পিলের কাজ করে থাকে। আমি তোমারটা সহ্য করি। আর তুমি আমারটা সহ্য করতে পারো না?'

তারপর থেকেই ওঁদের মধ্যে ক্রমশই তিক্ততা বেড়ে উঠতে থাকে, এ ওর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করতে থাকে, ওঁদের রাতের ঘুম যায় উধাও হয়ে। অনিদ্রায় ভুগতে থাকেন দুজনেই। এ ভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। তা এ্যালিসিই প্রথম প্রদক্ষেপ নেয় আলাদা ঘরে শোয়ার জন্য। প্রথম পারি-বারিক শয়নকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি নিচে আলাদা ভাবে কুইন্স বেডরুমে শোয়ার জন্য। এই ভাবেই ওঁরা আলাদা হয়ে যান এ ওর কাছ থেকে, চিরাচারিত বিছানা ছেড়ে রাতের সুখনিদ্রার সন্ধানে।

আজ সকাল সাড়ে সাতটায় প্রেসিডেন্টের হাসি-খুশি স্বভাবের নিগ্রো ভৃত্য হোরাস দরজায় বহুবার নক্ করার পর ঘরে ঢুকে পড়লো। প্রেসিডেন্টকে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে আর জাগিয়ে তুলতে হলো না, তখনো ঈষৎ মাতাল অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি তাঁর বিছানায়, তবে ধীরে ধীরে সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন, সকাল হয়ে গেছে, এবার তাঁকে তাঁর ভৃত্য, সেক্রেটারী এবং সরকারী আমলাদের মুখোমুখি হতে হবে। তাই এবার তিনি স্বাভাবিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন।

'মিঃ, প্রেসিডেন্ট আপনার জন্য হাল্কা নীল রঙের পিন স্ট্রীপড্ সুটটা বার করার ব্যবস্থা করি,' 'ড্রেসিংরুমের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে বললো হোরাস, 'আমার বিশ্বাস, আপনার একজন বিদেশিনী সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারতে হবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মুখ বিকৃত করে নিলেন প্রেসিডেন্ট, 'সে যাইহোক, পরের কথা পরে ভাবো।'

বিরাট বিছানার ওপর থেকে বুকে ভর দিয়ে উঠে বসলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি হাত মুখ ধুয়ে স্নান করলেন, তোয়ালে দিয়ে চুল ও গা মুছলেন। তাঁর বুকের ওপর কোলন ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তোয়ালে জড়িয়ে শয়নকক্ষে ফিরে এলেন এক সময়। সদ্য পরিপাটি করে গোছানো বিছানার ওপর তাঁর পোষাক ছড়ানো ছিলো।

আস্তে আস্তে পোষাক গায়ে চাপানোর পর তাঁর খিটখিটে স্বভাবের মেজাজটার একটু উন্নতি হতে দেখা গেলো। গলায় নেকটাই বাঁধার পর আণ্ডারউড গায়ে চাপিয়ে নিলেন জ্যাকেটটা। এবং মনে মনে ভাবলেন, আজকের দিনটার জন্যে তিনি এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। কুইন্স বেডরুমে যাওয়ার জন্য হলওয়ের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে আণ্ডারউড অতীতের স্মৃতিচারণ করার চেষ্টা করলেন যা তিনি প্রায়ই করে থাকেন—এ্যালিসের কাছ থেকে কি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তিনি।

মনে আছে, ভাবেন তিনি, মিস আমেরিকার সম্মান লাভের পরেই প্রথম এ্যালিসের দিকে দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর। আসলে আগেও পড়েছিল, তবে সামনাসামনি নয়, মিস আমেরিকা প্রতিযোগিতায় টেলিভিসন প্যারাডের সময়। ফাইনালে ওঠা পর্যন্ত তিনি লক্ষ্য রাখেন এ্যালিসের ওপর, তারপব তাঁর মাথায় জয়ের মুকুট পড়িয়ে দিতেই তিনি মনোনীত করেন। সাঁতারের পোষাকে এ্যালিসের অাঁটো শরীরটার কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। সুন্দর গ্রীসিয়ান মুখ, টিকোল নাক, চওড়া কাঁধ, চমৎকার বুকের গঠন, সরু কোমর ধনুকের মতো বাঁকানো নিতম্ব, এবং সুগঠিত লম্বা লম্বা দুখানি পা।

দ্য ন্যাশনাল টেলিভিসন নেটওয়ার্কে এ্যালিস কাজ করতে এলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় আণ্ডারউডের, আর তখনি তিনি সামনাসামনি দেখেন তাঁকে। ফ্যাকাশে লাল রঙের ব্লাউজ ও স্কার্ট পরনে। মিস আমেরিকা প্রতিযোগিতার সময়ের মতো সেদিনও এ্যালিস ছিলো অত্যন্ত সুন্দরী ও আকর্ষনীয়া। সেই মুহূর্তের জন্য এ্যালিস ছিলেন এক বিশিষ্ট মহিলা। আণ্ডারউড কম যান না, তিনি তখন জাতীয় তারকা। স্বভাবতই

তাঁর প্রতি দৃষ্টি এবং সময় দিলেন এ্যালিস। এ্যালিসের মনমাতানো রূপ ও যৌবনের প্রতি প্রচণ্ড ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তিনি।

তারপরেই যথারীতি আরো বেশি করে পরস্পরের পরিচিত হওয়ার জন্য ফিফটিনাইন্থ স্ট্রীটের কাছে একটা ইটালিয়ান রেস্তোঁরায় একটা নির্জন যায়গায় বসে নৈশভোজ সারলেন তাঁরা। নৈশভোজের পর আণ্ডারউড এ্যালিসকে একান্ত কাছে পেয়ে প্রথমে প্রেম নিবেদন, পরে তাঁরা সহবাসে লিপ্ত হন। তাঁদের সেই দেহমনের মিলন থেকে এ্যালিস সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারলেন তিনি। এ্যালিসের শরীর খুব একটা উষ্ণ ও নরম না হলেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং আক্রমনাত্মক, তাঁদের সেই সহবাসে এ্যালিসই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, আণ্ডারউডকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। সর্বোপরি সুন্দর মুখের মতো এ্যালিসের শরীরটাও ছিলো অতি চমৎকার, সেই সুন্দর দেহথেকে বিচ্ছিন্ন হতে মন চায় না যেন। সেই সময় আণ্ডারউডের কাছে এ্যালিস রেনল্ডস ছিলেন দুর্নিবার। ওঁর চেয়ে আরো নিখুঁত সুন্দরী নারী আর কখনো যে চোখ পড়তে পারে না, এই সত্যটা উপলব্ধি করেই ওঁকে তিনি নিজের করে নিতে চাইলেন। ওঁকে বিয়ে করে দারুণ সুখী হলেন তিনি।

তাঁদের সন্তান বলতে ঐ একটিই, তাঁদের বিয়ের দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই কন্যা ডায়নার আগমন। পরের বছরগুলি আমেরিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় কর্ণধারের পরিচয়ে সন্তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তিতে কেটে যায় আণ্ডারউডের। যাইহোক, তিনি তখন লক্ষ্য করেন দ্য ন্যাশনাল টেলিভিসন নেটওয়ার্কের কাজকর্ম কাটছাঁট করে একটু অস্থির হয়ে উঠেছিল তখন। শুধু নিজেই নয়, এ্যালিসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হলো, তাঁর স্বামীর পদমর্যাদা বাড়িয়ে তোলা, তাঁর পেশায় পরিবর্তন আনতে চাইলেন এ্যালিস। আমেরিকান সেনেটে একজন সেনেটর হিসাবে আণ্ডারউড তাঁর কাম্য হয়ে উঠল তখন।

তারপরেই রাজনীতি, ওয়াশিংটনে একজন নতুন রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব ঘটে। আণ্ডারউড তাঁর নতুন ভূমিকায় আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এবং স্বামীর সুনামের সুবাদে আগের থেকে জনসাধারণের

মনোযোগ আরো বেশি করে পেতে থাকলেন তিনি।

এর পরেই এলো প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের পালা। সবাইকে চমক লাগিয়ে একজন সত্যিকারের জনপ্রিয় রাজনীতিক হিসাবে মনোনয়ন পেয়ে গেলেন ম্যাট আণ্ডারউড। পার্টি কংগ্রেস তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদে মনোনয়ন করার পরেই এবারে নেমে পড়লেন আণ্ডারউড। বিভিন্ন জন সভায় বক্তৃতা দিয়ে ভোটারদের মন জয় করে ফেললেন তিনি অচিরেই। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাঁর রীতিবিরুদ্ধ কথাবার্তা, তাঁর পরিচিত মুখ আমেরিকার প্রতিটি পরিবারের মন জয় করতে সক্ষম হলো. এবং জনসাধারণ তাদের হৃদয়ে স্থান দিলো স্থায়ী ভাবে। এবং এ্যালিসও তাই করল। আবার তিনি সক্রিয় হয়ে উঠলেন এই আশা নিয়ে যে আমেরিকায় ফার্স্ট লেডী হতে চলেছেন তিনি।

নির্বাচনে আণ্ডারউড তাঁর শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন একদিন। সেই সঙ্গে এ্যালিস রেনল্ডস ফার্স্ট লেডীর সম্মানে ভূষিতা হয়ে গেলেন। জন এফ, কেনেডি ও জ্যাকুলিন কেনেডির পরে হোয়াইট হাউসে তাঁরা অত্যন্ত আকর্ষনীয় দম্পতী হয়ে ওঠেন।

এ্যালিস তো ফার্স্ট লেডী হতে পেরে দারুণ উচ্ছসিত। ভাল ভাল পোষাকে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে লাগলেন। ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে স্বামীর পাশে থেকে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে তাঁর খুব পছন্দ।

ওদিকে ম্যাট অ্যাণ্ডারউড কিন্তু নিজেকে পূর্বাস্থায় ধরে রাখতে চান। প্রেসিডেন্টের চেম্বারে ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে নিয়মমাফিক বসে থাকা, স্টাফেদের সঙ্গে বিরক্তিকর আলোচনাচক্র, যে সব মানুষ তাঁর অপছন্দ তাদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা, এ সব একেবারেই পছন্দ নয় তাঁর। তাছাড়া অনেক ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মতের মিল নেই। এ্যালিস যাতে আনন্দ উপভোগ করে থাকে, সেটা তাঁর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলেই মনে হয়। হয়তো প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করতে গিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন তথ্য তাঁর গোচরে এসে থাকে, অনেক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু

এর মধ্যে হারিয়ে ফেলতে হয় নিজের গোপনীয়তা এবং একজন ভাল পড়ুয়া হিসাবে নিজেকে বই এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখার সুযোগটা তাঁর একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যায়, এটাই তাঁকে যেন বেশি করে পীড়া দেয়। তাঁর আগের জীবন ও প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হওয়ার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর পার্থক্য উপলব্ধি করে তিনি মনঃস্থির করে ফেলেন, চারটি বছরই যথেষ্ঠ। এঘটনা এক বছর আগের। মনে পড়ে তাঁর, সেই বিরোধটা যেন ঠিক গতকালেরই ঘটনা। তিনি তখন টেলিভিসন খবরের প্রোগ্রামের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ সেখানে গিয়ে হাজির হলেন এ্যালিস।

'তোমার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে চাই।' বললেন এ্যালিস।

বিরক্ত হলেও নীরবে অপেক্ষা করতে থাকলেন আণ্ডারউড। 'প্রতিবারই কৌশলে এড়িয়ে গেছ তুমি। তাই আজ এখনি আমি আলোচনা করতে চাই, এবং সেটাই হবে ফাইনাল। প্রসঙ্গটা তোমার আর আমার একটা পরিকল্পনা', বললেন এ্যানিস, 'আমি জানতে চাই, তুমি কি দ্বিতীয়বারের জন্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদ পেতে চাও? স্পষ্ট করে বলো আমাকে।'

'ভাল কথা, আসলে আমি কিন্তু এখনো মনোস্থির করতে পারিনি'—

'অবশ্যই করেছো।' বাধা দিয়ে বলে ওঠেন এ্যালিস, 'তুমি কি করবে, সেটা তুমি ঠিকই করে ফেলেছো! সে কথা জানবার অধিকার আমার আছে। তুমি কি নির্বাচনে দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছো?'

'না,' হঠাৎ বলে ফেললেন তিনি। নিজের কথায় নিজেই বিস্মিত হলেন তিনি। আশ্চর্য, এতো সহজে কি করেই বা কথাটা বলে ফেললেন তিনি। না, কথাটা পুনরাবৃত্তি করে তিনি আবার বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।'

দারুণ বিস্মিত এ্যালিস। 'এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো? নিজেকে নিয়ে তুমি কি করতে

যাচ্ছ ম্যাট ;'

'আমার একটা আলাদা জগৎ আছে, যেখানে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাই। সে কথা তুমি তো বেশ ভাল করেই জান। তাছাড়া আমি আমার জনগনের স্বার্থে মুক্ত পরমানবিক শান্তি পরিকল্পনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই। এ প্রসঙ্গে তুমি তো আমাকে যথেষ্ট কথাবার্তা বলতে শুনেছ, শোননি ?'

'পারমানবিক অস্ত্রের অধিকার' এমনি ন'টি জাতিকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, এই তো ? কিংবা আরো অনেক জাতি অন্য আরো দেশ আছে, যারা, ঐ ধরণের অস্ত্র নির্মানের ক্ষমতা রাখে, তাদের তুমি বোঝাতে চাও ও সব অস্ত্র তৈরী বা ব্যবহার বন্ধ করে দিতে। কিন্তু ম্যাট, প্রেসিডেন্টের পদে বহাল থেকে এব্যাপারে তুমি তো আরো বেশি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারো !'

'না। আমি তা পারি না। আমিরিকার নেতা হিসাবে আমি তা করতে পারি না। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহে সন্দেহ জাগতে পাবে। কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ভূমিকায়—'

তবু নরম হলেন না এ্যালিস। স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আণ্ডারউড। আর এ্যালিসের ধারণা চার বছরেই যথেষ্ট নয়। এযেন তাঁর আর একবার মিস আমেরিকা হওয়ার মতো। সম্মানিত হওয়ার সেই মূহুর্তটি চিরদিন, চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে ভালবাসেন তিনি।

আণ্ডারউড এও জানেন ফার্স্ট লেডী হওয়ার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এ্যালিস। এ্যালিস জানেন, জ্যাকুলিন কেনেডি এবং লেডী বার্ড জনসন-এর প্রেস ও সামাজিক কাজকর্ম তদারক করার জন্য তাঁদের চল্লিশজন সেক্রেটারিয়েট স্টাফ ছিলো। আর এ্যালিসের আশা আরো বেশি। দু'দুবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুবাদে সরকারী ভাবে চৌষট্টিবার নৈশভোজে আপ্যায়ন করেছিলেন প্যাট নিকসন, এ্যালিসও চান সেই সংখ্যাটায় পৌছতে। কিংবা সেটা অতিক্রম করে যেতে। তিনি আরো চান, হোয়াইট হাউসের একশো-বত্রিশটি ঘরের জন্য পঁচাত্তরজন ভৃত্য। তার একটিও ছাড় দিতে চান

না তিনি।

এই সব কারণে আণ্ডারউডের দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে এক চুলও সরে আসতে চান না এ্যালিস তাই তাঁর স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য থেকেই যায়। এ্যালিস তাঁর সংকল্প ত্যাগ করতে চান না কিছুতেই। বড় জেদি মেয়ে তিনি। তিনি তাঁর স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেণ্ট প্রার্থী হওয়ার বাসনাকে ত্যাগ করতে দিতে চান না এ্যালিস, কোন কিছুর বিনিময়েই এ সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চান না।

কুইন্স বেডরুমে পৌঁছে মনে মনে তিনি ঠিক করে ফেলেন ব্যাপারটা তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে কিংবা যে ভাগেই হোক জোড়াতালি দিয়ে একটা আপোষ রফা করে ফেলতে চান তাঁদের মত পার্থক্যটা মিটিয়ে ফেলতে চান।

নক্ করেই দরজাটা খুলে ফেললেন তিনি। শাদা স্বচ্ছ পোষাকে আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে ছিলেন এ্যালিস। হোয়াইট হাউসে সরকারী সফরে এসে পাঁচজন রাণী শুয়ে গেছেন এই রাজকীয় বিছানায়।

'আমি ভেবেছিলাম,' আণ্ডারউড তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে যোগ দেবে ব্রেকফাস্টে।'

ঠিক তখনি লক্ষ্য করলেন তিনি, এ্যালিসের কোলের ওপর ব্রেকফাস্টের ট্রে, যেটা থেকে খাচ্ছিলেন তিনি।

'অনেক দেরী হয়ে গেছে,' খুশির হাসি হেসে বললেন এ্যালিস, 'এরপর আমাকে তুমি আগে থেকে জানিয়ে রেখো। আমি এখন ব্যস্ত মোনিকার সঙ্গে।'

এ্যালিসের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা ফেরাতেই তাঁর উপলব্ধি হলো, এ্যালিসের সামাজিক কাজকর্ম দেখার সেক্রেটারী মোনিকা গ্লাসও রয়েছে শয়নকক্ষে, জানালায় সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তাকে কোন পাত্তা দিতে চাইলেন না আণ্ডারউড। আণ্ডারউডের চোখে অত্যন্ত কুৎসিত এই মোনিকা।

'খুব খারাপ', বিরক্ত হয়ে বললেন আণ্ডারউড।

'তুমি কি আজ খুব ব্যস্ত?' জিজ্ঞেস করলেন ফার্স্ট লেডী এ্যালিস।

'মোটামুটি,' প্রত্যুত্তরে বললেন ম্যাট আণ্ডারউড, 'পরে তোয়ার সঙ্গে আবার দেখা হবে।' দরজাটা এক রকম বন্ধ করেই ঘর থেকে সোজা প্রেসিডেন্টের ডাইনিং রুমে। ছোট্ট ঘর হলেও দেওয়ালে দেওয়ালে পুরনো ছবি, বিখ্যাত মনীষিদের বাণী সম্বলিত লেখাগুলি হোয়াইট হাউসের একটা সুচিন্তিত সংগ্রশালা বলা যেতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিম দিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো তিনটি সাইডবোর্ডের মধ্যে আজও একটি ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের স্বাক্ষর বহন করতে দেখা যাচ্ছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা মেহগিনি কাঠের টেবিল। প্রেসিডেন্টের এ্যাপয়েন্টেডসেক্রেটারী বয়সে তরুণসদ্য দাড়ি গোঁফকামানো জন জ্যাডরিক তাঁর কাগজপত্র হাতে নিয়ে আগে থেকেই বসেছিল সেখানে। ওয়েটার ব্যাবকক প্রেসিডেন্টের কড়া কফি কাপে ঢালবার জন্যে তৈরী হয়ে ছিলো। অন্যদিনের মতো প্রেসিডেন্টের ব্রেকফাস্টের মেনুর তালিকায় স্থান পেয়েছিল একান্ত অনাড়ম্বর সব খাবার—কমলালেবুর জুস, মাখন মাখানো টোস্ট···

ব্রেকফাস্টের খাবার পরিবেশন করে ব্যাবকক চলে গেলে কমলালেবুর জুসে একবার চুমুক দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট তাঁর সেই এ্যাপয়েন্টেড সেক্রেটারীর দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন,, 'তারপর আজকের কি প্রোগ্রাম বলো?'

বললো জ্যাডরিক, 'সকালটা আপনার বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটবে। অন্যদিনের মতো ন'টায় চীফ অফ স্টাফ ব্লেক আর স্টেট সেক্রেটারী মরিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আছে।'

'এজরা মরিসন?' বিস্ময় প্রকাশ করলেন আণ্ডারউড, 'এখানে কি করছে সে?'

'স্টেট সেক্রেটারী হিসাবে, আমার সন্দেহ, আপনার মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় সে।'

'আমার মধ্যাহ্নভোজ?' তারপর কি যেন মনে করার চেষ্টা করে তিনি

বলেন, 'ও হ্যাঁ, একজন ডিপ্লোম্যাট'—

'ঠিক একজন ডিপ্লোম্যাট নয়,' বাধা দিয়ে বললো জ্যাডরিক, 'আপনার অতিথি—আপনার সেই সম্মানিত অতিথিটি হলেন একটি জাতির প্রেসিডেন্ট।

'কোন্ জাতি ?'

'ল্যামপাং, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'ল্যামপ্—কি বললে ?'

'একটি দ্বীপের জাতির প্রেসিডেন্ট তিনি, ফিলিপাইন্স থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বেলা সাড়ে বারোটার সময় ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর সঙ্গে আপনার মধ্যাহ্নভোজ সমাধা কবার ব্যবস্থা আছে।'

লেবুর জুসে শেষ চুমুক দিয়ে আণ্ডারউড জিজ্ঞেস করলেন, 'নোয় সাঙ ? সেটা আবার কি রকম নাম ?'

'এটা একটা স্থানীয় অধিবাসীর নাম, মিঃ প্রেসিডেন্ট। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে মাত্র এক বছর হলো প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হয়েছেন। দু'ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে তাঁকে আপনার সঙ্গে কাটানোর জন্য। মিঃ ব্লেক ও সেক্রেটারী মরিসনও আপনার নৈশভোজে যোগ দেবে। জেনেছি এটা খুবই জরুরী।'

কফি ও টোস্টের প্লেটে হাত দিতে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'বুঝতে পারছি না এমন কি জরুরী হতে পারে ল্যামপাং ?'

'হ্যাঁ স্যার—'

'কিছু মনে করো না, তাকে বাধা দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'এখন আমি মনে করতে পরছি—ল্যামপাং একটা দ্বীপ যার শাষণ কর্ত্রী হলেন একজন মহিলা।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন. 'তার আগে সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু কি, জানতে পারি ?'

।। দুই ।।

সবে মাত্র সকাল হয়েছিল তখন, ট্রাফিক জ্যামের দরুণ ষ্টেট সেক্রেটারী এজরা মরিসনের গাড়ী ছুটছিল আট মিনিট লেটে। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট থেকে

ল্যাংলের ভার্জিনিয়ার সি আই এর হেডকোয়ার্টারের দূরত্ব মাত্র দশ মাইল অনেক কসরত করে চালক লিমোসিন গাড়ীটা ডলি ম্যাডিসনের প্রবেশ পথ দিয়ে সি, আই, এর, হেডকোয়ার্টারে চালিয়ে নিয়ে এলো।

সি, আই, এর উদ্দেশ্য মার্বেল পাথরের দেওয়ালে প্রতিফলিত, যা দেখে যেন একটু অস্বস্তিবোধ করল মরিসন : 'সত্যকে তুমি জানলে সত্য তোমাকে মুক্ত করে দেবে।'

সি, আই, এ'র অফিসে ঢুকেই সি, আই, এর নামাঙ্কিত ফলকের ওপর চোখ পড়তেই আর এক বার সতর্ক হল মরিসন : একটা বৃত্তের মধ্যে বড় বড় হরফে লেখা ছিলো—সেণ্টাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি, ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেরিকা।

বিশ্রামকক্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে দুজন প্রহরী ওপর তলায় ব্যাজ রুমে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলো মরিসনকে। মনে মনে বিরক্ত হলো সে, এখনো তাকে ব্যাজ রুম থেমে পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন সংগ্রহ করতে হবে তাকে।

পাঁচটা লিফট তার মধ্যে একটা হলো সি, আই, এর ডাইরেক্টার এ্যালান র‍্যামেজের ব্যক্তিগত এবং বাকী চারটি সর্বসাধারণের—একটা লিফট-এ উঠলো মরিসন, কোথাও বিরতি নেই, সোজা আট তলায় সি, আই, এ, ডাইরেক্টারের পেণ্ট হাউস অফিসে গিয়ে প্রবেশ করল সে।

ডাইরেক্টার র‍্যামেজ এবং তার ডেপুটি ডাইরেক্টারের ডেস্ক পেরিয়ে আরাম করে বসেছিল প্রেসিডেণ্টের চীফ অফ ষ্টাফ। মাথা নেড়ে তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল মরিসান। তারপর মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানায় সে ডেপুটি ডাইরেক্টার মেরী জেন ও' নীলকে। রীতিমতো সুন্দরী যুবতী সে। ষ্টেট সেক্রেটারী মরিসন একবছরের ওপর তার শয্যা সঙ্গী হয়ে ছিলো। এ কথা সত্যি যে, স্ত্রী ও তিনটি সন্তানের জনক সে, তবে তারা কোন সমস্যা বলে মনে হয়নি তার কাছে, কারণ তার পরিবার বুঝেছিল তার যা পেশা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সেটা কোন অপরাধ নয়। বছর খানেক আগে, সে যখন প্রথম মেরী জেনের সঙ্গে নৈশভোজ সারে মেরী তাকে শুধু গ্রহনই করে নি তার বন্ধুসুলভ মনোভাব দারুণ ভাবে তার মনটাকে

আলোড়িত করে তুলেছিল। দু'সপ্তাহ পরে মরিসন তার ডবল-বেডের শয্যায় তার বেড-পার্টনারের মর্যাদা পেয়ে যায়।

মরিসন তার ফেডোয়া টুপি এবং ব্রীফকেসটা নির্দ্দিষ্ট যায়গায় রেখে সি, আই, এ, ডাইরেক্টারের উদ্দেশে বলে, 'দেরী হওয়ার জন্যে দুঃখিত। পথে প্রচণ্ড গাড়ীর জ্যাম—'

'ঠিক সময়েই এসেছ তুমি,' র‍্যামেজ তার মাথার টাক ঢাকার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশিষ্ট চুলের মধ্যে হাত চালায়।

র‍্যামেজের বসার মধ্যে একটা ঋজুভাব, দীর্ঘদেহী টেক্সিয় প্রাক্তন এ্যাড-মিরাল হিসাবে সম্ভবত সে তার দর্শনার্থীদের ঠিক মতো দেখার জন্যেই ঋজু ভাবে বসতে হয় তাকে। শহুরে লোক সে সোনার ফ্রেমের চশমার আড়ালে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও উজ্বল।

অন্যমনস্ক ভাবে তালগোল পাকানো কাগজগুলো তার দিকে এগিয়ে দিয়ে র‍্যামেজ বলে, 'ল্যামপাং'—কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে এবার বলে। 'জানতে পারলাম তুমি আর পল নাকি প্রেসিডেন্টকে বোঝানোর জন্যে তাঁর সাথী হচ্ছো'—সে তার কব্জিবড়ির দিকে দৃষ্টি ফেলে—'এক ঘণ্টার মধ্যে মধ্যাহ্নভোজের আসর বসতে যাচ্ছে। এখানে আসন্ন বিপদের ব্যাপারে আণ্ডারউডের কোন ধারণা আছে বলে তোমার মনে হয়?'

'আমি নিশ্চিত, তিনি তা জানেন, 'ব্লেক বলে তবে আমি বলবো না খুব বেশি আগ্রহী তিনি।'

'হতেই হবে তাঁকে,' জোর দিয়ে বললো ডাইরেক্টার র‍্যামেজ, 'তাঁকে বুঝতেই হবে।'

ডাইরেক্টারের দুশ্চিন্তার কারণ উপলব্ধি করে তাকে বোঝবার চেষ্টা করে মরিসন, 'এ্যালান, তুমি চিন্তা করো না। ম্যাডাম সাণ্ডর সঙ্গে তাঁর মধ্যাহ্নভোজের আগে একটা ক্যাবিনেট মিটিং হওয়ার কথা আছে। আমরা তাঁকে বোঝানোর জন্যে সব রকম চেষ্টা করবো। আবার বলছি, চিন্তা করো না ব্লেক,' তাকে আবার আশ্বাস দিয়ে বলে,' পিছিয়ে থাকা মানুষ হলেও আমাদের কথাগুলি তিনি ঠিক মনে রাখবেন।'

'ঠিক আছে,' বললো ডাইরেক্টার, 'তাঁকে বোঝানোর আগে আমাদের সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে।' তারপর সে তার দেহটা মোচড় দিয়ে ফিরে তাকালো তার পাশে উপবিষ্ট মেরী জেনের দিকে, 'আচ্ছা মেরী জেন, ল্যামপাং এর ওপর আমাদের মেমোরাণ্ডাম এর একটা বাড়তি কপি তোমার কাছে আছে না?'

উঠে দাঁড়ালো মেরী জেন ও' নীল। পাঁচ ফুট দু ইঞ্চির বেশি নয়। তার ভয়ঙ্কর এক জোড়া স্তন অজানা নয় মরিসনের, অন্য মেয়েদের কাছে নিতান্তই ছোট বলে মনে হবে। তাকে নিজের মতো সুন্দর করে দেখার চেষ্টা করল মরিসন নগ্ন এবং যতটা সম্ভব আকর্ষনীয় করে তুলে।

ডাইরেক্টার র‍্যামেজের হাতে মেমোরাণ্ডামটা তুলে দেয় সে। তারপর মরিসনের হাতে মেমোরাণ্ডামের আর একটা কপি তুলে দিতে মেরী তার হাতটা স্পর্শ করতে দিলো মরিসনকে। তার নরম হাতের স্পর্শে মরিসন উত্তেজিত, মেরীর ঠোঁটে প্রতিশ্রুতির হাসি।

ফিরে মেরী তার চেয়ারে বসতে গেলে পিছন থেকে মরিসন তার আন্দোলিত দেহের ওপর স্থিরদৃষ্টি রাখল। তার দেহ নিয়ে প্রেম প্রেম খেলার কথা ভোলা যায় না। ভাবল মরিসন, বিশেষ করে তার নিতম্ব এক হাতের মধ্যে আবদ্ধ রাখার অনুভূতি ভোলার নয়!

উত্তেজনায় শরীরটা টান টান হয়ে উঠল মরিসনের যা সচারচর তার স্ত্রীর সংস্পর্শে এলেও ঘটে না। কিন্তু মেরী জেনের উপস্থিতি সব সময় এমনি ভাবে তার শরীরের একটা বিশেষ অঙ্গ কঠিন হয়ে ওঠে। সি, আই, এ'র ডাইরেক্টারের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো সে।

'ল্যামপাং,' ঘোষণা করল ডাইরেক্টার র‍্যামেজ, এসো এখুনি আলোচনা করা যাক এ নিয়ে। আচ্ছা, এব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট কি কিছু জানেন?'

চীফ ষ্টাফ ব্লেক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে উত্তর দিলো, 'সামান্যই। আমাদের দু'টো সুযোগ হাতের মুঠোয় অল্পক্ষণ পরেই তাঁর সঙ্গে আমি ওভাল অফিসে মিলিত হচ্ছি। তারপর আবার ক্যাবিনেট মিটিং-এ।'

'আর দুপুরে তিনি মিলিত হচ্ছেন মাদাম নোয় সাঙ-এর সঙ্গে।'

'সাড়ে বারোটায়। আমি আর ষ্টেট সেক্রেটারী সেই মধ্যাহ্নভোজে থাকছি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। ল্যামপ্যাং এর ব্যাপারে আমি খোঁজ খবর নেবো. প্রতিশ্রুতি দেয় সেক্রেটারী মরিসন।

তবু নিশ্চিত হতে পারছিল না র‍্যামেজ। মাদামের সঙ্গে আলোচনা করে কি মুনাফা তিনি লুটতে পারেন আমাদের বেশি আগ্রহ তাতেই।' র‍্যামেজ বলে, 'একই সময়ে মাদাম নোয় সাঙ এর কাছ থেকে কি ধরণের বিরোধিতা তিনি আশা করেন সেটাও তঁার জেনে নেওয়া উচিত।'

'আপনি কি খুন বেশি আশা করেন?' জানতে চাইল ব্লেক।

'বলতে পারি না।' ডেস্কের ওপর রাখা কাগজের স্তুপ থেকে র‍্যামেজ তার প্রয়োজনীয় কাগজটা পেয়ে বলে, 'ল্যামপাং-এ আমাদের সি, আই, এর প্রধান পাসি সিয়েবার্ট আমাকে ম্যাদাম নোয় সাঙ এর ভগ্নস্বাস্থ্যের খবরটা জানিয়ে বলেছে,' সেই কাগজটার ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে সে আরো বলে, 'তঁার পারিবারিক পরিচয় ভাল, চাল কলের মালিক তঁারা, স্বচ্ছল অবস্থা। উচ্চশিক্ষার জন্যে আমেরিকায় পাঁঠান হয় তঁাকে। মনে হয় আমাদের দেশ সম্পর্কে তঁার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। বাম পন্থী উদার মনোভাবাপন্ন প্রেম সাঙকে বিয়ে করেন তিনি। শিক্ষিত, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, তঁার থেকে দশ বছরের বড়। তঁাদের একমাত্র পুত্র ডেন এর বয়স এখন ছয়! প্রেমের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়েই তঁার স্ত্রী ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। এ ব্যবস্থা আমাদের চোখে একটু বিসদৃশ্য ঠেকলেও সেখানকার নাগরিকদের কাছে এটাই রীতি ও নীতি দুই ই বলা যেতে পারে। আমি বলতে চাই না, প্রেম অমেরিকার বন্ধু ছিলো কিনা, তবে শত্রুও ছিলো সে। প্রেম ছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি চেয়েছিলেন, ল্যামপাং মুক্ত ও স্বাধীন হোক।'

'আচ্ছা তঁার স্ত্রীর রাজনৈতিক অবস্থাটা কি রকম?' প্রশ্ন করলো ব্লেক।

'সত্যি কথা বলতে কি সে কথা আমিও জানি না,' স্বীকার করলো র‍্যামেজ। সিয়েবার্ট আমাকে যা বলেছে তা হলো—তিনি তার স্বামীর উপদেশ বা

খুব কমই মানতেন। এখন এক বছর ধরে প্রেসিডেন্টের পদে বহাল থেকে এবং নানান সমস্যার মুখোমুখি হয়ে হয়তো আমেরিকার ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বাধীন মতবাদ জাহির করতে চান। দু'টি জিনিষ নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই দ্বীপে আমেরিকার শক্তিশালী বন্ধু হলো সেনাধ্যক্ষ জেনারেল লাকরন্ এবং তার ডেপুটি কর্নেল পীয়ার স্যাভলিট। আর আমেরিকার বিপজ্জনক শত্রু কেবল বিদ্রোহী কমিউনিষ্ট নেতা ক্যাপ্টেন ওপাস লুনাকুল, বাইরের অন্য আরো দুটি দ্বীপ ল্যামপাং লোপ ও থন তার হাতের মুঠোয়। এই দুটি দ্বীপের মধ্যে সুন্দর ভাবে বিচরণ করছেন মাদাম নোয় সাঙ।

'কিন্তু তাঁকে তো যে কোন একটা পক্ষ নিতেই হবে,' বললো ব্লেক।

'তিনি তা করছেনও,' উত্তরে বললো র‍্যামেজ, 'আমাদেব পাওয়া খবর থেকে জানা যায়, তিনি তাঁর ভূমি সংস্কার নীতি কার্যকর করার জন্যে আমাদের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন। একই সময়ে তিনি এও চান না, ধনতান্ত্রিক দেশের কাছে তিনি তাঁর দেশকে বিকিয়ে দিচ্ছেন, কমিউনিষ্টদের এই অপপ্রচার জোরদার হোক, সেক্ষেত্রে ল্যামপাংকে কাজে লাগানো যেতে পারে। মাদাম নোয় সাঙ এর পিছনে জনতার সমর্থন আছে কমিউনিজম সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা অতি ক্ষীণ তারা চায় জমির সম বণ্টন, অর্থ নৈতিক উন্নতি, আর এসব পাওয়ার জন্য তারা আমেরিকান ধাঁচের গণতন্ত্রকেই মেনে নেবে।'

'হ্যাঁ,' বললো ব্লেক, 'সেটা আমাদের প্রায় প্রত্যেককেই সন্তুষ্ট করবে। এখন প্রশ্ন হলো, সেটা কি ভাবে সেই লক্ষ্যে পৌছনো যায়।' স্টেট সেক্রেটারীর দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'এজরা, ওটা তোমার ডিপার্টমেন্ট।'

মরিসন তার দায়িত্ব স্বীকার করল। উঠে দাঁড়িয়ে সে তার ব্রীফকেসটা খুলে একটা ফোল্ডার বার করে আবার বসে পড়ল চেয়ারের ওপর। তারপর সেই ফোল্ডারটা খুলে চোখ বুলাতে গিয়ে বললো, 'মাদাম নোয় সাঙ চান আমরাও সেটা দিতে চাই। তবে একটু দর কষাকষি করতে হবে?'

'ধার চান তিনি, 'আর একটু পরিস্কা.. করে দেয় ব্লেক, 'বড় মাপের ধার।'

'ঠিক তাই' তার কথায় সায় দিয়ে বলে মরিসন, পরিবর্তে ল্যামপাং এ একটি বড় বিমানঘাঁটি চাই আমরা।'

'ওঁর রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে আমাদের জেট ও বোমারু বিমান অবতরণ করার সৈনিককে সেখানে থাকতে দেওয়ায় অনুমতি দিলে কোন বিদ্রোহী কমিউনিষ্ট নয়, ওঁর নিজের পিপলস পার্টি থেকে আপত্তি আসবে তিনি যদি একান্তই অনুমতি দেন তো পরিবর্তে অনেক টাকা চাইতে পারেন তিনি আমাদের কাছে।'

'কিন্তু তিনি যদি—তা না করেন,' দৃঢ়স্বরে বলে মরিসন, 'তাহলে এক কানাকড়ি সাহায্যও পাবেন না তিনি।'

'সেরকম কিছু ঘটার সময় তো দেখতে পাচ্ছি না, 'ব্লেক বলে, 'তিনি আমাদের চান।'

'আর ওঁকেও আমাদের দরকার,' বললো মরিসন, 'আর এই কারণেই আমি বলছি, ওঁর সঙ্গে দর কষাকষি করতে হবে। প্রেসিডেন্টকে বলতে হবে, ঠিক কত পরিমাণ অর্থ আমরা ধার হিসাবে দিতে পারি ওঁকে। তার আগে প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী ক্যাননের সঙ্গে আলোচনা কবে নেবো, কতো কি চাই। আর কতই বা দিতে পারি। দেখবো যতো বেশি দেওয়া যায় সেই মতো আণ্ডারউডকে জানিয়ে দেবো ক্যাবিনেট মিটিং-এ আমাদের প্রস্তাবটা পেশ করার জন্যে।' ব্লেকের দিকে ফিরে সে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি মনে হয়, ক্যাবিনেট মিটিং-এর আগে এ নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারবে তো?'

'পারবো বলেই মনে হয়,' উত্তরে বললো ব্লেক।

'ঠিক আছে, এখন দেখতে হবে প্রেসিডেন্ট যেন প্রস্তুত থাকেন,' মরিসন আরো বলে, 'আজকের এই মধ্যাহ্নভোজ খুবই জরুরী। আণ্ডারউডকে আসতেই হবে। তার আকর্ষণ খুব একটা ক্ষতিকারক হবে বলে মনে হয় না।'

শ্রাগ করল ব্লেক। 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে বেশী আকর্ষণীয় হবে—ম্যাট আণ্ডারউড নাকি নোয় সাঙ?'

সি. আই. এর বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে সোজা হোয়াইট হাউসে চলে এলো প্রেসিডেন্টের চীফ অফ স্টাফ ব্লেক। প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিসের

ছুটি ঘর ছাড়িয়ে। ন্যাশানাল সিকিউরিটি অফিসারদের সুপ্রভাত জানিয়ে দ্রুত প্রেসিডেণ্টের অফিসে চলে এলো। এই মুহূর্তে প্রেসিডেণ্টের ওভাল অফিসে তার উপস্থিতির একান্ত জরুরী ছিলো, মাদাম নোয় সাঙ-এর সঙ্গে ত'ার মধ্যাহ্নভোজের আগে কিছু দরকারী কথাবার্তা সেরে নিতে হবে আণ্ডারউডের সঙ্গে।

প্রেসিডেণ্টের সামনাসামনি বসে সহজ বোধ করল ব্লেক। আণ্ডারউডকে চেনে সে দীর্ঘদিন ধরে। হারভার্ড ল স্কুলের স্নাতক নিউইয়র্কের এই নামী আইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার হয়ে যায় সে, আর সেই প্রতিষ্ঠানের মক্কেল ছিলেন ম্যাট আণ্ডারউড। শুরু থেকেই আণ্ডারউডের কাজ দেখাশোনা করত ব্লেক। ব্লেকের ব্যক্তিত্ব, মিষ্টি ব্যবহার আণ্ডারউডকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে তোলে। সেই থেকেই তাদের পরিচয় গভীর হয়ে ওঠে।

এখন সেই ব্লেক ত'াকে ল্যামপাং এর ব্যাপারে সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকে। অন্যমনস্ক ভাব নিয়ে শুনছিলেন তার কথাগুলো প্রেসিডেণ্ট। ত'ার মন পড়েছিল লা ভেগাসে আসন্ন হেভ'ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশীপের খেলার দিকে যা আজ অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ব্লেক ভাবল, কে জিততে পারে ?

তবে নিশ্চিত নয় ব্লেক। এখন তার একমাত্র চিন্তা হলো, ল্যামপাং এর ব্যাপারে যদি সে প্রেসিডেণ্টের সমর্থন না পায় তাহলে কার হার হবে ?

অধৈর্য হয়ে পড়লেন প্রেসিডেণ্ট। 'দ্যাখ পল, ল্যামপাং এর ব্যাপারে পরে কথা হবে। একই ব্যাপারে আমাকে কি দু'বার করে শুনতে হবে ? চলো, এখন ক্যাবিনেট মিটিং-এ যাওয়া যাক। তারপর খোলা মন নিয়ে মাদাম সাঙ এর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারতে যাবো।'

ব্যর্থ মনে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসে ভাবল ব্লেক, তার কোন কথাতেই কান দিতে চান না প্রেসিডেণ্ট এখন। ব্লেক তার ডেস্কের সামনে এগিয়ে গিয়ে রাতে আসা কেবলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেলো আণ্ডারউডের পরবর্তী কর্মসূচীর একটা তালিকা এখনো করা হয়নি। সাদা কাগজের প্যাড ও কলম নিয়ে লিখতে শুরু করল ব্লেক।

কর্মসূচী লেখা শেষ করে সে তার সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠিয়ে নির্দ্দেশ দেয় এখুনি সেটা টাইপ করে বিলি করে দেওয়ার জন্য।

সেক্রেটারী চলে যাওয়ার পরেই হোয়াইট হাউসের ব্লু-ইণ্টারকম এর টেলিফোন বেজে উঠল। সাধারণত এ ধরণের ফোন প্রেসিডেণ্টের হয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটা তুলে নেয় ব্লেক।

প্রেসিডেণ্টের নয়, তবে ফোনটা ছিলো স্বয়ং ফাষ্ট´ লেডীর।

'সুপ্রভাত পল, তুমি কি খুব ব্যস্ত ?'

নম্র ভাবে উত্তর দিলো ব্লেক, 'শোন এ্যালিস তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে আমার ব্যস্ততা বলতে কিছুই থাকে না তখন।'

'সত্যি তুমি কি সুন্দর। যাইহোক, তোমাকে কিছু বলতে চাই। 'প্রেসিডেণ্টের আজকের কর্মসূচী তৈরী করে ফেলেছো কি ?'

'হ্যাঁ প্রায়। এই মাত্র টাইপ করতে দিয়ে দিয়েছি।'

'এমনিতেই একটি কপি তোমাকে বিলি করা হবে।'

'কিন্তু আমি যে সেটা খুব তাড়া তাড়ি দেখতে চাই তুমি যদি দয়া করে—'

ফাষ্ট´ লেডীর সামনে হাজির হতে পারবে সেই সম্ভাবনার আনন্দে গদগদ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে সে, 'বেশ তো ওটা এখুনি নিজে নিয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে। পাঁচ মিনিট সময় দাও আমাকে তুমি। ভাল কথা, তোমাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বল তো ?'

'ফাষ্ট´ লেডীর অফিসে' একটু থেমে ফাষ্ট´ লেডী জিজ্ঞেস করে, 'প্রেসি-ডেণ্টের কর্মসূচী কি বিলি করা হয়ে গেছে, হয়নি না ?'

'না এখনো হয়নি। তা তুমি কি মনে করো, কোন কারণে সেটা ধরে রাখব ?'

'তা যদি সম্ভব হয় তো খুব ভাল হয়। প্রথমে আমি সেটা দেখতে চাই। তারপর দেখা যাবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি নতুন করে চুলে চিরুনী বুলিয়ে

নেকটাইটা ঠিক যায়গার রেখে দিয়ে তেমনি দ্রুত পায়ে হাজির হলো ব্লেক ফার্ষ্ট লেডীর অফিসে।

পালিশ করা চকচকে ডেস্কের পিছনে বসেছিল ফার্ষ্ট লেডী, জানালা পথে লাফেট পার্ক এর দিক। ব্লেককে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে। তারপর এগিয়ে গেলো একটা সোফার দিকে। ইঙ্গিতে সেফার পাশে একটা চেয়ারে বসতে বললো ব্লেককে। ইতস্তত করে এক মুহূর্তের জন্যে ব্লেক, তার হাঁটাচলা লক্ষ্য করে সে, যেন স্বয়ং সম্পূর্ণা। সে তার জীবনে এমন একজন নিখুঁত সুন্দরী মহিলা এর আগে কখনো দেখেনি। এ্যালিসের পরণে সাদা স্বচ্ছ সিল্কের ব্লাউজ। নিচে স্পষ্ট ভেসে উঠেছে ব্রা, চীনা সিল্কের সংক্ষিপ্ত স্কার্ট। দেহের রঙে রঙ মেলানো মোজায় ঢাকা তার লম্বা লম্বা পা দু'টি দেখলে রীতি মতো কম্পন শুরু হয়ে যায়। এমন কি, ব্লেক ভাবে, তার স্ত্রীর পা দু'টিও বেশ সুন্দর। কিন্তু এ্যালিসের মতো অতো আকর্ষনীয় নয় তুলনায় অপরিচ্ছন্ন।

সোফার ওপর বসল এ্যালিস আণ্ডারউড পা দুটো আড়াতাড়িভাবে রেখে। ব্লেক খেয়াল করতে পারল না তার পরবর্তী করণীয় কি হতে পারে। তার মনে আছে টান টান হওয়া পা দুটো কোন রকমে টেনে নিয়ে এসে একটা হাতল ওয়ালা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল সে।

'পল,' বলল সে, 'প্রেসিডেন্টের কর্মসূচী কি তুমি সঙ্গে নিয়ে এসেছ?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে ভাজ করা কর্মসূচীটা বার করল সে। অধৈর্য হয়ে হাত বাড়াল এ্যালিস, 'দেখতে পারি?'

কর্মসূচীটা তার হাতে তুলে দেয় ব্লেক।

'মধ্যাহ্নভোজের পর প্রেসিডেন্টে কি করছেন, সেটা জানার জন্যে আমার খুবই আগ্রহ,' কর্মসূচীর ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে সে বলে। 'ল্যামপাং এর সেই মহিলার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারছেন তিনি। মাদাম নোয় সাঙ কি বিচিত্র নাম। এটা কি সামাজিক মধ্যাহ্নভোজ? মানে সৌজন্যমূলক।'

ব্লেক বুঝতে পারে না, কোন্ দিকে এগুচ্ছে এ্যালিস। ওটার থেকে

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা। সেই কারনেই এজরা ম্যানসন ও আমি থাকবো সেখানে।'

'দেখছি এর জন্য তুমি দু'ঘণ্টা বরাদ্দ করেছ,' বললো এ্যালিস, 'মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে এই সময়টা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না ?'

'ঠিক আছে, 'সাবধানে কথা বললো ব্লেক ; 'সময়টা কমিয়ে আনা যেতে পারে দেড় ঘণ্টায়।'

তার দিকে ঝুঁকে পড়ল এ্যালিস। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে এ্যালিসের স্তন দু'টি দুলে উঠল, এবং মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ব্লেক। প্রশ্ন চোখে তাকায় এ্যালিস, 'পারবে তুমি সময়টা দেড় ঘণ্টায় কমিয়ে আনতে ?'

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই, আচ্ছা এ্যালিস ঠিক করে বলো তো তোমা'র মনে কি আছে ?'

'তুমি তো জানো। কনটেম্পো মিউজিয়ামের সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছি। অর্থ সংগ্রহ করার জন্যে আজ সেখানে একটা বিরাট চায়ের আসরের আয়োজন করা হয়েছে বেশির ভাগ প্যাট্রনদের জন্যে। আশা করছি সেখানে আমি বক্তৃতা দেবো। কিন্তু আমার মনে হয় না। ম্যাটের থেকে আমার বক্তৃতা খুব কার্যকরী হবে। তাই আমি চাই আমার সঙ্গে সেও যেন কনটেম্পোয় যোগ দেয়, দু'চারটে কথা বলে সে। ল্যামপাং এর থেকেও এটা অনেক বেশি জরুরী বলে আমি মনে করি।'

ইতস্ততঃ করে পল ব্লেক। সে যখন এ্যালিসকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আসরে পেয়েছিল, তখন থেকেই তার মনে হয়েছিল গরীব ও সমাজের নিপড়ীত মানুষদের উন্নতির জন্যে কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কনটেম্পো মিউজিয়ামের প্যাট্রন ও ওভানুধ্যায়ীরা ঠিক সেই শ্রেনীতে পড়ে না। তারা খুব একটা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না।'

'আমি—আমি ঠিক জানি না—

'এসো প্রিয় পল, তুমি তা করতে পারো, একটু অনুগ্রহ, প্লিজ।' ব্লেকের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার চিবুকে চুমু খেলো সে এবং তা করতে গিয়ে ব্লেকের উঁচিয়ে থাকা হাতের ঘর্ষণ লাগল তার স্তনযুগলে।

জড়তায় আচ্ছন্ন ব্লেক—ঠিক আছে—

'তাহলে এসো.' উচ্ছ্বসিত এ্যালিস গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল তাকে, তার চমৎকার স্তন দু'টির স্পর্শানুভূতিতে অভিভূত ব্লেক। 'আমার জন্য, শুধু আমার জন্য।'

আর ওদিকে ব্লেক তখন নিরুপায়, ফিরে আবার বাধা দেওয়ার ক্ষমতাটুকু উধাও। সে তার মুখের ওপর এ্যালিসের মুখটা চেপে ধরার চেষ্টা করল। 'ঠিক আছে মনে হচ্ছে কাজটা আমি পারব।'

'তুমি যেন একটা পুতুল।' এ্যালিস তার ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট চেপে ধরে গাঢ় স্ব র বললো, 'ধন্যবাদ।'

'আ-আমি নতুন করে কর্মসূচী তৈরী করবো।'

কাজটা খুবই সহজ। ম্যাট এখনো তার আজকের কর্মসূচীর কথা জানতে পারি। মাদামের সঙ্গে দু'টোর পরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে আড়াইটের সময় আমার সঙ্গে কনটেম্পো মিউজিয়ামে যেতে পারে। কর্মসূচীটা ফেরত দিয়ে এ্যালিস বলে, 'এটা তুমি এখুনি করে দেবে?' ব্লেকের হাতে হাত রেখে দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেয় এ্যালিস, 'আমি আশা করি আড়াইটের সময় ম্যাট আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

ব্লেক বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে, প্রভাবিত হয়ে পড়েছে সে এখন। এ্যালিসের উষ্ণ ঠোঁট। পাখির মতোন নরম স্তনের স্পর্শ। এ সবই তার কারণ! নিজেকে শুধোয় ব্লেক, এক রকম ভালই হলো, আধ ঘণ্টা আগে মাদাম নোয় সাঙ-এর হাত থেকে রেহাই পেলে কৃতজ্ঞবোধ করবে প্রেসিডেণ্ট।

চল্লিশ মিনিট আগে চীফ অফ স্টাফ ব্লেক প্রেসিডেণ্টের কর্মসূচীর আর একটা পরিবর্তন করল। ক্যাবিনেট মিটিং বাতিল করে দিয়েছে সে। ল্যামপাং-এর ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টকে ওয়াকিবহাল করতে গিয়ে নিজের ব্যর্থতার কথা চিন্তা করেই তাঁর ক্যাবিনেট মিটিং বাতিল করে দিয়েছে ব্লেক। ক্যাবিনেট রুমে প্রবেশ করে এক লহমায় দেখে নিলে ব্লেক, প্রয়োজনীয় অফিসাররা সতর্কিত, এবং তারা সবাই হাজির সেখানে। স্টেট সেক্রেটারী, সি, আই, এর পরিচালক, প্রতিরক্ষার সেক্রেটারী, ন্যাসনাল সেক্রেটারী

কাউন্সিল-এর তিনজন অফিসারদের সম্ভাষণ জানাল সে। তারপর সে আসন গ্রহণ করল প্রেসিডেন্টের পাশের খালি চামড়া মোড়ানো চেয়ারে।

সংক্ষেপে আলোচনা শুরু করে দেয় তারা। ঠিক সেই সময় একটা দরজা খুলে যায় এবং প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেলো।

'আমার অনুপস্থিতিতে কি আলোচনা হচ্ছিল তোমাদের?' প্রেসিডেন্ট তাঁর চেয়ারে বসতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর সবাইকে সম্ভাষণ জানাতে ভুললেন না তিনি।

'মাদাম নোয় সাঙ-এর সঙ্গে আপনার মধ্যাহ্নভোজের প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম।'

'মধ্যাহ্নভোজ কি দীর্ঘ সময় ধরে চলবে?' জানতে চেয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ানশীপের লড়াই দেখার সুযোগ আমি হারাতে চাই না বলেই জিজ্ঞেস করছি।'

'তার জন্যে প্রচুর সময় আপনি পাবেন,' কথা দিলেন ব্লেক, 'মাদাম নোয় সাঙ-এর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ ও সাক্ষাৎকারের সময় ধার্য হয়েছে দেড় ঘণ্টা। তারপর কনটেম্পো মিউজিয়াম উদ্বোধনের জন্যে ফার্স্ট লেডী আপনার সঙ্গ কামনা করেন। কয়েকটি কথার বক্তৃতা, হয়তো পাঁচ মিনিট লাগতে পারে, অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য। এবার যথেষ্ট সময় আপনি পাবেন হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান লড়াই দেখার জন্যে।'

'এই ভদ্রমহিলা—ওঁর কি পছন্দ, কেউ আমাকে বলতে পার?'

স্টেট সেক্রেটারী মরিসন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'আমরা ঠিক জানি না। আমরা কেউই তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি এর আগে। আপনার মনে আছে, ওঁর স্বামী ছিলেন ঐ দ্বীপের প্রেডিডেন্ট, নিহত হওয়ার পর সেখানকার নিয়ম মাফিক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাদাম নোয় সাঙ প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।"

মাথা নাড়লেন আণ্ডারউড। 'হ্যাঁ আমার মনে আছে। ওঁর ছবি আমি সংবাদপত্রে দেখেছি। কিন্তু ওঁকে দেখে তো খুব একটা দুর্দান্ত কিংবা ভয়ঙ্কর বলে মনে হয় না।'

এবার আলোচনায় যোগ দিলো মরিসন, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, না। উনি সেরকম কিছু নন। ল্যামপাং-এ আমাদের স্টেশন প্রধান পার্সি সিয়েবার্ট বলে, ছোট-খাটো চেহারার ভদ্রমহিলা তিনি। স্বামীর হঠাৎ সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তিনি শোকে মর্মাহত হয়ে পড়েন। এক বছর ধরে শোক পালন করার ফাঁকে তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্ম শিখে নেন।'

'আর সেই একটি বছর এখন পূর্ণ।' তাদের আলোচনার মাঝে বাধা দিয়ে মরিসন বলে, 'নোয় সাঙ তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠেছেন এখন। তাঁর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ আমাদের এই আমেরিকাতেই। আমার ধারণা, এর প্রধান কারণ আমাদের দরকার তাঁর।'

'নিশ্চয়ই অর্থের প্রয়োজনে'। বললেন প্রেসিডেন্ট।

'হয়তো আরো একটা কারণও থাকতে পারে,' এবার বললো ব্লেক, 'সেটা ভাবপ্রবণতার জন্যে। কয়েক বছর আগে এখানে ওয়েলেসলিতে প্রাক্স্নাতকের পড়াশোনা করার জন্যে বছর চারেক কাটিয়ে যান তিনি।'

প্রেসিডেন্টের পাশের চেয়ারে স্থান গ্রহণ করে তাঁর সামনে একটা হলুদ রঙের কাগজ মেলে ধরল মরিসন।

'এটা আবার কি?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'দূর প্রাচ্যের একটা নক্সা, আমাদের প্রধান বিমান-ঘাঁটি তৈরীর জায়গাটা এই নক্সায় স্থান পেয়েছে, উত্তর কোরিয়া, চায়না, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার যেকোন অতিউৎসাহী মানুষকে সাহায্য করতে পারে সেটা।' সেই মানচিত্রের নক্সার ওপর একটা যায়গার ওপর পেন্সিলের দাগ টেনে মরিসন তার কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করল, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের তিনটি বড় উইং আছে। তবে হাওয়াইকে এর মধ্যে ধরছি না, সেটা ১৫ তম এয়ার ফোর্সের হেডকোয়ার্টার। সেই সঙ্গে আমাদের তিনটি বড় বিমান ঘাঁটি আছে। এই যে দেখছেন, জাপানে ৫ম এয়ার ফোর্সের বিমান ঘাঁটি। এই দক্ষিণ কোরিয়ার ৭ম এয়ার ফোর্সের জন্যে আমাদের বিমান-ঘাঁটি। আর এই যে দেখছেন ফিলিপাইনে, আমাদের এই বিমান ঘাঁটিটা ১৩তম

এয়ার ফোর্সের জন্যে। আমার এই মানচিত্রে কোন অস্বাভাবিক কিছু কি দেখতে পেয়েছেন?'

মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট, 'না, তেমন বিশেষ কিছু নয়।'

'এবার আমাদের নজর এখানে। কি দেখছেন বলুন তো?'

মানচিত্রের ওপর স্থির চোখে তাকালেন প্রেসিডেন্ট—একটি বড় দ্বীপ। সংলগ্ন আরো দু'টি ছোট ছোট দ্বীপ।

'ল্যামপাং,' বললো মরিসন, 'ওখানে আমাদের কোন বিমান ঘাঁটি নেই।'

'আর সেখানে তুমি একটা বিমান-ঘাঁটি চাও।'

'হ্যাঁ, আমরা শুধু চাই নয়, পেতেই হবে,' জোর দিয়ে বলে মরিসন, 'সেখানে আমাদের একটা নিজস্ব বিমান-ঘাঁটি থাকলে কাছেই কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, চায়না, সমস্ত কমিউনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করতে সুবিধে হত।'

'তাই বুঝি। কিন্তু ওটা তুমি পাবে কি করে?'

'সেটা নির্ভর করছে আপনার প্রভাব বিস্তারের উপর', বললো মরিসন, 'মাদাম নোয় সাঙ-এর কাছ থেকে আমরা কি চাই। আর পরিবর্তে আমরা তাঁকে কিই বা দিতে পারি, তার একটা খসরা তৈরী করবো আমরা।'

'বেশ তো, এগিয়ে যাও,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী ক্যাননের দিকে ফিরে তাকাল মরিসন, 'এবার তুমি আমাদের লেনদেনের প্রস্তাবটা প্রেসিডেন্টকে শুনিয়ে দাও ক্যানন।'

মাথা দুলিয়ে ক্যানন তার বক্তব্য রাখে, 'মি প্রেসিডেন্ট, ল্যামপাং-এ আমাদের বিমান-ঘাঁটি তৈরী করার জন্যে এক লাখ তিরিশ হাজার একর জমি চাই। প্রায় দশ হাজার একর জমি লাগবে নানান ধরণের বিল্ডিং তৈরীর কাজে। এয়ারফোর্স অফিসারদের জন্যে দশ হাজার একর জমি দরকার। আর পনেরো হাজার একর জমি লাগবে ল্যামপাংবাসী ও চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে। এছাড়া,' ক্যানন একটু থেমে আবার বলে, 'দুটি মুখ্য রানওয়ে তৈরী করার জন্যে প্রচুর যায়গা থাকবে পঞ্চাশটি এফ—৫, এফ—৪ বোমারু বিমান অনায়াসে যাতে ওঠা নামা

করতে পারে।

'এই সম্পত্তি কি আমাদের কিনতে হবে?'

'না, অতো সাহস আমার নেই, এমনকি সেটা সম্ভব হলেও নয়,' ক্যানন বলে, 'বিমান ও বিল্ডিং ছাড়া বাকি সব কিছুই ল্যামপাং-এর অধিকারে থাকবে। আমি ভবিষ্যতবাণী করে বলতে পারি; মাদাম নোয় সাঙ হয়তো আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদী লীজ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ধরা যাক নব্বই বছরের জন্যে। এ প্রসঙ্গে আপনি আলোচনা করতে পারেন মাদামের সঙ্গে বিনিময়ে ল্যামপাংকে একটা মোটা অঙ্কের ডলার সাহায্য করতে হবে আমেরিকাকে।'

'মোটা অঙ্কের সাহায্য বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?' প্রশ্ন চোখে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

মরিসনের দিকে ফিরে ক্যানন জিজ্ঞেস করল, 'এজরা, আমাদের সাহায্যের তালিকা আছে তোমার কাছে?'

'আমার কাছে দু'টি অর্থনৈতিক প্রস্তাব আছে,' প্রত্যুত্তরে মরিসন বলে, দূর প্রাচ্যে আমাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, মাদাম নোয় সাঙ এখন খুবই বেপরোয়া। আমাদের মিঃ আন্নু-এর এজেন্টরাও স্বীকার করেছে, আমাদের যে কোন সাহায্যের বিনিময়ে মাদাম নোয় সাঙ আমাদের যে কোন প্রস্তাব মেনে দিতে পারেন। সাড়ে বারো ডলার সাহায্য হিসেবে চাইতে পারেন মাদাম। তবে প্রয়োজনে আপনি আর এক ধাপ উপরে উঠে যেতে পারেন মিঃ প্রেসিডেন্ট খুব পীড়াপিড়ি করলে দেড় লক্ষ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারেন আপনি।'

'কিন্তু তিনি যদি না করে দেন?' সম্ভাব্য জটিলতার কথা উল্লেখ করলেন প্রেসিডেন্ট।

'তাহলে ভদ্রমহিলাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দিতে পারেন। তারপর আমার অন্যত্র কোথাও খোঁজ করে দেখতে পারি ন্যায্য দামে। তবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। আমার কোন সন্দেহ নেই জয় আপনার হবেই।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করবো,' বললেন প্রেসিডেন্ট। এবং তারপরেই ক্যাবিনেট রুমের মিটিং মুলতুবী হয়ে যায়

ল্যামপাং এর প্রাণকেন্দ্র রাজধাণী ভিসাকা শহরে প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙ তাঁর স্বামী প্রেম-এর অফিস ঘরে তাঁর ব্যবহৃত ডেস্কের পিছনে বসে প্রয়োজনীয় কাগজে সই করতে ব্যস্ত আমেরিকার পাড়ি দেওয়ার আগে।

বছর কয়েক আগে তাঁর স্বামীর নিষ্ঠুর হত্যার রহস্যটা আজও তাঁর মানসপটে জ্বলজ্বল করছে। তাঁর স্বামী সমাহিত, তবু গোড়ার দিকে তাঁর মনে হয়নি, তাঁর স্বামী মৃত, যেন দীর্ঘ দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন তাঁকে বিদায় না জানিয়ে। তার এখন কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখার ফলে, স্বামীর স্মৃতি একটু একটু করে তাঁর মন থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে, এখন আর তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে করেন না। এখন তাঁর সব চিন্তা একমাত্র পুত্র ডেনকে ঘিরে! ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি, ছেলের স্কুল যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার আগে তার সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে। তাঁর চিন্তা হলো, সে এখন কোথায়। তারপর তাঁর খেয়াল হলো, আধঘণ্টার মধ্যে বিদেশ দপ্তরের প্রধান মারসপ দেনিয়াওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যাওয়ার প্লেন ধরতে হবে তাঁকে। তার আগে কাগজপত্র সব সই করে ফেলতে হবে।

শেষ নথীপত্রে সই করা মাত্র কিশোর ডেন অফিসে এসে ঢুকল দ্রুতপায়ে তাকে অনুসরণ করল নোয়-এর বোন থিডা। কালো চুল, কালো চোখ খাঁদা নাক, তাঁর থেকে তিন বছরের ছোটো। স্লিম ফিগার তাঁর থেকেও দীর্ঘাঙ্গী। আগের বিয়ে বাতিল হয়ে যাওয়ার দরুণ এখন যে আবার একা, নিঃসঙ্গ এবং বর্ত্তমানে ল্যামপাং-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট সে—নোয়-এর থেকেও তার রাজনৈতিক জ্ঞান অনেক বেশি প্রখর, গরীবদের প্রতি অনেক বেশি দরদী সে।

কলম নামিয়ে চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে নোয় তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন।

তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠো, তা না হলে স্কুলে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।' নোয় বললেন তাকে, 'আমার এ ভ্রমণ দীর্ঘ হবে না তিন কি চার দিন পরেই আবার আমি ফিরে আসছি। থিডা আজ তোমার সঙ্গে স্কুলে যাবে।'

তারপর তিনি তাঁর বোনের দিকে ফিরে বলেন, 'আমি চলে যাওয়ার পর এখানকার সব ভার তোমার ওপর রইলো।' গলার স্বর নামিয়ে তিনি আরো বলেন। 'শক্ত হাতে কাজ চালাবে। দেখ, জেনারেল নাকরন্ যেন কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিনয় আবার শুরু করে না দেয়, মানে আমি বলতে চাইছি, লুনাকুল ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে সবসময় আলোচনার মধ্যে রাখতে যতক্ষণ না আমরা একটা বোঝাপাড়ায় আসতে পারি তাদের সঙ্গে।'

হাসল থিডা, বোনের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললো সে, 'নিশ্চিন্তে থাকতে পারো তুমি। হয়তো তোমার মতো ল্যামপ্পাং-এর কাজকর্ম আমি মোকাবিলা করতে পারবো না তবে তোমাকে অনুসরণ করে তোমার মতো কাজ চালিয়ে যেতে পারবো। আর জেনারেল নাকরন এর কথা বলছ, তার ওপর আমার নজর পড়ে থাকবে সবসময়।'

'ধন্যবাদ থিডা...গুডবাই ডেন। আমি তোমাকে ভালবাসি। কয়েকদিন পরেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে আবার।'

স্বামীর ডেস্কে ফিরে এসেই তিনি দেখলেন হন্তদন্ত হয়ে অফিসে ঢুকছে মারসপ পেনিয়ান। কঙ্কালসার চেহারা তার, তবে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক সে। বিদেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে সে শুধু প্রধানই নয়, সে তাঁর স্বামীর সব থেকে ভাল বন্ধু এবং তাঁর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লোক।

ল্যামপাংবাসীদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। পাশ থেকে আঁচড়ানো বাদামী চুল ভাসা ভাসা চোখ। নোয়কে সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর ঠিক বিপরীত দিকে নিজের চেয়ারে আসন গ্রহণ করল সে।

কোন ভূমিকা না করেই মারসপ বলে, 'আমেরিকায় আমাদের যাওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ স্বার্থ জড়িয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের সঙ্গে আপনি যে নৈশভোজ সারবেন তাতে আমি খুব খুশি।'

'অবশ্যই সেই নৈশ ভোজ সামাজিক নয়,' নোয় বলেন, 'আমরা

ধার পাবো তাদের কাছ। আর আমরা তাদের উপহার দেবো একটা বিমান ঘাঁটি।'

'আমি নিশ্চিত, সেরকমই একটা ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে।'

চিন্তিত ভাবে নোয় জিজ্ঞেস করেন, 'ধার? তা আমেরিকার কাছ থেকে ঠিক কতটা ধার চাওয়া যায় বল তো?'

'ক্যাবিনেটেএ নিয়ে আলোচনাকরেছি,' অবশেষে মারসপ বলে,' দু'কোটি ডলার তো বটেই!'

'তারা এটাকে খুব বেশি বলে মনে করবে না তো?'

'হ্যাঁ, একটা বিরাট পরিমান ধার তারা ইতিমধ্যে দিয়ে রেখেছে মেক্সিকো ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং প্রায় আরো বারো দেশকে। মনে হয় সেই জন্যেই বোধহয় মার্কিন কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন।'

নোয় তাঁর আশঙ্কার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, দু'কোটি ডলারই আমি চাইবো। কিন্তু দিতে না চাইলে কি করবো?'

'তাহলে দেশে আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে অসুবিধায় পড়বেন আপনি।'

অন্য চিন্তা নোয় এর। 'ওদের মাথার মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এর চিন্তা আছে বলে মনে হয়?'

'না, মোটেই ভয় পাবেন না ম্যাডাম। এখানে আপনি রাশিয়ানদের ডেকে আনতে পারেন এমন কথা আমেরিকানরা চিন্তাও করতে পারেনা। বিশেষ করে আমেরিকার প্রসান্ত মহাসাগরীয় সমস্যার কথা চিন্তা করেই তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। আর তার একটাই উদ্দেশ্য তারা এখানে একটা বিমান ঘাঁটি তৈরী করতে চায় আর সেটা হবে কেবল কমিউনিষ্ট বিরোধীতা করার জন্যেই!'

'বেশ তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তা পাবে। আমরা তাতে রাজী হয়ে যাবো।'

'না অত সহজে তা সম্ভব নয়।' মারসপ বলে, 'খুব বিরাট আকারের বিমান ঘাঁটি চাইবেন তিনি। আমার তো মনে হয় না, আপনার অনুগামীরা সেটা পছন্দ করবে। ঘরোয়া বিবাদে আপনি আঘাত পাবেন। যাইহোক

এ ব্যাপারে বিমানে যেতে যেতে বিস্তারিত আলোচনা করবো আপনার সঙ্গে। তবে একটা জিনিষ নিয়ে আপনি দর কষাকষি করতে পারেন: যা আপনার আছে, আর সেটার ওপর আমারো যথেষ্ট আস্থা আছে।'

'তা সেটা কি?'

'নোয়, সেটা হলো আপনার আকর্ষণ ক্ষমতা।'

'প্লিজ মারসপ, আমার দ্বারা সেটা সম্ভব নয়। আমেরিকানদের মতো এত সস্তা আমি হতে পারবো না।'

'না, আপনাকে সেরকম হতেও হবে না, 'এক গাল হেসে বললো মারসপ, 'রোজ যেমন স্বাভাবিক ভাবে নিজেকে আপনি সাজিয়ে তোলেন, ঠিক তেমনটি করলেই চলবে। বিশ্বাস করুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে প্রভাবিত করতে গিয়ে আপনি কখনই ব্যর্থ হবেন না।'

আশাকরি আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারবো। কিন্তু তাঁর কি পছন্দ সেটা তো আগে জানতে হবে?'

'মানে আপনি প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের কথা বলছেন আমি ওঁর অভ্যাস রুচি, এসবের সম্পূর্ণ বিবরণ পেয়ে গেছি। সেটা আমি আপনাকে বিমানে দেবো। এখন বরং ওয়াশিংটনে যাওয়ার জন্যে তৈরী হলে ভাল হয়, সামনা সামনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়াটাই ঠিক।

তিন

প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক উপর দিয়ে ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্টের উড়ে চলেছে। ভেলভেট আঁটা সোফার ওপর বসে নোয় সাঙ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী মারসপ পেনিয়াওয়ান। সবে মাত্র নৈশভোজ সেরে ছোট্ট জানালার দিকে চোখ রেখে নোয় বললেন, 'মনে হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রান্তরেখা আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'না এখনো আমরা আমেরিকায় পৌছয়নি, 'সঙ্গে সঙ্গে মারসপ বলে, আরো এক ঘণ্টা বাকি আছে। আর ওয়াশিংটনে পৌঁছাতে আরো পাঁচ ঘণ্টা।'

'তাহলে তো আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি, 'বললেন নোয়।

'হ্যাঁ, এই বিশ্রাম কাজে লাগতে পারে তোমার '

'বিশ্রামের থেকে আমার এখন একান্ত প্রয়োজন হলো কি করে মন থেকে অনুভূতিটা তাড়ানো যায়।' নোয় বলেন, 'জানো মারসপ, বিদেশ সংক্রান্ত সাক্ষাৎকারের জন্যে আমি ঠিক এখনো প্রস্তুত হতে পারিনি।'

'কোন ভয় নেই, চমৎকার মানুষ প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউড।'

'সত্যিকথা বলতে কি প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডের সঙ্গে আলোচনায় আমার ভয় নেই,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি, তবে ঘণ্টা দুই ধরে তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসে থাকাটাই আমার কাছে বিড়ম্বনা, বলতে পারো এটাই আমার একমাত্র কারণ ভয়ের। আচ্ছা, কার সঙ্গে আমি লেনদেন করবো? আব্রাহাম লিঙ্কন। থিওডোর রুজভেল্ট? নাকি রিচার্ড নিক্সন?'

ছোট্ট করে হাসল মারসপ। তাঁদের কেউই নন তিনি, সে কথা তুমি তো বেশ ভাল করেই জানো। গতকাল রাত্রে আণ্ডারউডের বক্তৃতার ভিডিওটেপ যখন চালাচ্ছিলাম তুমি তো তাঁকে দেখেছ তেমন কিছু ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক তিনি নন।'

'জনতার সামনে বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার, এ সব থেকে তাঁকে কি ঠিক মতো চেনা যায়, চেনা যায় ব্যক্তি আণ্ডারউডকে। আমি তাঁর সঙ্গে রক্তমাংস গড়া একজন মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে চাই। তিনি কেমন লোক হবেন—'

'আপনার থেকে কোনো তফাত নেই। তাঁর আছে নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতাশা, ব্যক্তিত্ব এবং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। বিশ্বাস করো প্রেম তোমার পাশেই আছে। এখন একটু আরাম করো। কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। তুমি যে নিরাপদে আছ, সেটাই ভাববার চেষ্টা করো এখন।'

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন তিনি। 'প্রিয় আমার পাশে আর নেই। মৃত সে। আমি এখন নিঃসঙ্গ। এথন থেকে আমাকে একাই চলতে হবে। আমি, আমি ভীষণ একা মারসপ।' হাত বাড়িয়ে মারসপের হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন তিনি। তারপর তিনি কি যেন উপলব্ধি করার মতো বলে উঠলেন, 'অবশ্যই সেখানে তুমি তো আমার পাশে পাশেই থাকবে, থাকবে না তুমি?

হ্যাঁ, আমি থাকবো বইকি। কিন্তু শেষ পর্যায় তোমরা দুজনেই তো কেবল। যা কিছু সিদ্ধান্ত কেবল তোমাদের দুজনকেই তো নিতে হবে।'

'ওঁর কি পছন্দ মারসপ?' হঠাৎ তিনি বলে ওঠলেন, 'ওঁর পছন্দের ব্যাপারে বিমানে ওঠার আগে কি যেন বলছিলে তুমি?'

'তুমি কি সত্যিই সেটা জানতে চাও? তাহলে ওঁর ব্যাপারে আমার বিশ্লেষনটা পড়ে শোনাই তোমাকে,' এই বলে সে তার হাতের চামড়ার ব্রীফকেস খুলে নীল রঙের ফোল্ডারটা বার করে পড়তে শুরু করলো—প্রেসিডেণ্ট ম্যাট—তারা সবাই তাঁকে ম্যাট আণ্ডারউড বলে সম্বোধন করে থাকে। আমার বিশ্বাস, ওঁর সম্বন্ধে আগে ভাগে ভাল করে জেনে রাখলে তোমার সুবিধে হবে।'

'সব কিছু বলো,' বললেন নোয়।

'হ্যাঁ, সবকিছুই বলবো নোয়, কোন কিছুই বাদ দেবো না।'

তার ফোল্ডারের, প্রথম পাতাটার ওপর ভাল করে চোখ বোলালো একাগ্র চিত্তে। তারপর একসময় মাথা তুলে তাঁকালেন তিনি মারসপের দিকে।

'ম্যাট আণ্ডারউডের বয়স বাহান্ন। এক সময় তিনি ছিলেন টেলিভিসন ষ্টার। সত্যি ষ্টার হওয়ার মতোই যোগ্যতা তাঁর।'

'সত্যি বিশ্বাস করা যায় না, 'নোয় মন্তব্য করেন, 'একজন টেলিভিসন অভিনেতা হয়ে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হওয়াটা একই বিস্ময়কর ব্যাপার বটে।'

'প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু একটা থেকেই থাকে, এমন কি টেলিভিসন তারকারও', মারসপ আরো বলে, 'তাঁর আগে হলিউডের একজন অভিনেতা আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হয়েছিল এবং একজন কৃষকও হয়েছিলেন। তার অনেক আগে একজন পুরুষ মডেল। কেবল রাজনীতিবিদ হিসাবে জন্মানটাই বরং কঠিন ব্যাপার।'

'বলে যাও।'

মারসপ তার নোটের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। 'আমাদের ইনটেলিজেন্স

ব্র্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে কলম্বিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ম্যাথু আণ্ডারউডের কণ্ঠস্বর ছিলো খুবই মিষ্টি ও ভরাট। একজন প্রফেসর তাঁর সেই আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর শুনে দ্য ন্যাশানাল টেলিভিসন নেটওয়ার্কের পাঠিয়ে দেন তাঁকে তার এক এক্সিকিউটিভ বন্ধুর কাছে। সেই এক্সিকিউটিভ ভদ্রলোক তাঁর রিপোর্টই নির্ভরযোগ্য বলেমনে করেন। তিনি যা রিপোর্ট করতেন সবাই বিশ্বাস করতো। যাই হোক, অচিরেই তাঁর নাম খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।'

'আর তাই কি আমেরিকানরা তাঁকে তাদের নেতা হিসাবে মনোনিত করেছিল?' বিস্মিত হন নোয়।

'রাজনীতিবিদ আণ্ডারউডের নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা আমেরিকায়। তোমার স্মরণ থাকতে পারে, আমেরিকার প্রতিটি স্টেট থেকে দু'জন সেনেটর মনোনীত হয়।'

'হ্যাঁ তুমি ভুলে গেছো, আমেরিকার শাষণ ব্যবস্থা আমি অধ্যয়ন করেছি।'

'খুব ভাল কথা।' বললো মারসপ, 'নিউ ইয়র্কের দুজন সেনেটরের মধ্যে একজন ছ'বছরে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মারা যায়। মৃত সেনেটরের বাকি সময়ের জন্যে নতুন একজন সেনেটরকে স্থলাভিষিক্ত করার ক্ষমতা আছে নিউ ইয়র্কের গভর্নরের।'

নোয় বুঝতে পারেন মারসপ কি বলতে চায়। বঝেছি, 'টেলিভিসন স্টার ম্যাথু আণ্ডারউডকে বেছে নেয় সে, আর সেই নিয়োগ আণ্ডারউডও গ্রহণ করে নেন। এই তো?'

'হ্যাঁ, টেলিভিসন নেটওয়ার্কের কাজ ছেড়ে ওয়াশিংটনে সেনেটর হিসাবে শপথ নেন তিনি। পরে তাঁর মতোই খ্যাতিমান ও তাঁর সহকর্মিনী এ্যালিসকে বিয়ে করেন। এ্যালিস আণ্ডারউড তখন সবেমাত্র মিস আমেরিকা হয়ে ছিলেন। মিস আমেরিকা সম্পর্কে তুমি কিছু জান?'

'আমি পড়েছি সে ব্যাপারে,' বললেন নোয়, 'আমি তার অনেক ফটো দেখেছি। এখনো সুন্দরী সে। কেবল একজন সুন্দরী মহিলাকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিয়ে করাটা কি অস্বাভাবিক নয়?'

'নোয়, তোমাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে। তাকে বিয়ে করার সময়

আণ্ডারউড আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। টেলিভিসন নেটওয়ার্কের রিপোর্টার ছিলো ফ্যালিস। সেখানেই তাদের আলাপ ও পরিচয় এবং তা থেকেই শেষ পর্যন্ত তাদের প্রেম ও ভালবাসা। এ্যালিসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন আণ্ডারউড। শুধু তাই নয়, এ্যালিস বুদ্ধিমতী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এ্যালিস চায়, হয় সে নিজে এগিয়ে যাবে নয়তো তার স্বামী আণ্ডারউডের অগ্রগতি যেন খর্ব না হয়। এ্যালিসের শেষ ইচ্ছা, আণ্ডারউড দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক।

'এ্যালিস তাঁকে আবার প্রেসিডেন্ট হিসাবে পেতে চায়?'

মৃদু হেসে মারসপ তার আগের কথার একটু সংশোধন করে বলে, 'এ্যালিস আবার ফার্স্ট লেডী হতে চায়।'

'এবং বিজয়িনী হয়েছে সে।'

'শুনেছি কমিউনিস্টদের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব অত্যন্ত কঠিন?'

প্রায় প্রতিটি আমেরিকান প্রেসিডেন্টই সেই-রকম। নিজের দেশে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে রুখতে কেই বা চায় ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র ধ্বংস করতে। আর এও কারণেই আজ তুমি হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রিত। ল্যামপাং-এ তারা তোমাকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে।

'তারা কি আমাদের বিশ্বাস করবে? আণ্ডারউড কি বুঝতে পারবে কমিউনিজমের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে?'

'বিশ্বের গণতন্ত্র নিরাপদ রাখতে তুমি ইচ্ছুক কিনা, সেটাই কেবল জানতে চাইছিল তিনি তোমার কাছ থেকে।'

'কিন্তু আমি তো তাই চাই,' একান্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন নোয়।

'তাহলে সে কথাই জানিয়ে দিও তাঁকে।'

কিন্তু, আমি তাঁর মনে বিশ্বাস জাগাবো কি করে?'

হাসল মারসপ। 'তোমার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব দিয়ে। আণ্ডারউড কিংবা অন্যেরা যে যাই বলুক না কেন, তাদের কাছে স্বীকার করো না নোয়। প্রেসিডেন্ট ম্যাথু আণ্ডারউডের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একেবারে শুরু

থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার নিজের স্বত্বা, ব্যক্তিত্ব অটুট রাখার চেষ্টা করে যাবে কেমন ?'

হোয়াইট হাউসের তিন তলায় প্রেসিডেন্টের ডাইনিংরুম। সুসজ্জিত। মেহগিনি কাঠে মোড়া দেওয়াল। প্রেসিডেন্টের পাশে বসেছিল চীফ অফ স্টাফ ব্লেক। দরজা খুলে যেতেই নোয় সাঙকে দেখতে পেলো ষ্টেট সেক্রেটারী মরিসন।

সঙ্গে সঙ্গে স্কচের গ্লাস থেকে মুখ তুলে তাকালেন আণ্ডারউড, কার্পেটের ওপর পা ফেলে নোয় সাঙ তাঁর দিকে এগিয়ে আসতেই গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন তিনি।

নোয়-এর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো যা তাঁকে বিস্মিত করলো, সেটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন তিনি। সম্ভবত সেটা তাঁর অভাবনীয় আকর্ষণ এবং রূপের উজ্জ্বলতা। সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত তিনি। তাছাড়া তিনি বিয়ে করেছেন মিস আমেরিকাকে। কিন্তু এ্যালিসের সৌন্দর্য যান্ত্রিক ধরণের, অনেকটা পেশাগত। ল্যামপাং-এর এই মহিলা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

আণ্ডারউডের দৃষ্টি বিদ্ধ হলো নোয়-এর ওপর। একটা গ্রাম্য মেয়ের চেহারা দেখার জন্যে তৈরী করে রেখেছিলেন তিনি নিজেকে। কিন্তু তাঁর সব অনুমান, জল্পনা-কল্পনা ওলট-পালট করে দেয় নোয় যেন এক ভিন্ন ধরণের, ভিন্ন স্বাদের এক অপরূপ রূপ-লাবণ্য নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁর সামনে। নোয়-এর হাল্কা বাদামী গায়ের রঙ, দীর্ঘ এলায়িত কালো কেশ, লাল ঠোঁট, বাদামের ধাঁচে সবুজ ভাসা ভাসা চোখ হঠাৎ দেখার নেশায় আণ্ডারউডের সারা মন অনুরনিত। তাঁর দিকে নোয়-এর এগিয়ে আসার ভঙ্গিমা অতি প্রাঞ্জল এবং দেখতে অতি সুন্দর, অতি মধুর।

একটা স্বচ্ছ পাতলা নরম হলুদ রঙের পোষাক পড়েছিলেন নোয়। আণ্ডারউড অনুমান করে নিলো বাইরে তপ্ত আবাহাওয়ায় এই রকম পোষাক পরে থাববেন তিনি। যাইহোক, সেই পোষাক দারুন ভাবে উত্তেজিত করে

তুললো তাঁকে। স্বচ্ছ পোষাকের নিচ থেকে নোয়-এর শরীরের প্রতিটি ভাঁজ, রেখা প্রতিফলিত হচ্ছিল। শান্ত ভাবে দোলায়িত পরিপূর্ণ স্তন জোড়া, চওড়া নিতম্ব, সুগঠিত পাজোড়া, সব কিছু। এই মুহূর্তে একটা কথাই তাঁর মনে পড়ছে, নোয়কে দেখা মাত্র তাঁর দেহে যে কাম ভাব জেগে উঠেছে এ রকম বেশ কয়েক বছর অনুভূত হয়নি তাঁর মনে। সত্যিই এই মহিলার অসীম যৌন আকর্ষণী ক্ষমতা আছে স্বীকার করতেই হবে।

ইতিমধ্যে নোয় তাঁর সামনে এসে হাজির হতেই ষ্টেট সেক্রেটারী মরিসন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মাননীয় সম্মানিত ম্যাথু আণ্ডারউড। তারপর নোয়-এর দিকে ফিরে বলে সে, আর ইনি হলেন, হার এক্সলেন্সি নোয় সাঙ, ল্যামপাং প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট।

মরিসন ও নোয়কে চমকে দিয়ে নোয়-এর একটা হাত দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ করলেন আণ্ডারউড। ঝুঁকে পড়ে তাঁর হাতের ওপর চুমু খেলেন।

'মিঃ প্রেসিডেন্ট তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দ পেলাম,' বললেন নোয়।

'মাদাম প্রেসিডেন্ট আমারও কি কম আনন্দ হলো,' প্রত্যুত্তরে বললেন আণ্ডারউড। নোয়-এর হাতটা ছেড়ে দিয়ে হাসলেন তিনি। 'আমার ভয় হচ্ছে আমরা পরস্পর সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছি মৃত্যুর বাসর সাজিয়ে। মনে হয় সেটাই হবে আমাদের সব থেকে ভাল পথ।'

এবার নোয়-এর হাসার পালা। 'সবাই আমাকে নোয় বলে সম্বোধন করে থাকে।'

'আর সবাই যারা আমাকে ভাল ভাবে জানে, ম্যাট বলে ডাকে,' সঙ্গে সঙ্গে আণ্ডারউড বলে, 'আশাকরি আজ আমরা পরস্পরকে ভাল করে জানবো।' কথাটা শেষ করেও দীর্ঘ সময় নোয় তাকিয়ে থাকেন তাঁর চোখে চোখ রেখে।

সেই দৃশ্যটা ষ্টেট সেক্রেটারী মরিসনের দৃষ্টি এড়ায় না। প্রোটোকলের পরিপন্থী এবং বেদনাদায়ক সেটা। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর ও থমথমে হয়ে উঠলো তার। আণ্ডারউড তাঁর সেক্রেটারীকে অবজ্ঞা করে আণ্ডারউড

তেমনি গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন নোয়-এর পানে, 'কাল অনেক রাতে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছো। বিমান-যাত্রা আমামদায়ক হয়েছিল তো ?'

'সুন্দর, তবে ঘুম হয়নি। সে ঘুম পুষিয়ে নিয়েছি ব্লেয়ার হাউসে।' উৎসাহের সঙ্গে নোয় আরো বলেন, 'কি চমৎকার গেষ্ট হাউস। এমন সুন্দর এর আগে কখনো দেখিনি।'

'তা সত্যি, ছুটো বাড়ি মিলিয়ে এই গেষ্ট হাউসটা গৃহ যুদ্ধের আগে তৈরী হয়। ১৯৪২ সালে আমেরিকা সরকারের জন্যে কিনেছিলেন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট।'

এরপর পিছন ফিরে মারসপকে খুঁজলেন নোয়। তারপর তিনি তার পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে।

ফিরে ফিরে ডাইনিংরুমের চারিদিক দেখতে গিয়ে নোয় বলেন, 'কেমন আরামদায়ক আর চমৎকার থাকার ঘর এটা।'

দ্রুত নোয়-এর ডান হাতের কুনুই-এর ফাঁকে হাত চালিয়ে দিয়ে তাঁকে ঘুরিয়ে ডাইনিংরুমে দামী আসবাবপত্রের প্রাচীন ঐতিহ্যের বর্ণনা দিতে থাকেন সোৎসাহে।

এই সুযোগে চীফ অফ ষ্টাফ ব্লেক এবার বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'সম্ভবত আমরা সবাই এখন মধ্যাহ্নভোজে বসতে পারি,' এই বলে ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় সে।

'মাদাম নোয়কে জিজ্ঞেস করার আগে।'

'মাদাম নয় শুধুই নোয়,' দৃঢ়স্বরে বললেন তিনি।

'—হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন আমি তোমাকে কেবল নোয় বলেই ডাকবো। তোমার জন্যে ড্রিঙ্ক-এর ব্যবস্থা করবো ?'

'না ধন্যবাদ।

প্রসঙ্গ বদল করে আণ্ডারউড জিজ্ঞেস করেন, 'শুনেছি, তুমি নাকি আমেরিকায় পড়াশোনা করেছিলে ?'

'হ্যাঁ বোষ্টনের কাছে ওয়েলেসলি কলেজে।'

'ওয়েলেসলি!' মৃদু চিৎকার করে উঠলেন আণ্ডারউড, 'কি অদ্ভুদ

যোগাযোগ বল তো। আমার মেয়ে ডায়না তো সেখান থেকেই স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে পলিটিকাল সায়েন্স নিয়ে। তা তোমার কি ছিলো?'

খুশি হয় নোয়। 'আমিও পলিটিকাল সায়েন্স নিয়ে পড়ি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নে আমেরিকান পলিটিকস এবং আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেও দেখেছি।'

'তাহলে আমার থেকে ভাল রাজনীতি জানো তুমি।'

'মি. প্রেসিডেন্ট ম্যাট, আমার তাতে সন্দেহ আছে,' সতর্কতার সঙ্গে বলেন তিনি. 'তোমার মতো অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু ইতিহাসে আমি স্কলার। এমন কি কার্ল মার্কসও আমি পড়েছি।'

'কার্ল মার্কস!' সালাড খাওয়ার পর নোয়-এর দিকে সরাসরি তাকিয়ে আণ্ডারউড জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি জানো, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত নিউ-ইয়র্কের একটা খবরের কাগজের সংবাদাতার কাজ করতেন কার্ল মার্কস?'

'ও' হ্যাঁ জানি বৈকি।'

'তাহলে আমি তোমাকে এমন একটা কিছু বলবো যা শুনলে তুমি বিস্মিত হয়ে যাবে। শুনেছি মার্কস-এর কাজ-কর্ম লেনিন নাকি কখনো পছন্দ করতেন না। এমন কি মানুষ হিসাবে মার্কসকে সহ্যও করতে পারতেন না।'

'তা কি সত্যি? আমি তো সেরকম শুনিনি কখনো।'

'মনে হয় সত্যি বটে। তাঁর লেখা বইগুলোর চেয়ে মার্কস-এর জীবন আরো সত্য। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

'সামন্যই।'

'আমার বিশ্বাস, লণ্ডনে তাঁর বাড়ির পরিচলিকার সঙ্গে তাঁর একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিলো, আর তার একটি সন্তানের জনক ছিলেন মার্কস।'

'সে খবর আমি জানি।' ধূর্তের হাসি ফুটে ওঠে নোয়-এর ঠোঁটে, 'ম্যাট, তুমি আমাকে পরীক্ষা করছো। ঠিক আছে এবার আমি তোমাকে পরীক্ষা করবো। মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো লেখার পরে মার্কস নিজে 'দাস ক্যাপিটাল' বইটা লিখেছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন তাঁর মতবাদ জার্মানী গ্রহণ করবে। কিন্তু রাশিয়া যে প্রথম কমিউনিষ্ট দেশ

হবে তা তিনি স্বপ্নেও কখনো ভাবেননি।'

'এটা আমার কাছে একটা খবর,' স্বীকার করলেন আণ্ডারউড।

নোয় তাঁর স্যালাড শেষ করে বললেন, 'আমার সন্দেহ তাঁর সেই আদর্শ, মতবাদ নিকারগুয়া এবং দক্ষিণ চীন উপসাগরে ল্যামপাংও যদি গ্রহণ করে, তা জানতে পারলে কম আশ্চর্য হতেন না তিনি।'

ষ্টেট সেক্রেটারী মরিসন থাকতে না পেরে তাঁদের আলোচনায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো নোয়কে উদ্দেশ্য করে, 'আমাদের কাছে খবর আছে, আপনার নিজের দেশে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আপনার বিরোধ আছে? আমাদের ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী সেই বিরোধ কি খুবই ভয়ঙ্কর?'

মাথা নেড়ে সমর্থন করলো নোয়।

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করে তাদের আলোচনায়। এক সময় নোয়-এর চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করলেন ম্যাট আণ্ডারউড, 'তুমি কি জেফারসন ও লিঙ্কনকে আমাদের দেশের সব থেকে মহান ব্যক্তি বলে মনে করো?'

'না।' নিঃসন্দেহে বললেন নোয়, 'বরং থমাস পেইনকেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ওঁরা মহান ব্যক্তি হাত পারেন হয়তো জেফারসনের মতো প্রেসিডেণ্ট আমেরিকা আগে কখনো পায়নি, কিন্তু থমাস পেইন স্বাধীনতা এনে দিয়েছে আমেরিকাকে। ইংলণ্ডের কাছ থেকে কোনো আমেরিকান কলোনিষ্ট স্বাধীনতা পাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারেনি বিশেষ করে থমাস পেইন যখন আসরে নামেন তখন তো নয়ই। নিজের টাকায় তিনি বই প্রকাশ করেন 'কমন সেনেট—'কোন মুনাফা না করেই সেই বই বিলি করেন মহাদেশীয় সৈন্যদের কাছে। ছ'মাস পরে আমেরিকার স্বাধীনতার কথা প্রচার করেন তিনি, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সই হয় তারপরেই।'

একটু অধৈর্য হয়ে মরিসন এবার বলে, 'ইওলো ওভাল রুমে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে,' উঠে দাঁড়ায় সে চেয়ার ছেড়ে, 'সেখানে কফি পান করতে করতে আমাদের কাজের ব্যাপারে আলোচনা সেরে নেওয়া হেতে পারে।'

নোয়-এর চেয়ারটা টেনে দেন ম্যাট আণ্ডারউড এবং আলতো ভাবে নোয়-এর হাত স্পর্শ করে তাঁকে ইওলো ওভাল রুমের দিকে নিয়ে চলেন। অন্যেরা তাঁদের অনুসরণ করে।

'এযে দেখছি ডাইনিং রুমের থেকেও আরো বেশি চমৎকার,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন নোয়।

ওয়েটার টেবিলে কফি পরিবেশন করে যাওয়ার পরেই আণ্ডারউডের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'মনে হয় মাদাম নোয়-এর সঙ্গে আপনার কথা শুরু করার এখনই উপযুক্ত সময়।'

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জবাবে ম্যাট বলেন, 'এতো তাড়াতাড়ির দরকার নেই এজরা।' তিনি তাঁর স্টেট সেক্রেটারীকে আরো বলেন, 'যথেষ্ট সময় আছে আমাদের। আমাদের দেশের ইতিহাস আর গণতন্ত্রের ব্যাপারে ও কি জানে তা আমি ওর মুখ থেকে আগে শুনতে চাই। তারপর—'

'আপনাদের সংবিধান,' নোয় বলতে শুরু করে, 'আমি মনে করি, আপনাদের সংবিধান সারা বিশ্বে সব থেকে ভাল। সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের সংবিধান অনুসরণ করে আমরা আমাদের দেশ ল্যামপাং এর সংবিধান রচনা করার কাজে হাত দিয়েছিলাম। তবে তাই বলে এই নয় যে আপনাদের দেশের সংবিধান একেবারে নিখুঁত। অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের সংবিধানের উন্নতি হওয়া দরকার।'

ধনুকের মতো আণ্ডারউডের ভ্রু বেঁকে উঠলো। 'তুমি তাই মনে করো নাকি? তোমার ধারণার কথা বলতে পারো আমাদের।'

সঙ্গে সঙ্গে নির্ভয়ে আমেরিকার সংবিধান নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলো নোয়, তবে সংক্ষেপে, 'তোমাদের সংবিধানটাকে মডেল করে কয়েকটা ক্ষেত্রে আমরা অদল-বদল করেছি এই ভাবে—প্রথমেই আমরা ইলেকটোরাল কলেজ ব্যবস্থাটা আমরা বাতিল করে দিই। তারপর তোমাদের দেশের প্রধান নির্বাচিত হয়ে থাকে সেনেটরদের ভোটে, সেটা ঠিক নয়। জনগনকেই দেশের প্রধান নির্বাচন করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ জনগনের ভোটে নির্বাচিত সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচন করবে তারপর তোমাদের

এই প্রেসিডেন্টের পদটা বাতিল হওয়া দরকার। রাষ্ট্রপতি শাষিত দেশ ঠিক মতো শাষণ ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারে না। সময় সময় দেশের মানুষের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে।'

হাসলেন আণ্ডারউড, 'তুমি তাহলে আমার হাত থেকে রেহাই পেতে চাও?'

'না, ঠিক তা নয়। তোমাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ব্যবস্থার সংষোধন চাই আমরা। আগেই বলেছি, উভয় সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা তাদের নেতা নির্বাচন করতে আর সেই হবে দেশের প্রধান শাষক—রাষ্ট্রপতি শাষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন এই ভাবেই হতে পারে। আর এই ভাবেই প্রভূত গণতন্ত্রের উন্নতি সম্ভব।'

দেশের সংবিধান নিয়ে আলোচনা ক্রমশই দীর্ঘ হতে থাকে এই ভাবে, যা আজকের অলোচনার কাম্য নয়। মরিসন ও ব্লেক দুজনেই দারুন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

ঘড়ির দিকে চকিতে একবার নজর দিয়ে চীফ অফ স্টাফ তার হাত তুলে হঠাৎ বলে উঠলো, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার আজকের কর্মসূচী আবার মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি…দশ মিনিটের মধ্যে ফার্স্ট লেডীকে তুলে নিয়ে আপনাকে যেতে হবে কনটেমপো মিউজিয়াম উদ্বোধন করতে। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ থাকতে পারে, সেখানে আপনাকে একটা লিখিত বক্তৃতা দিতে হবে।'

ব্লেক থামতেই ষ্টেট সেক্রেটারী মরিসন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি বরং সেখানেই চলে যান। আর এদিকে আমি একটু বেশি সময় থেকে রাজনৈতিক ব্যাপারে মাদাম নোয়-এর সঙ্গে আলোচনা সেরে নেবো।'

প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, 'প্রয়োজন নেই এজরা। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে চাই।' ব্লেকের দিকে ফিরে তিনি তাকে বলেন, 'তুমি এখান থেকে ছুটি নিতে পারো ব্লেক। তারপর এ্যালিসকে তুলে নিয়ে কনটেমপো মিউজিয়ামে চলে যাও। বলো

তাকে আমি খুবই ব্যস্ত। শিল্প কলার ব্যাপারে অযথা সময় নষ্ট করার মতো অবসর আমার নেই।'

প্রেসিডেন্টের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে নোয় বলেন, 'ম্যাট, অন্য কোথাও যদি তোমার কাজ থাকে তো, আমি তোমাকে আটকে রাখতে চাই না। সেক্রেটারী মরিসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা আমাদের কাজ সেরে নিতে পারবো।'

'না, সেই কাজটা আমিই তোমার সঙ্গে সরাসরি সারতে চাই। বরং তোমার মন্ত্রী মারসপকে সঙ্গে নিয়ে মরিসন তার অফিসে ফিরে গিয়ে ল্যমপাং এর ব্যাপারে আমাদের কি চিন্তা ভাবনা সে নিয়ে আলোচনা করতে পারে। সেই ফাঁকে আমরা দু'জনে আলোচনা সেরে নিতে পারবো।' এজরা মরিসনের দিকে ফিরে ম্যাট বলেন, 'দয়া করে আমাদের প্রয়োজনের কথা মারসপকে জানিয়ে দাও...

অনিচ্ছাসত্বেও উঠে দাঁড়ালো মরিসন, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার যদি তাই ইচ্ছে হয়—'

'হ্যাঁ, আমার সেই রকমই ইচ্ছে,' দৃঢ়স্বরে বললেন আণ্ডারউড।

অপস্য়মান ব্লেক, মরিসন এবং মারসপের দিকে তাকিয়ে খুশিতে উপচে পড়লেন প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড। নোয়-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে তিনি উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'অবশেষে আমরা দুজনকে একান্তে কাছে পেলাম। আমাদের আলোচনায় আমি গোপনীয়তা পছন্দ করি।'

নোয়-এর ঠোঁটে সম্মতির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'আমিও এখন বিশেষ সুবিধাবোধ করছি। তৃতীয় ব্যক্তিদের সামনে মুখ খুলে কথা বলতে পারছিলাম না তোমার সঙ্গে। এ একরকম বেশ ভালই হলো কি বলো।'

নীরবে নোয় এর কথাগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন আণ্ডারউড অনেকক্ষণ। তাঁর স্থির দৃষ্টি পড়েছিল নোয়-এর ওপর, তাঁর স্বচ্ছ পোষাক ভেদ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্ধ হতে থাক নোয়-এর শরীরের প্রতিটি রেখায়, প্রতিটি ভাঁজের ওপর। সেই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে প্রবল উত্তেজনাবোধ

সেই উত্তেজনাটা প্রশমিত করার জন্যে বললেন আণ্ডারউড, 'আমাদের কাজের কথা শুরু করার আগে আমেরিকার ব্যাপারে আমেরিকরে সামাজিক জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই নোয়। আমেরিকান মুভি পছন্দ করো তুমি ?'

'আমেরিকান মুভি ?' প্রসঙ্গটা এতোই অভাবনীয় ছিলো যে না হেসে থাকতে পারলেন না নোয়, 'তোমার প্রশ্নটা সত্যিই খুব গুরুতর ?'

'নিশ্চয়ই! আমাদের জীবনে আমেরিকান মুভি আর বই ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িয়ে আছে। তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই।'

তাঁর মনোভাব উপলব্ধি করে নোয় তাঁর মন রাখতে কিনা কে জানে! নাকি নিজের মনের তাগিদেই স্বীকার করলেন, 'আমেরিকান মুভি আমি খুব ভালবাসি ম্যাট। তুমি বলো, আমি শুনবো।'

এরপর তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে আমেরিকার বিভিন্ন মুভি নিয়ে সরস আলোচনা করল। এরই ফাঁকে এ ওর হাতে স্কচের গ্লাস তুলে দেন। সুরার নেশায় ভুলে যান সময়ের কথা। হঠাৎ আণ্ডারউডের খেয়াল হলো নোয়-এর সঙ্গে সাড়ে চার ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিয়েছেন অথচ মনে হচ্ছে যেন মাত্র দশ মিনিট।

নোয়-এর হাতে ড্রিঙ্ক তুলে নিয়ে তাঁর মনে হলো, তাঁর কাছে ঋণী হয়ে গেছেন তিনি। ল্যামপাং থেকে নোয় ছুটে এসেছেন একটা বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে সে ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে। অথচ সেই আলোচনা এখনো শুরুই করা যায়নি।

'দ্যাখো নোয়, তুমি যে কারণে এখানে এসেছো, সে কথা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।' ম্যাট বলেন, 'আসলে কি জানো নোয়, তোমার মতো আকর্ষনীয়া নারীর সংস্পর্শে এলে সব পুরুষদেরই এমন ভুল হয়ে থাকে। সে যাকগে, আমরা যা আশা করে বসে আছি, তুমি কি সেই ব্যাপারে আলোচনা করতে চাও ?'

মাথা নাড়লেন। তিনি তবে খুব একটা খুশির মনোভাব নিয়ে নয়।

'অবশ্যই। দুপুরটা প্রায় চলে গেছে। আগামীকাল ল্যামপাং-এ আমার ফিরে যাওয়ার কথা। আমার এই ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে।'

মাথা নাড়লেন আণ্ডারউড। 'এসো, তাড়াতাড়ি কাজের কথাটা সেরে নেওয়া যাক। তারপর আমরা আবার আরো সুখকর আলোচনায় ফিরে যাবো। আমি নিশ্চিত মরিসন আমাকে যেমন যেমন বলেছে, মারসপও নিশ্চয়ই তোমাকে সেই ভাবে বুঝিয়েছে। তুমি আর আমি এমন একটা লেনদেনের চুক্তি করবো যাতে করে আমাদের দেশকে আমরা প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট করতে পারি।'

'হ্যাঁ, লেনদেন নিয়ে কথা বলতে চাই—'

'আমি কিছু দেবো যা তুমি চাও,' বললেন আণ্ডারউড, 'আর পরিবর্তে তুমি আমাকে কিছু দেবে যা আমার প্রয়োজন। তা তুমি কি চাও নোয়?'

'মহৎ উদ্দেশে মোটা টাকার ধার। আমাদের দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্যে আমেরিকান অর্থ আমার খুব দরকার।'

'বেশ তো, আমি তোমাকে ধার দেওয়ার জন্যে পরিকল্পনা করে রেখেছি। এখন বলো, তোমার ঋণের অঙ্কটা কতো?'

'আমি শুনেছি, মোটা টাকার ঋণ তুমি দিতে পারো, তবে আপাততঃ আমার কুড়ি কোটি ডলারের প্রয়োজন।'

আণ্ডারউড তাঁর অবাক হওয়া ভাবটা গোপন করতে পারলেন না। 'তুমি অবশ্যই বেশ সহজ সরল করে বলতে পারো?'

'আমি রাজনীতিবিদ নই। তবে সৎ আমাকে হতেই হবে। এর বাইরে সব কিছুই অপচয়। আমার আকাঙ্ক্ষিত অঙ্কটা কি তোমার মনোনয়ন পেতে পারে?'

'অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' আণ্ডারউড জবাবে বলেন, 'আমাকেও সৎ হতে দাও। আমার পরামর্শদাতারা বলেছে তোমাকে সাড়ে বারো কোটি ঋণ দেওয়ার কথা বলতে, তারপর দর কষাকষি করার পর পনেরো কোটি ডলারে চুক্তি করতে। নোয়, এই টাকাটা দিয়ে চালিয়ে নিতে পারবে না?'

'আমার আশঙ্কা পারবো না ম্যাট।'

'ঠিক আছে,' বললেন তিনি। অর্ধেক স্কচ পান করে সরিয়ে রাখলেন পেয়ালাটা, 'তোমার পাওনার কথা তাহলে এখানেই শেষ হোক? আমরা দুজনেই সততার পরিচয় দেবো এর পর থেকে।'

সাধারণতঃ ধারদেনার ব্যাপারে কথা বাড়াতে কিংবা দরদস্তুর করতে চান না তিনি। এ ব্যাপারে তিনি নিজেকে জড়াতে চান না সম্ভব হলে এড়িয়ে যান। কিন্তু নোয় এ ব্যাপারে একরকম নিজের থেকেই আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, তাঁর কথা শুনতে গিয়ে তিনি বেশ বুঝতে পারেন. একজন নামী ও উল্লেখযোগ্য মহিলার সঙ্গে লেনদেন করতে যাচ্ছেন। নোয়-এর সঙ্গে মিশতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন, এতো আনন্দ এর আগে আর কখনো পাননি তিনি। বোধহয় সেই দুর্বলতাবশতই শেষ পর্যন্ত নোয়-এর দাবীর অঙ্কটা মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন শুধু নয়, বরং খুশি হয়ে একটু বুঝি বা বাড়িয়েও দিলেন। পাওনার অতিরিক্ত পাওয়ার আবেগে কৃতজ্ঞতা জানাতে আণ্ডারউডের হাতটা স্পর্শ করার জন্যে নোয় তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

'এখন তুমি তোমার দাবীর কথা জানাও আমাকে,' আণ্ডারউডের হাতের ওপর হাত রেখে বললেন নোয়।

'আমাদের দাবী হলো ল্যামপাং-এ একটা বিমান ঘাঁটি তৈরী করতে দিতে হবে।'

'আমি তা জানি ম্যাট। কিন্তু আমাকে বিস্তারিত জানাতে হবে।'

অতঃপর সাবধানে নোয়-এর কাছে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলেন আণ্ডারউড। স্টেট সেক্রেটারী মরিসন এবং ডিফেন্স সেক্রেটারী ক্যানন তাঁকে যে ভাবে বুঝিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই তিনি নোয়কে জানিয়ে দিলেন।

খুব মন দিয়ে তাঁর কথা শুনলেন নোয়। তাঁর দাবী বুঝতে পারলেন এবং যথা সময়ে তিনি তাঁর পাল্টা প্রস্তাবের কথাও বললেন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডালেন, বুঝিয়ে দিলেন আণ্ডারউডের দাবী কেন বেশী বলে মনে হবে তাঁর দেশের কাছে। নোয় এর যুক্তিটা এতোই বাস্তব যে খণ্ডাতে পারলেন না তিনি।

তবে আমেরিকার প্রয়োজনের কথাটাও বলে গেলেন তিনি বারবার।
আধঘণ্টা পরে একটা আপোষে পৌঁছলেন তাঁরা।

'তুমি খুশি তো?' জিজ্ঞেস করলেন নোয়।

'এতে তুমি যদি খুশি হও তাহলে আমিও খুশি।'

এবার চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন নোয় কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন আণ্ডারউড।

'আচ্ছা নোয়, তুমি কি সত্যিই কাল ল্যামপাং-এ ফিরে যাচ্ছ?'

'সেটা আমার পরিকল্পনা ছিলো, তবে খুব একটা জরুরী নয়।'

একটু ইতস্ততঃ করে আণ্ডরউড বলেন, অন্য একটা ব্যাপারে তোমাকে আমার প্রয়োজন। আরো একটা দিন তুমি এখানে থেকে যাও নোয়। এ আমার একান্ত অনুরোধ।'

আণ্ডারউডের চোখে স্থির দৃষ্টি ফেললেন নোয়। 'কিন্তু কেন ম্যাট? আমরা তো আমাদের বৈদিশিক নীতি নির্দ্ধারণ করে ফেলেছি।'

'কেবল আমাদের বৈদেশিক নীতির কাজ সারলেই হলো?' ম্যাট বললেন 'আমি এখনো আমার ব্যক্তিগত কাজ কিন্তু শেষ করিনি।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠলো নোয় এর। 'এর অর্থ কি?'

'তোমার সঙ্গে কাটানো এই সুন্দর সময়টার ইতি আমি টানতে চাই না। আমি তোমাকে ওয়াশিংটনে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে তোমাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবো। তারপর মধ্যাহ্ন-ভোজ করবো দুজনে মুখোমুখি বসে আর সেখানে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলবো।'

'তা সেই ব্যক্তিগত ব্যাপার কি শুনি?' মুখ টিপে হাসেন নোয়।

'তোমাকে আমি আরো বেশি করে জানতে চাই.' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'আর আমি তোমাকে আমার কথা বলবো আরো বেশি করে। দেশের প্রধান হিসেবে নয়, মানুষ অতি সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা তারপর পরস্পরের কাছে পরিচিত হতে চাই।'

'তোমার কথাগুলো বড্ড স্পর্শকাতর। তোমার এই আবেগ ভরা

কথাগুলো শুনতে গিয়ে আমার ঠিক থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।'

তাহলে থাক—'

'না থাকবে কেন?' তেমনি মুখ টিপে হেসে নোয় বলেন, 'কাল তোমার ঠাসা কর্মসূচী আছে না?'

'হ্যাঁ,' 'দাঁত বার করে হাসলেন আণ্ডারউড, তোমার সঙ্গে প্রায় সারাটা দিন কাটানোই হবে আবার কালকের কর্মসূচী। সকাল সাড়ে-এগারোটায় আমি তোমাকে ব্লেয়ার হাউস থেকে তুলে নেবো। তারপর বিকেল পর্যন্ত নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা। পরশু সকালে ল্যামপাং এ ফিরে যেতে পারবে তুমি। প্রোগ্রামটা তোমার কেমন লাগল? দেখো, তুমি যেন আবার ভেটো দিয়ে বসো না।'

হাসলেন নোয়। 'কে বললে আমি ভেটো প্রয়োগ করতে যাবো? তোমার প্রস্তাব মঞ্জুর করলাম।' চলে যেতে গিয়ে নোয় আবার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। 'তাহলে কাল সকালে আমি তোমার জন্যে প্রতিক্ষা করবো।'

নোয় চলে যাওয়ার পর আণ্ডারউড দেখলেন অফিসে ফিরে যাওয়ার সময় এখনো রয়েছে, ডেস্কে যদি কোন জরুরী কাজ থাকে, তাহলে সেগুলো সম্পন্ন করা যেতে পারে, নিজের মনে ভাবলেন তিনি।

অফিসের পথে যেতে গিয়ে একটা অদ্ভুত আমেজে তাঁর সারা মন ভরে উঠলো। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে আজকের মতো এতো নিবিড় ভাবে অন্য কোন নারীসঙ্গ লাভ তিনি করেননি, আর সেই নারী সঙ্গ এতো মধুর বলেও মনে হয়নি এর আগে কখনো। তবে নোয় এর সৌন্দর্যই বড় কথা নয়। তাঁর স্ত্রী আছে, এবং বলাবাহুল্য নোয়-এর মনোমুগ্ধকর মিষ্টি ব্যবহার সর্বোপরি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, নোয় অনন্যা কারোর তুলনা হয় না তাঁর সঙ্গে। এমন এক অসাধারণ বিদূষী মহিলাকে কাছে পেলে কাল তাঁর দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ওভাল অফিসে প্রবেশ করে চীফ অফ স্টাফ ও স্টেট সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাতে হলো না। ব্লেক ও মরিসন দুজনেই হাজির ছিলো সেখানে।

আণ্ডারউড তাঁর ডেস্কের ওপর কাগজগুলো ওল্টাতে গিয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন, 'কাজটা সেরে ফেলেছি।'

'ওঁকে কি দিলেন ম্যাট ?' ষ্টেট সেক্রেটারী জানতে চাইল।

'ল্যামপাং-এর অনেক সমস্যা।' আণ্ডারউডের কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব ছিলো।

সারা বিশ্বেই নানান সমস্যা,' বললো মরিসন, 'কতোতে রফা করলেন ? পনেরো কোটি ডলারে উঠতে হয়েছে ?'

'না, তাতে ওঁর দেশের কিংবা আমাদের কারোরি কোন উপকার হবে না,' বললেন আণ্ডারউড, 'ওঁকে পঁচিশ কোটি ডলার ঋণ দিতে রাজী হয়েছি আমি। তার অর্ধেক এখুনি দিতে হবে।'

'অতো টাকা কোন বড় দেশের জন্যে বিবেচনা করতাম আমরা। ল্যামপাং-এর মতো ছোট্টদ্বীপের জন্যে নয়। তাছাড়া এ টাকাটা আপনি জেনারেল নাকরনকে দিলে বুঝতাম তবু একটা কাজের কাজ হয়েছে,' 'প্রতিবাদ করে উঠলো মরিসন, 'সে অন্তত আমাদের লোক বলেই বলছি।'

'গণতন্ত্রে আগ্রহ নেই তার। এমন কি সাধারণ মানুষের কথা চিন্তাও করে না সে। সে যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে কমিউনিষ্টদের মুছে ফেলতে গিয়ে সেখানে অনেক রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলতে পারে। সেটা কাম্য নয় আমাদের দেশের।'

'কিন্তু সে রয়েছে আমাদের দিকে,' মরিসন যুক্তি দিয়ে বলে, 'আমাদের মতো সেও একজন ডিক্টেটর। কিন্তু নোয় সাঙ অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর ওপর নির্ভর করা যায় না।'

নাছোরবান্দা আণ্ডারউড বলেন, 'আমার বিচারে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। টাকা হাতে পেলে ল্যামপাং-এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। আর আমরা কেবল গণতন্ত্রী দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে চাই।'

হঠাৎ তাদের আলোচনায় বাধা দিলো ব্লেক, 'ম্যাট—'

তার দিকে ফিরলেন আণ্ডারউড, 'হ্যাঁ বলো, বলো, তুমি কি বলতে চাও ?'

ইতস্ততঃ করে ব্লেক। যেন সে তার প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক শুনতে চায় না। 'ঠিক আছে, জানলাম, আপনি তাঁকে কি দিয়েছেন, কিন্তু ম্যাট আপনি কি পেলেন ?'

'একটা বিমানঘাঁটি যা আমরা চেয়েছিলাম।'

'যা আমরা চেয়েছিলাম!' সন্দেহজনক ভাবে তাকালো ব্লেক, 'যে পরিমাণ যায়গা আমরা চেয়েছিলাম, আপনি কি ঠিক সেটাই বোঝাতে চাইছেন ?'

অন্যমনস্ক ভাবে কলমের আঁচর কাটতে কাটতে আণ্ডারউড বলেন, 'ঠিক ততোটা নয় ; প্রায় সেই রকম—'

ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে মরিসন, 'প্রায় বলতে একলাখ তিরিশ হাজার একর জমি পেয়েছেন তো ?'

'একটা বিমানঘাঁটির জন্যে আমরা নব্বই হাজার একর জমিতে রাজী হয়ে গেছি।'

'সে তো বংশীবাদকের আড্ডাখানা কিংবা বাঘ সিংহের শাবকদের থাকার জন্যে,' কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বললো মরিসন, 'এ' স্বল্প পরিমাণ জমি আমাদের বিমানঘাঁটির জন্যে নয়।'

'ওতেই আমাদের চালিয়ে নিতে হবে,' উঠে দাঁড়ালেন আণ্ডারউড। 'ওপরতলায় গিয়ে এ্যালিসের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলা ভাল। আজকের বিকেলের জন্যে ও হয়তো খুব রেগে আছে আমার ওপর।'

দরজার কাছে পৌঁছতেই ব্লেকের ডাকে ফিরে তাকালেন তিনি। 'ম্যাট, লস ভেগাসে বড় লড়াই যে আপনি হারলেন।'

'একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

'আপনার লোকই জয়ী হয়েছে।

'ভাল, ভাল', খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না তিনি

আণ্ডারউড চলে যাওয়ার আগে থমকে দাঁড়ালেন। মরিসন হঠাৎ তার এই পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হলো।

'কিছু বলবেন ?' জিজ্ঞেস করল চীফ অফ স্টাফ।

'কালকের কর্মসূচী কি ?'

'জানেন তো,' বললো ব্লেক, 'সেনেটরদের স্ত্রীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হচ্ছেন। তারপর একটা প্রেস কনফারেন্স। সন্ধ্যায় গভর্নর আর তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে আপনার নৈশভোজ।'

'চমৎকার,' বললেন আণ্ডারউড, 'সন্ধ্যায় কর্মসূচী যেমন আছে তেমনি থাকবে। তবে দুপুরের কর্মসূচী বাতিল করে দাও প্রেস কনফারেন্স ছাড়া। মানে তুমি আর এ্যালিস সেনেটরদের স্ত্রীদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করবে, পারবে না?'

'কেন, দুপুর পর্যন্ত আপনি কি করবেন,' জিজ্ঞেস করলো ব্লেক।

'নোয় সাঙকে একদিন বেশী থাকার জন্যে কোন রকমে রাজী করিয়েছি। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এখানকার দর্শণীয় স্থান সেগুলো ঘুরে দেখাবো। দুপুরে কোন রেস্তোরায় মধ্যাহ্নভোজ।' একটু থেমে তিনি আরো বলেন, 'বিমান ঘাঁটির ব্যাপারে আরো কিছু আলোচনা করবো ওঁর সঙ্গে।' এর পরেই ওভাল অফিস ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার মরিসন ও ব্লেক উভয়ে তাকালো এ ওর দিকে। 'এ সব কি হচ্ছে,' মরিসন বলে উঠলো, 'একটা ছোট অখ্যাত দ্বীপ কি যেন নাম, হ্যাঁ ল্যামপাং—সেখানকার একজন মহিলা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে নির্ধারিত দু'ঘণ্টা সময়ের যায়গায় পাঁচ পাঁচটা ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন আমাদের ব্যস্ত প্রেসিডেণ্ট? তারপর আরো আছে! প্রেসিডেণ্ট নোয় সাঙকে ঋণ দেওয়ার একটা অঙ্ক ঠিক করেছিলাম, আর উনি তার থেকে অনেক বেশী ঋণ দেওয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন। পরিবর্তে আমাদের বিমান-ঘাঁটি তৈরীর জন্যে আমাদের প্রয়োজনীয় জমির থেকে অনেক কমেতে রাজী হয়ে গেলেন তিনি। এখন কাল আবার আর একটা দিন নষ্ট হবে সেই মহিলাটির সঙ্গে। প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডের হয়েছে কি বল তো?'

'খুব সহজ' বললো ব্লেক, 'স্রেফ একটি নামের মোহে—'

'একটি নাম?'

'হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের যদি বুড়ো বয়সে ভিমরতি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের প্রেসিডেণ্টেরই বা হবে না কেন? তিনও তো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ?'

চার

পরদিন সকালে প্রেসিডেন্ট ম্যাট আণ্ডারউডের মুখের ওপর একটা দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠতে দেখা গেলো। আজ বিকেল পর্যন্ত সমস্ত সময় তিনি ব্যয় করবেন নোয় সাঙ-এর জন্যে।

কিন্তু হোয়াইট হাউস হলো কাঁচের বয়ামের মতো, সবার দৃষ্টি পড়ে আছে সেখানে, সেখান থেকে বেরিয়ে সেখানেই কেউ যাক না কেন, কারোর বা করোর দৃষ্টি ঠিক পড়বেই তার ওপর। তাই আণ্ডারউড মনে মনে একটা মতলব এঁটে একের পর এক মিথ্যে দলিল বুনে চললেন। প্রথমেই পল ব্লেককে ডেকে নির্দ্দেশ দিলেন তিনি ফার্স্ট লেডীকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে দুপুরে ন্যাশনাল প্রেস এজেন্সির সঙ্গে একটা জরুরী মিটিং-এ ব্যস্ত থাকলেন, সেনেট লেডীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিতে না পারার জন্যে তিনি যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, সে কথাটা যেন জানিয়ে দেওয়া হয় ফার্ষ্ট লেডীকে। তিনি আশা করেন এ্যালিস এবং ব্লেক মানিয়ে নিতে পারবে তাঁর পরিবর্তে। তারপর তিনি হুকুম করলেন, হোয়াইট হাউস থেকে তাঁর সেই অন্তর্ধানের খবর যেন প্রকাশ করে ব্লেক। এরপর তিনি মিথ্যে ভাষণ দিলেন তাঁর প্রেস সেক্রেটারী জ্যাক বার্টলেটকে। একটা বিশেষ কাজে দুপুরে তিনি ব্যস্ত থাকছেন বলে প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিতে পারছেন না। জ্যাক যেন এ ব্যাপারে প্রেস রিপোর্টাদের সঙ্গে মোকাবিলা করে নেয়। তবে বিকেলে তিনি মিলিত হচ্ছেন প্রেস কনফারেন্সে।

প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন সিক্রেট সার্ভিসের ডাইরেক্টার ফ্র্যাঙ্ক লুকাসকেও মিথ্যে অজুহাত দেখাবেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর মত বদল করলেন এই ভেবে, নিজের জীবন বিপন্ন হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু নোয় সাঙ-এর জীবনের ঝুঁকি তিনি নিতে পারেন না।

লুকাসকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সত্য কথাই বললেন তাকে। নিজের জন্যে নয়, তবে ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্যে তিনি ভেবে দেখলেন, লুকাসকে জানানো তাঁর একান্ত কর্তব্য।

'আপনি ঠিকই করেছেন' চওড়া নাকওয়ালা প্রাক্তন পুলিশ ক্যাপ্টেন

লুকাস বলে, 'এর পরের সব দায়িত্ব আমার।'

'তবে আমি চাই আমাদের নিরাপত্তার বহরটা যেন ছোট মাপের হয়।'

'অসম্ভব,' প্রতিবাদ করে উঠলো লুকাস, 'এর আগে দশজন প্রেসিডেণ্ট হয় খুন কিংবা আহত হয়েছেন। আর আপনার প্রাণনাশেরও হুমকি আছে। ইতিমধ্যে আমাদের আটজন এজেণ্ট প্রাণ হারিয়েছেন। তাই আমি কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাই না। ফুল ফোর্স'ই যাবে আপনার সঙ্গে। বারোজন সিকিউরিটি গার্ড থাকবে।'

'তাহলে তো আমি সবার নজরে পড়ে যাবো।' আণ্ডারউড উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, 'ওটা কেটে-ছেঁটে ছ'জন করা যায় না?'

'সেটা নির্ভর করছে আপনার ভ্রমণের স্থানগুলোর ওপর।' লুকাস তার কর্তব্যের ফাঁকেও প্রেসিডেণ্টকে খুশি করার জন্যে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ভ্রমনের সময় আর গন্তব্যস্থলগুলো কি কি জানতে পারি?'

'ঠিক সোয়া এগারোটার আগে ব্লেয়ার হাউস পর্যন্ত চালক থাকবে আমার গাড়িতে, সেখান থেকে দর্শনীয় যায়গাগুলো দেখার জন্যে আমি নিজেই গাড়ি চালাতে চাই। তারপর জর্জটাউনের কোন এক অখ্যাত রেস্তোরায় দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সারবো মাদাম নোয় সাও আর আমি। যেখানে আমাদের দুজনের জন্যে একটা বুথ রিজার্ভ করবো। মনে হয় কেউ আমাকে চিনতে পারবে না সেখানে।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল লুকাস। জর্জটাউনে এমন কোন রেস্তোরা নেই, যেখানে কেউ আপনাকে চেনে না। তবে একটা কাজ করতে পারি, দুপুরে বন্ধ থাকে এমন একটা রেস্তোরায় খোঁজ করে দেখতে পারি!'

'তা কি সম্ভব?'

'ঠিক মতো যোগাযোগ করতে পারলে সবই সম্ভব।' লুকাস বলে, 'জর্জটাউনে ১৭৭৬ ক্লাবে একটা ব্যবস্থা করতে পারি আপনাদের দুজনের জন্যে। এমনিতেই ঐ রেস্তোরায় ভিড় কম। তারপর বিশেষ ব্যবস্থায় সেখানে দুপুরে আপনাদের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করলে কোন কাকপক্ষিও বোধহয় টের পাবে না।'

'তাহলে তাই করবো।' সময় একটা। তিন ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হবে আমার। হয়তো একটু বেশী হয়ে যাবে—'

'ঠিক আছে, তাই হবে, বুঝলেন?' লুকাস বলে, 'লিমোসিন গাড়িতে একজন এজেন্টকে পাঠাতে চাই আপনার সঙ্গে। আর দুটো গাড়ি ও এজেন্টদের সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে আপনার গাড়িটা অনুসরণ করে যাবো। রাজী তো?'

'হ্যাঁ, তার জন্যে আমি চিন্তিত নই। গাড়ির জানলায় কালো কাঁচ লাগানো থাকছে যখন অনায়াসে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারবো।'

'কিন্তু বাদামীরঙের পাথর ঘেরা সেই রেস্তোরাঁর জানলায় কোন কালো কাঁচ লাগানো নেই।'

'তবু আমি সুযোগ নেবো ফ্র্যাঙ্ক। দেখো, সেই রেস্তোরাঁর গায়ে যেন একটা প্ল্যাকার্ড ঝোলানো থাকে, যাতে লেখা থাকবে, মেরামতি কাজের জন্যে রেস্তোরা বন্ধ।'

'বেশ তো তাই করবো, আপনি তার জন্যে কোন চিন্তা করবেন না।'

'আর একটা কথা ফ্রাঙ্ক, তুমি চীফ অফ ষ্টাফ আর ষ্টেট সেক্রেটারী ছাড়া অন্য আর কেউ আমার এই সাক্ষাৎকারের কথা জানে না। ওরা কেউই মুখ খুলবে না। প্রেসের লোকেরাও জানে না, এমন কি আমার স্ত্রীও জানে না। কেবল তুমি কিংবা তোমার লোকেদের কাছ থেকে খবরটা প্রকাশ হওয়ার সম্ভবনা থাকতে পারে।'

'তা হবে না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।' প্রতিশ্রুতি দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো লুকাস, 'তাহলে ঠিক এগারোটা পনেরোর দেখা করছি আপনার সঙ্গে।'

নির্দ্দিষ্ট সময়ে লিমোসিন গাড়ি নিয়ে হোয়াইট হাউসে এসে হাজির হলো! পিছনের প্রবেশ পথ দিয়ে সবার অজ্ঞাতসারে হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট। আজ তাঁর পরণে সব থেকে ভাল পোষাক। গ্রীষ্ম উপযোগী ধূসর রঙের সুট, গাঢ় ধূসর রঙের শার্ট, শাদা পলকা কাটা লাল টাই।

ব্লেয়ার হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন নোয় সাঙ। আণ্ডারউডের চোখে, মাদাম নোয় সাঙ যেন এক স্বপ্ন, আজও। পরণে একটা নীল চ্যানেল সোয়েটার, সিফন স্কার্টের ওপর কারুকার্য-করা নক্সা। আণ্ডারউডের একটা হাত নিজের উষ্ণ হাতের মধ্যে আবদ্ধ করলেন তিনি।

গাড়ির আসনে বসে কোথায় কোথায় আজ যাবেন, ব্যাখ্যা করে বললেন নোয়কে, যেমনটি একটু আগে বলেছিলেন আণ্ডারউড তাঁর গাড়ির চালককে। প্রতিটি দর্শনীয় যায়গায় থামতেই সংক্ষেপে বর্ণনা দিতে থাকলেন নোয়কে তিনি। তাঁর বর্ণণাগুলো দূরদর্শনের ভাষ্যকারের কায়দায় বলার মতোন শোনাচ্ছিল।

ভ্রমণের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে নোয় ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁর দিকে। একটু আগে তিনি তাঁর নিজের দেশের কয়েজন প্রাক্তন শ্রদ্ধাশীল নেতাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিল, যা পছন্দ হয়নি নোয়-এর। নোয় এবার তাঁর প্রতিবাদ জানতে গিয়ে একটা কঠিন মন্তব্য করে বসলো। 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, তুমি সত্যিই অশ্রদ্ধার পাত্র।'

'মিঃ প্রেসিডেন্ট কখনো অশ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না,' নোয়-এর খোঁচাটা কোন রকমে হজম করে নিয়ে তিনি আরো বলেন, 'কেবল ম্যাট আণ্ডারউড।' নোয়-এর হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেন আণ্ডারউড, 'আজকের দিনটা তুমি খরচ করছো ম্যাট আণ্ডারউডের সঙ্গে, বুঝলে?'

ওদিকে লিমোসিনের গতি শ্লথ হয়ে আসে। '১৭৭৬ ক্লাব,' চালক স্মরণ করিয়ে দেয়।

এগিয়ে এলেন আণ্ডারউড সিক্রেট সার্ভিসের লোকদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই ইশারায় তাদের উইস করলেন তিনি। তারপর নোয়-এর দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'এখন দীর্ঘ ও অখণ্ড অবসরের মধ্যাহ্নভোজ। অশ্রদ্ধার নয়, তবে অবশ্যই ব্যক্তিগত।'

'ম্যাট, কেন তুমি এটা করছো বলো তো?'

'কারণ ঋণ কিংবা বিমানঘাঁটির ক...া না তুলে কোন কথা না বলে আমি তোমাকে ভাল করে জানতে চাই বলে।'

'আমাকে ভাল করে জানতে চাও? কিন্তু কেন?'

নোয়কে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করতে গিয়ে আণ্ডারউড বললেন, 'কারণ এখানে একান্ত নিভৃতে আমি তোমাকে আরো বেশী করে দেখতে চাই। তোমার কোন আপত্তি আছে নোয়?'

গাড়ি থেকে আণ্ডারউডের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নোয় বললেন, 'তোমার এই তোষামুদি ভাব দেখে আমি খুশি, খুব খুশি।' বন্ধ এবং অন্ধকারাচ্ছান্ন রেস্তোরঁার দিকে নোয়কে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন ম্যাট আণ্ডারউড।

প্রবেশ পথে সিকিউরিটি সার্ভিসেস-এর প্রধান অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্যে। ফাঁকা রেস্তোরায় একেবারে ভেতরের দিকে তাঁদের নিয়ে গিয়ে বসালো সে। পাশাপাশি তুজনে বসে আণ্ডারউড বললেন, 'মারসপের কাছ থেকে আমি জেনে নিয়েছি, বাড়িতে সাধারণতঃ কি খাও তুমি। বলেছে যে, তুমি নাকি মাছ পছন্দ করো।'

'আমরা দ্বীপের মানুষ, স্বভাবতই মাছই আমাদের প্রধান খাদ্য।'

'হ্যাঁ, তোমার পছন্দ মতোই এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আণ্ডারউড জানতে চাইলেন, 'আমরা ড্রিঙ্ক দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়?'

স্কচ আর সোডা চমৎকার হবে।'

ওয়েটারের দিকে তাকালেন আণ্ডারউড। 'তুটো স্কচ আর সোডা—'

ওয়েটার চলে গেলে নোয়-এর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হলো আণ্ডারউড ওপর। 'একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে ম্যাট। গতকাল আমাদের বিদায় নেওয়ার পর তুমি কি ফিরে তোমার অফিসে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বৈকি।'

'ওরা কি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিল?'

'হ্যাঁ আমার চীফ অফ স্টাফ আর ষ্টেট সেক্রেটারী তুজনেই ছিলো সেখানে।'

'আমার সঙ্গে কি রফা হলো নিশ্চয় জানতে চাইল ওঁরা?'

দাঁত বের করে হাসলেন আণ্ডারউড। নোয়-এর চোখে চোখ রেখে বললেন তিনি; 'আমি ওদের সব কথা খুলে বলেছি।'

'বড় মাপের বিমান ঘাঁটির জন্যে ছোট মাপের জমি এই তো। তা ওদের প্রতিক্রিয়া কি রকম?'

'যেমন আশা করা যায়। গোঁসা করল খুব, সেই সঙ্গে আমার ওপর দোষারোপ…'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন নোয়। 'আমি দুঃখিত।' একটু ইতস্ততঃ করে তিনি আবার বলেন, 'তুমি যদি ফিরে আবার আলোচনা করো এ ব্যাপারে, আমরা রাজী।'

মাথা নাড়লেন আণ্ডারউড। 'সে তোমার দয়া। তবে আমি যখন কথা দিয়েছি, 'ঠিক রাখবো।'

'এটাই আমেরিকানদের বৈশিষ্ট্য তাই না ম্যাট', কৃতজ্ঞতা জানালেন নোয়, 'আমি তোমার এই বদান্যতার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।'

'কিছু মনে করো না,' বাধা দিয়ে বলেন আণ্ডারউড. 'এরপর থেকে আমাদের দেশের কথা আর নয়। এখন নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলা যাক। তোমার স্বামীর মৃত্যুর পর তুমি খুব একা হয়ে গেছো। না?'

'না, খুব বেশী একা বলে মনে হয় না আমার,' মৃদু হেসে বলে নোয়, 'আমার ছ'বছরের ছেলে ডেন স্কুলে পড়ে, সে তো আপনি জানেন। আর আছে আমার ছোট বোন থিডা, অবিবাহিতা, আর আমার থেকে অনেক বেশী স্মার্ট সে। আমার অভিভাবকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বাবা মা থাকেন গ্রামে, ভিসাকার বাইরে। বাবার থেকে মা'র সঙ্গেই আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা। বাবা গ্রামের মালিক। আমার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের প্রধান কারণ আমার স্বামীর ইচ্ছা মতো গরীবদের হাতে এস্টেটের জমি তুলে দিচ্ছি বলে। যদিও তিনি জানেন আমি কমিউনিস্ট নই, তবু তাঁর ধারনা, আমি নাকি প্রচণ্ড ভাবে বাম-ঘেষা. এ ব্যাপারে আমি নাকি অনেক দূর এগিয়ে গেছি। আমি তাঁকে বলেছি, এই ভাবে ভূমির সমবণ্টন করতে পারলে জনগণের মন থেকে কমিউনিস্টদের প্রভাব মুছে ফেলতে পারবো,

প্রমাণ করে দিতে চাই। তোমাদের আমেরিকার মতো ল্যামপাংকে আমি স্বাধীন ও নিরাপদ রাখতে চাই।'

তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলেও আণ্ডারউড বলেন,'কিন্তু নোয়, তুমি হচ্ছো প্রেসিডেন্ট। শেষ পর্যন্ত তোমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগ তোমার পক্ষেই থাকা উচিত নয় কি ?'

'তার প্রয়োজন নেই,' একটু থেমে তিনি বলেন, 'ম্যাট, তোমার ক্ষেত্রেও কি সব কিছু ঠিক ঠিক ঘটে থাকে ?'

'আমি তাই মনে করি, কিন্তু একেবারে নিশ্চিতও হতে পারি না।'

'আমার কথা তো শুনলে,' নোয় জিজ্ঞেস করে, 'তা তোমার সব থেকে ঘনিষ্ট কে বা কারা ম্যাট ?'

'আমার স্ত্রী আছে, সে তো তুমি জান আর আছে এক যুবতী কন্যা।'

'তোমার স্ত্রীর সম্পর্কে দু'চারটে কথা বলো।'

বেশী কিছু বলার নেই। আমাদের দেশে সব থেকে বেশী সুন্দরী বলে বিবেচিত সে--মিস আমেরিকা—'

'সেই তো আমি জানি।' ওঁর ব্যাপারে অন্য কিছু কথা আমি শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে। শুনেছি, তোমার স্ত্রী নাকি খুন উচ্চভিলাষী, উনি নাকি আবার ফার্স্ট লেডী হতে চান ? এ কথা কি সত্য ?'

'হ্যাঁ, এ্যালিস চায় আমি আবার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হই।'

'তা তুমি কি চাও ?'

'না, খুব একটা ইচ্ছে নেই। আমার যা করার তাই করেছি। দারিদ্র, বেকার সমস্যা, অপরাধ, এ সবের বিরুদ্ধে লড়োছ প্রথম দফায়। আরো অনেক কিছু করার ছিলো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, আমাদের বৈদিশিক নীতি তেমন কিছুই করতে পারিনি। জানি, 'প্রথম দফায় এক সঙ্গে এতোগুলো কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। অনেক বিরোধিতা আসে।' তারপর তিনি আরো বলেন. 'টেলিভিসনের যথেষ্ট কাজ করেছি, আমার অনুমান হোয়াইট হাউসেও আমার কাজ তো যথেষ্ট হলো। আর নয়। তাছাড়া সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয়ের মন রেখে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া আর ভাল

লাগে না। আর কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্মচারীদের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে মন যুগিয়ে, তাদের সন্তুষ্ট করে প্রতিদিনের কাজ চালানও সম্ভব নয়। এতে অসুবিধে বোধ করো না তুমি?'

'অসম্ভব।' প্রত্যুত্তরে বললেন নোয়, 'নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে আমি তো জনসাধারণের জীবন থেকে অবসর নিয়ে নেবো। দ্বিতীয়বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাবো না।'

'জেনারেল নাকরণ থাকা সত্বেও?'

মাথা নাড়লেন নোয়। 'কেবল তাকে কেন আমি জানি আমার নীতি চিরদিন ধরে রাখতে পারবো না। একদিন না একদিন আগে কিংবা পরে হোক, কেউ না কেউ আমার কাজ ঠিক বুঝে নিতে এগিয়ে আসবে। আর তার নীতি আমার মনঃপুতঃ না হলেও আমার করার কিছু থাকবে না এও জানি।

'হ্যাঁ আমিও তোমার সঙ্গে একমত। আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অবসর নিতে চাই, সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আর আমার সেই অবসর মুহূর্ত ভরিয়ে তুলবো বই পড়ে, গলফ খেলে, বাইরে বেরিয়ে, আর আরো অনেক কাজের মধ্যে মানুষের নন-নিউক্লিয়ার পীস প্ল্যানের ব্যাপারে নিজেকে আরো বেশী করে নিয়োজিত করবো। এই ভাবেই অবসরের পর নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাই। তারপর ভাববো আমার মেয়ের ভাল মন্দের কথা।'

'কিন্তু ম্যাট, তোমার স্ত্রীর কথা তো উল্লেখ করলেনা, তার জন্যে কি চিন্তা করছো তুমি?'

'আমার স্ত্রীকে আমি বেশ ভাল করেই জানি। একবার হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে এলে, দারুণ অখুশি হবে সে। নিজেকে পাদপ্রদীপের নিচে রাখার জন্যে সে ত্রুটি করবে না ও। সম্ভবত টেলিভিসনের কাজে ফিরে যাবে ও। চার বছরের পরেও হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়। কিন্তু আমার তাতে একেবারেই সায় নেই। তবে অবসর নেওয়ার পড়ে আমার কাজ যদিও গঠনমূলক ও স্বদেশভিত্তিক হবে, তবে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নয়। তার অনেক ঝামেলা। প্রতিদিন বিদেশী নেতার সঙ্গে মিলিত হও-

প্রোটোকলের বেড়া—'

হাসলেন নোয়। তবু আজ আমরা এখানে এসে মিলিত হয়েছি একান্ত গোপনে ও নিভৃতে। তুমি আমাকে পুরো দুটো দিন সময় দিয়েছ।'

চোখ না খুলেই জবাব দিলেন, 'তুমি আমার কাছে অন্য রকম, অনন্যা।'

'কি রকম?' তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে নোয় বললেন, 'নাকি তুমি আমাকে বিদেশী নেতৃ বলে মনেই করো না।'

নোয়-এর চোখে চোখ রাখলেন আণ্ডারউড। 'ও হ্যাঁ, তুমি যে এক দেশের নেত্রী ঠিক আছে, তাতে কোন সন্দেহও নেই। যে ভাবে তুমি তোমার দেশের জন্যে ঋণ ও আমাদের জন্যে তোমার দেশে বিমান ঘাঁটি তৈরীর ব্যাপারে দর কষাকষি করলে, তাতে আমি মুগ্ধ। তোমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেও এতটুকু বিরক্ত লাগেনি আমার। তোমার সঙ্গে যেমন অন্তরঙ্গ ভাবে 'কথা বলেছি এ দু'দিন, এ্যালিসের সঙ্গেও বলিনি বোধহয়। ও ওর নিজের ব্যাপারে নিজের দেহের ব্যাপারে এতো বেশী মাথা ঘামায় যা এক এক সময় আমার খুব বিরক্ত লাগে। কিন্তু তুমি ওর থেকে একেবারে আলাদা। তাই তোমাকে আমার এতো ভাল লেগে গেছে। তুমি অনন্যা। তাছাড়া তোমার সান্নিধ্য, তোমার উষ্ণ স্পর্শ আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

'কিন্তু সেটা তো আমার ভালও তো হতে পারে,' বললেন নোয়।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন তিনি। 'কিন্তু তুমি যা সত্য, তার উল্টো কিছু করার ভান তুমি করতে পারো না না। তোমার সম্পর্কে আমার সহজাত ধারণাটা আমি বিশ্বাস করি।'

প্রসঙ্গ বদল করে নোয় জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার চারপাশে যারা থাকে তাদের সম্পর্কে তোমার সহজাত ধারণা কি রকম জানতে পারি! মানে কাকে তুমি বিশ্বাস করো, আর কাকেই বা সন্দেহ করো, এই আর কি।'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রসঙ্গই যখন তুললে, তাহলে প্রথমেই ধরা যাক আমার চীফ স্টাফ পল ব্রেকের কথা। এব্যাপারে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমি পলের ওপর নির্ভর করি। তার ভাল সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে,

চমৎকার লোক সে। আর তাকে বিশ্বাস করার কথা যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে খোলাখুলিই বলবো, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি না। আমার স্ত্রীর ব্যাপারে লম্পট সে। এ্যালিসের প্রতি তার নোংরা নজর যখন পড়ে আমি তাকে লক্ষ্য করে থাকি। ওর ভারি নিতম্ব আর সুডৌল পাদুটোর দিক থেকে সে যেন তার নজর কিছুতেই ফেরাতে পারেনা। অবশ্যই সে তার নিজের স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বটে, তবে এ্যালিসের ব্যাপারে পাগল সে। এ্যালিসের একটু কৃপা দৃষ্টি কিংবা উষ্ণ স্পর্শ পেলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করে থাকে সে। তাই এ ধরণের লোককে আমি কি করে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি বলো?'

'আর অন্যেরা?'

'সাধারণত আর সবাই বিশ্বাসযোগ্য বলেই আমার ধারণা।'

ফ্রুট স্যালাড পরিবেশন করে যায় ওয়েটার ঠিক সময়। ঘড়ির দিকে সময় দেখে আণ্ডারউড ভাবেন মনে মনে, এই সময় সেনেটরের স্ত্রীরা নিশ্চয়ই চা পান করে থাকবে। এ্যালিস ও ব্লেক নিশ্চয়ই তাদের আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত আছে। আমার অনুপস্থিতিতে এ্যালিস একটু ক্ষুন্ন হলেও ব্লেকের সান্নিধ্য তাকে আরো বেশী আনন্দ ও সুখ দেবে নিশ্চয়ই।

এরপর তাঁর খেয়াল হলো বিকেলে প্রেস কনফারেন্সের কথা। তারপর একটু বিশ্রামের পর গভর্নর ও তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে নৈশভোজ। প্রেস কনফারেন্সের সময়টা সংক্ষিপ্ত করতে হবে, কারণ শেষ পর্যায়ে নোয়-এর সঙ্গ তিনি বেশী করে পেতে চান।

পৌনে চারটে নাগাদ আণ্ডারউড এবং নোয় ফিরে এলেন ব্লেয়ার হাউসে। আণ্ডারউডের কাছে নোয়কে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোটাই সব থেকে জরুরী কাজ বলে মনে হলো এখন। গাড়ির চালককে অপেক্ষা করতে বলে তিনি নিজে পিছনের দরজা খুলল নোয়কে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলেন। নোয় এর হাতে হাত রেখে ব্লেয়ার হাউসের ভেতরে এগিয়ে গেলেন। দুজন সিক্রেট সার্ভিসের লোক গেট খুলে দেয়। তেমনি হাতে হাত রেখে আণ্ডারউড এবং নোয় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন। সেখানে দুজন সিক্রেট

সার্ভিসের লোক অপেক্ষা করছিল। পৌঁছানর বার্তা ঘোষণা করতেই ফিলিপিনো হাউসরা দরজা খুলে দিল। আণ্ডারউডের হাতে মৃদু চাপ দিলেন নোয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে আণ্ডারউড তাঁর চিবুকে চুমু খেতে গেলেন। পরিবর্তে নোয় তাঁর দিকে তুলে ধরলেন এবং তিনি তাঁর ঠোঁট জোড়া চেপে ধরলেন আণ্ডারউডের ঠোঁটের ওপর।

'সব কিছুর জন্যে ধন্যবাদ ম্যাট।' এক নিশ্বাসে বললেন তিনি. 'তুমি সুন্দর, তুমি চমৎকার, তার থেকেও বেশী কিছু তুমি আমার কাছে।'

'তুমি, তুমিও ঠিক তাই আমার কাছে,' ঢোক গিলে বললেন আণ্ডারউড, 'আশাকরি খুব শীগগীর আবার আমরা মিলিত হচ্ছি।'

'আমিও তাই মনে করি।' এই বলে এগিয়ে যান তিনি দরজার দিকে।

অপস্য়মান নোয়-এর দিকে তাকিয়ে এই প্রথম উপলব্ধি করলেন আণ্ডারউড এ্যালিসের মতোই নোয়-এর নিতম্ব সম্পূর্ণ গোলাকৃতি এবং সম্ভবতঃ অনেক বেশী নরম। দরজার সামনে একটু সময়ের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন নোয়। ফিরে যাওয়ার আগে আর একবার তাঁর সুন্দর যৌন আবেদনমূলক মুখখানি দেখলেন আণ্ডারউড। তাঁর মুখের ওপর কেবল বুদ্ধিদীপ্ত ছাপই ছিলো না, আরো কিছু ছিল, ভাবলেন আণ্ডারউড। রক্ত চঞ্চল করা সেই মুখ অপবাধীর মতো ভাবলেন তিনি, এবং তবুও তিনি খুশি।

ওভাল অফিসে ব্লেকের সঙ্গে মিনিট কুড়ি কাটালেন তিনি প্রেম কন-ফারেন্সের প্রস্তুতির জন্য। কি কি ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারেন, সে বিষয়েও আলোচনা হলো তাঁর। তারপর খোঁজ নিলেন তিনি 'এ্যালিসের সঙ্গে সেনেট মহিলাদের চায়ের আসরের খবর কি?'

'আপনি হাজির না থাকাতে প্রথমে তিনি খুব ঘাবড়ে যান, তবে পরে আপনার ইমারজেন্সি এজেন্সির মিটিং-এর বিষয়টাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন তিনি। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই, আজ রাতে গভর্নরের স্ত্রী ও তাঁদের অতিথিদের সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হচ্ছেন।'

'ধন্যবাদ পল। এখন বলো আমাদের কাজ কি এখানে?'

কার্ডগুলো পরীক্ষা শুরু করলো সে। 'খুব বেশী নয়।' বললো ব্লেক, 'আপনাকে ঘোষণা করতে হবে নতুন স্পেস শাটল এর ব্যাপারে আমেরিকার অগ্রগতির কথা, ইউনাইটেড ন্যাশনালে আপনার বক্তৃতার বিষয়সূচী, এবং ল্যামপাং-এর ব্যাপারে মাদাম নোয় সাঙ-এর সঙ্গে আপনার সফল সাক্ষাৎকার সেখানে বিমান ঘাঁটি স্থাপনের ব্যাপারটা কতদূর এগুলেন, মনে হয় সব বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে পল আমি প্রস্তুত। চলো এবার প্রেস কনফারেন্স রুমে যাওয়া যাক।' উঠে দাঁড়ালেন আণ্ডারউড।

পূব দিকের ঘরে তিনি প্রবেশ করা মাত্র সাংবাদিকরা সারিবদ্ধ ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিতে তাদের বসতে বললেন তিনি। তারপরেই প্রায় ডজন খানেক হাত উত্তোলিত হলো তাঁর উদ্দেশে। মিয়ামির হেরাল্ড-এর তরফে হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক-এর দিকে তাকালেন আণ্ডারউড। তৈরী হয়েই ছিলো সে ইঙ্গিত পেতেই সে তার প্রশ্ন শুরু করলো।

'মিঃ প্রেসিডেন্ট আমরা জানতে পেরেছি কেপ কেনেডি থেকে নতুন স্পেস শাটল খুব শীগগীর প্রস্তুত হতে যাচ্ছে। এর উন্নত মানের নিরাপত্তা আর ঠিক কবে নাগাদ এই শাটল কার্যকরী হতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে আপনি কি আমাদের কিছু বলবেন?'

সবিস্তারে স্পেস শাটল-এর কারিগরি বিষয়ের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করার পর আণ্ডারউড ঘোষণা করলেন আগামীকাল থেকে ঠিক চার মাস পরে স্পেস শাটল আকাশে উৎক্ষেপিত হবে।

এরপর সাংবাদিকদের আরো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আণ্ডারউড আশা করলেন ল্যামপাং এর সঙ্গে তাঁর চুক্তির বিষয়ে প্রশ্ন তুলবে কেউ। কিন্তু তা হলো না, এমন কি পরবর্তী প্রশ্নের পরেও নয়। দেশের আর্থিক অবস্থা, রাজস্বর সংশোধনী বিল বেকার সমস্যা এবং সিভিল ডিফেন্স এর নতুন পরিকল্পনা এ সবের ওপর প্রশ্নোত্তরের পর অবশেষে নিউ ইয়র্ক টাইমস্' এর হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা প্রশ্ন করলো ল্যামপাং-এর ব্যাপারে।

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, ল্যামপাং এর প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙ এর সঙ্গে

মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হন আপনি, তাঁর সঙ্গে আপনার চুক্তির ফলাফল কি হলো বলবেন ?'

বেশ ভালভাবেই প্রস্তুত ছিলেন আণ্ডারউড।

'আপনারা জানেন।' বলতে শুরু করলেন আণ্ডারউড, 'আমেরিকার বৃহত্তর স্বার্থে ল্যামপাং-এর এই দ্বীপটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানকার প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙ আমাদের দেশের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে খুবই আগ্রহী। তবে এই দেশটি বর্তমানে আর্থিক সংকটেব মুখে, তাছাড়া পাশ্ববর্তী কমিউনিস্ট দেশগুলো থেকে প্রচণ্ড চাপ আসছে, ল্যামপাং-এর মানুষদের কমিউনিস্ট প্রভাবে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চলছে ভীষণ ভাবে তাই ল্যামপাং-এর স্বাধীনতা যাতে বিপন্ন না হয়, যাতে তারা তাদের আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে, মাদাম সাঙকে আমি জানিয়েছি আমেরিকা যাতে তাঁদের পঁচিশ কোটি ডলার সাহায্য দেয়, তার যথা সাধ্য চেষ্টা আমি করবো।'

পর্বত প্রমাণ ঋণের অঙ্কটার কথা শুনে প্রেস রুমে মৃদু গুঞ্জন উঠলো। এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। যাইহোক, সেই গুঞ্জন থামতেই তাঁর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেলো ঃ

'—এবং তাঁদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং আমাদের সঙ্গে জোট বাঁধতে ল্যামপাং আমেরিকাকে তাদের দেশে একটা বিমান ঘাঁটি তৈরী করার জন্যে নব্বই একর জমি দিতে রাজী হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে এটাই হতে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান ঘাঁটি।'

'বিমানের ওঠা নামার মূল জায়গা কতটা লম্বা হবে জানতে পারি ?'

খেয়াল করার চেষ্টা করেন আণ্ডারউড। তারপর এ ব্যাপারে তিনি যা শুনেছিলেন তা মনে পড়তেই বলে উঠলেন, 'আমার বিশ্বাস আট হাজার ফুট তো হবেই।'

'কিন্তু এফ—৪, এফ—৫ এবং টি—৩৩ বিমানগুলো ওঠা নামা করার পক্ষে এই জায়গাটা একটু ছোট হয়ে যাবে না ?'

আবার তিনি ভাবতে বসলেন। নিশ্চিত হতে পারলেন না। 'আমি

ঠিক জানি না। প্রয়োজনীয় জায়গার মাপটা এখনো ঠিক হয়নি। যাইহোক যথা সময়ে এয়ারফোর্স-এর সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করবো। একান্তই যদি জায়গাটা কম হয়, তখন স্টেট সেক্রেটারী আর আমি আবার প্রেসিডেণ্ট নোয় সাও এর সঙ্গে আলোচনা করবো পুন'বিবেচনা করার জন্যে।'

এরপর আরো অনেক সাংবাদিক হাত তুললো তাদের প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্যে। তাদের মধ্যে একজন হলো দ্য ন্যাশানাল টেলিভিসন নেটওয়ার্কের হাই হাসকিন। ইতিমধ্যে মোটামুটি অন্য সব সংস্থার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু দ্য ন্যাশানাল টেলি-ভিসন নেটওয়ার্কের কোন সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখোমুখি হননি তিনি এখনো পর্যন্ত। তবে হাই হাসকিনকে এড়াতে চান তিনি, কারণ তিনি বেশ ভাল করেই জানেন, তাঁর কঠিন কঠিন প্রশ্নের মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তিনি আবার এ কথাও ভাবলেন। এখানে তাঁর পছন্দ অপছন্দ বলতে কিছু থাকার কথা নয়। কারণ তাঁর অপছন্দের কথা জানতে পারলে সাংবাদিকরা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে যা সামলানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এমন কোন অসাধ্য কাজ নেই যে সাংবাদিকরা করতে পারে। পারলে তারা তাঁকে প্রেসিডেণ্টের গদি থেকে টেনে নামিয়েও দিতে পারে। তাই ইঙ্গিতে তিনি তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

উঠে দাঁড়ায় হাসকিন। মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আজ আপনি সেনেট মহিলাদের সঙ্গে আপনার মিটিং বাতিল করে দেন ন্যাশানাল স্পেস এজেন্সির সঙ্গে একটা জরুরী মিটিং-এর কারণ দেখিয়ে। এখন একটা জরুরী ব্যাপারে দারুণ কৌতুহলী হয়ে উঠি আমি। আমি তখন সেই এজেন্সিতে ফোন করি। যে ফোন ধরেছিল, আমার প্রশ্ন শুনে সে তো অবাক। সে বলে, স্পেস এজেন্সির সঙ্গে কোন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আদৌ ছিলো না আজ। আমি তখন ধরে নিলাম ; অন্য কোন ব্যাপারে ব্যস্ত থাকছেন আপনি।'

কথাটা শোনা মাত্র আণ্ডারউডের বুক কেঁপে উঠলো। এই বুঝি আসল সঙ্কট শুরু হলো। তাঁকে নিরুত্তর দেখে হাসকিন নিজের থেকেই আবার

বলতে শুরু করলেন: জানতে চান আমার পরবর্তী কৌতূহলের কথা? পরিচালক ফ্রাঙ্ক লুকাস আর তার সিক্রেট সার্ভিসের লোকেদের ওপর নজর রেখেছিলাম। দেখলাম আজ সকালে একটু বেলার দিকে হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে গেলেন আপনি। ব্লেয়ার হাউস থেকে আপনার লিমোসিন গাড়িটা অনুসরণ করলাম আমার গাড়িতে চড়ে, যেখান থেকে আপনি ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙকে তুলে নেন আপনার গাড়িতে। ওয়াশিং-টনের দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখান তাঁকে আপনি। তারপর দুপুরে জর্জটাউনের এক অখ্যাত রেস্তোরাঁ 'দ্য ১৭৭৬ ক্লাবে' ঢোকেন মধ্যাহ্নভোজ সারতে। আর সেই মধ্যাহ্নভোজ চলে প্রায় দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে। এ সব আমি লক্ষ্য করি সেই রেস্তোরাঁর ঠিক উল্টোদিকের রাস্তায় আমার গাড়িটা পার্ক করে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি গোপনে তাঁকে দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখাতে গেলেন, আর কেনই বা আপনাদের সেই নৈশভোজ সারতে এতো বেশী সময় লাগল? দ্বিতীয় দিন তাঁকে দেখার জন্য কেন এতো সময় নিলেন, বিশেষ করে এব্যাপারে কাউকে জানালেন না কেনই বা?'

আণ্ডারউডের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে হাসকিন।

কয়েক মুহূর্ত স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন আণ্ডারউড। নোংরা বেজন্মাটা তাঁকে ঠিক দেখতে পেয়েছে, এবং অনুসরণ করছে তাঁকে। মনে মনে খিস্তি করলেন আণ্ডারউড।

তাকে মিথ্যে অজুহাত দেখানোর প্রলোভন সামলাতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টের একটা সতর্কবানীর কথা মনে পড়ে গেলো তাঁর। তুমি তোমার প্রেস সেক্রেটারী কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে মিথ্যে বলে পার পেয়ে যেতে পারো অনায়াসে, কিন্তু নিজে বললে তুমি কখনোই তুমি সফল হবে না। প্রেস ঠিক মত ব্যাপারটা খুঁজে বার করবে এবং ধ্বংস করে ফেলবে তোমাকে।

তাই আণ্ডারউড ঠিক করলেন, মিথ্যে ভাষণ দেবেন না। সত্য কথা বললে হয়তো হাসকিন সদয় হতে পারে তাঁর ওপর।

মিঃ, হাসকিন, আপনার এই অতিউৎসাহের প্রশংসা করতে হয়, জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বললেন আণ্ডরউড, 'অস্বীকার করবো না, ব্যাপারটা আমি সবার কাছে গোপন রেখেছিলাম। তার একটা কারণও ছিলো, আমাদের আঁতাত এবং পরিকল্পিত বিমানঘাঁটি স্থাপনের ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট নোয় সাঙ-এর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে নিভৃতে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম বলেই তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতি আমি চাইনি।'

'তা না হয় মানলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা করার আগে তাই বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে?'

'এ তো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা.' ধীরে ধীরে আণ্ডারউড তাঁর যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করলেন, 'যদিও প্রেসিডেণ্ট নোয় সাঙ অনেক দিন আগে আমেরিকায় থেকে গেছেন, তবে তিনি আমাদের দেশের রাজধানীর ব্যাপার খুব বেশী জানতেন না। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের ধাঁচে ল্যামপাংকে তিনি ঢেলে সাজাতে চান বলেই ভেবে দেখলাম, আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করার জন্যে আমেরিকা সম্পর্কে তাঁকে আরো বেশী করে ওয়াকিবহাল করার প্রয়োজন আছে।' এখানে একটু থেকে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন 'আমাদের স্বল্প সময়ের ভ্রমণে সেটা করতে সক্ষম হয়েছি আমি। দেখলাম দেশ সম্পর্কে তিনি খুব উচ্ছ্বসিত এবং প্রভাবিত।' আবার একটু থেমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'আর আমাদের মধ্যাহ্নভোজের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি জানতে পারি?'

'তাই বলে তিন ঘণ্টা সময় লাগলো?'

'আরো এক ঘণ্টা সময় আমরা অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারতাম.' সহজ ভঙ্গিমায় কৈফিয়ত দিলেন আণ্ডারউড, কিন্তু আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের কথা মনে রেখেই তা করিনি। আসলে আমি তাঁর সঙ্গে আরো একটা বাড়তি দিন কাটাতে চেয়েছিলাম ল্যামপাংকে আমাদের ঋণ দেওয়া এবং বিনিময়ে তাদের দেশে আমাদের একটা বিমান ঘাঁটি তৈরীর বিষয়ে আমাদের চুক্তির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে। আমরা যে তাঁকে মোটা টাকার ঋণ দেবো, একই সঙ্গে সেখানে বিমানঘাঁটি তৈরীর জমি পাওয়ার

জন্যে তিনি আমাদের ঠিক কি ধরণের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, সেটা জানারই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো আমার এই গোপন সাক্ষাৎকারের।'

এই সময় ব্লেক ত াঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ত াঁকে মনে করিয়ে দেয়, ইউনাইটেড প্রেসের একজন মহিলা সাংবাদিক দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে ত াঁর কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে। আণ্ডারউড ত াঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এবার সেই মহিলার দিকে ফেরালেন।

তার আগেই সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। "ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট', এই বলে প্রেস রুম থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

তিন তলায় ফার্স্ট লেডীর ড্রেসিং রুমে এ্যালিসকে দেখতে পেলেন তিনি। টেলিভিসনের সামনে বসে সে দিনের সান্ধ্য সংবাদ শুনছিলেন প্রেসিডেন্টকে হাই হাসকিনের তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ প্রশ্নে জর্জরিত করা এবং আণ্ডারউডের জোড়াতালি উত্তরগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছিলেনতিনি।

আণ্ডারউডকে ঘরে ঢুকতে দেখা মাত্র উঠে দাঁড়ালেন এ্যাসিল। টেলিভিসন সেটের স্যুইচ নিভিয়ে দিয়ে আণ্ডারউডের মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছিল তখন।

'এখানে তোমার আসার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি' ক্রুদ্ধস্বরে বললেন তিনি।

নীরব রইলেন আণ্ডারউড।

এ্যালিসই বলতে শুরু করলেন, মিথ্যে বলেছ তুমি! আজ তুমি যে ভাবে আমাকে গাড্ডায় ফেলেছিলে ভাবতে ঘৃণা হয় আমার। দক্ষিণ সাগরের একটা সস্তা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ফোন ঘুরিয়ে দেখার প্রবৃত্তি কি করে হলো তোমার, ভাবতে আশ্চর্য লাগছে আমার। আমেরিকার মতো এক মহান দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তোমার এই সব জঘন্য কাজকর্ম শোভা পায় না। তাছাড়া আমি তোমাকে বলে রাখছি, হাওয়াই দ্বীপের একজন নর্তকী, কিংবা যাইহোক না কেন সে তোমার স্ত্রীর থেকে তার সঙ্গ তোমার বড় হলো? আর তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে

আমাকে এতোগুলো মিথ্যে কথা বলতে হলো তোমাকে? আমি তোমার সত্য ভাষণ শুনতে চাই আমেরিকার সম্মানিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে, আমার সৎ স্বামী হিসাবে। মিথ্যে ভাষণ তোমার বন্ধ না করা পর্যন্ত আর তোমার হুঁশ ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো না আর।'

পাঁচ

ল্যামপাং-এর রাজধানী ভিসাকায় চ্যামাডিয়ান প্যালেসে ছোট সোনালী অডিটোরিয়ামে তারা সবাই স্থিতু হয়ে বসেছিল। প্রায় কুড়িজন সাংবাদিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা আমেরিকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙ-এর প্রথম প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিল। প্রথম সারিতে বসেছিল ভিসাকা জার্নাল, ল্যামপাং নিউজ, রেড ব্যানার এবং কমিউনিস্টদের সংবাদপত্র যা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিলো—কিন্তু প্রেসিডেন্ট প্রেম সাঙ-নিহত হওয়ার আগে চালু করে যান, এই সব সংবাদপত্রগুলোর সাংবাদিকরা বসেছিল। পিছনের সারিতে বিক্ষিপ্তভাবে বসেছিল থাইল্যাণ্ড ফিলিপাইন তাইওয়ান এবং জাপানের সাংবাদিকরা। এদের মধ্যে 'রেড ব্যানার' সংবাদপত্র কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং চায়নাতেও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট ম্যাট আণ্ডারউডের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙ-এর সাক্ষাৎকারের খবর ল্যামপাং-এ সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছলেও সাংবাদিকরা তাদের নিজেদের কানে শুনতে চায় নোয়-এর কাছ থেকে।

নোয় সাঙ-এর আগে মরিসন একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে যায় সাংবাদিকদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্যে। একটু পরে নোয় সাঙ মঞ্চে এসে হাজির হতেই মারসপ তাঁর পিছনে সরে যায়।

নোয় সাঙকে দেখতে ছোটখাটো হলেও তাঁর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা শ্রোতাদের আকর্ষণ করার মতো বটে। তিনি যখন কথা বলতে শুরু করেন ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর এবং জড়তাবিহীন।

'আপনারা সবাই নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন, প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডের সঙ্গে দু'বার আমি মিলিত হয়েছি ; প্রথমবার হোয়াইট হাউসে, আর দ্বিতীয়বার ওয়াশিংটনের শহরতলী জর্জটাউনের এক অখ্যাত রেস্তোরাঁয় ব্যক্তিগত মধ্যাহ্নভোজে। দুটি স্বাধীন দেশের প্রধানদের সাক্ষাৎকারের সময় প্রত্যাশা মতো উভয়পক্ষ পরস্পরের কাছ থেকে কিছু চাইবে এবং বিনিময়ে কিছু দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকে, এটাই নিয়ম।' এখানে একটু থেমে নোয় সাঙ সমবেত সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন।

বর্তমানে ল্যামপাং-এর অর্থ নৈতিক সংকটের সময় সব থেকে উল্লেখ-যোগ্য প্রয়োজন যা আমি সেটা সম্ভবপর করে তুলতে সক্ষম হয়েছি ; বেশ মোটা টাকার ঋণ আমি সংগ্রহ করেছি যদিও জানতাম কাজটা ততটা সহজ নয়। আমেরিকা আমাদের ঋণ দিতে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলো, তবে আমাদের দাবী মতো নয়। কারণ আমরাই তাদের একমাত্র ঋণগ্রহীতা নই, অন্য আরো উন্নয়নশীল দেশ আছে আমাদের মতোন। তাদের যুক্তি অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তবে আমিও তাদের বোঝাই আমাদের আর্থিক সংকটের কথা, আমাদের দেশটাকে প্রগতিমুখী করার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজনের কথা। প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউড অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার সব কথা শোনেন। সব শুনে প্রথমে তিনি পনেরো কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবটা বাড়িয়ে পঁচিশ কোটিতে তোলেন। এ টাকা আমাদের দেওয়া হবে দুটি কিস্তিতে। আগামী দু'এক মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে।'

সারা অডিটোরিয়াম তাঁর প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠলো। খুশি হলেন নোয় সাঙ।

'এখন,' তিনি তাঁর বক্তব্যের জের টেনে আবার বলতে শুরু করলেন, 'দেখতে হবে, আমরা ল্যামপাং-এর মানুষ বিনিময়ে আমেরিকাকে কি দিতে পারি! আসলে অতি সামান্যই। ল্যামপাং-এ একটা বিমান ঘাঁটি তৈরীর ইচ্ছা আমেরিকার দীর্ঘদিনের আর এ ব্যাপারে আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে

সহযোগিতা করা। এই ইস্যুর কেবল একটাই বিচার্য বিষয় হলো, আমেরিকার ইচ্ছা মতো এই বিমান ঘাঁটির আয়তন কত বড় হবে। স্বভাবত তারা তাদের ফাইটার জেট ও কারগো বিমান ওঠা নামা করাব জন্যে যথেষ্ট বড় মাপের জায়গা দাবী করে প্রথমে আর আমরা তাদের ছোট মাপের জায়গা লীজ দেওয়ার প্রস্তাব করি, যাতে করে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন না হয়। এ ব্যাপারেও আমরা জয়ী হই। তারা তাদের বিমানঘাঁটি তৈরী করতে নব্বই একরের বেশী জমি নেবে না। এই সংরক্ষণের মধ্যে আমেরিকানদের সুযোগ সুবিধা সংরক্ষিত থাকবে নিরাপত্তার বেড়া দিয়ে ঘেরা দশ হাজার একর জমির মধ্যে। এই শহরে আড়াই হাজার বিল্ডিং তৈরী হবে যার বাসিন্দা হবে পঁয়তিরিশ হাজার; এব মধ্যে কুড়ি হাজার থাকবে ল্যামপাং-এর নাগরিক। এই বিশাল ঘাঁটি বাবদ আমাদের বছরে বাড়তি দশ কোটি ডলার আয় হবে মালপত্র যোগান ও ল্যামপাং নাগরিকদের বেতন বাবদ। এছাড়া আমেরিকার এয়ার ফোর্স-এর কাছ থেকে বিমান ঘাঁটির ভাড়া বাবদ পাওয়া যাবে আরো পনেরো কোটি ডলার। ল্যামপাং-এর সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে এই লীজের জন্যে খুব কমই খরচ হবে। অর্থাৎ খরচের থেকে আয়ই বেশী। এই আয়ের উপর পাওনা হলো যুদ্ধের অস্ত্র, যা আমাসের সৈন্যদের বাড়তি রসদ যোগাবে এবং যুদ্ধের সময় কাজে লাগবে।'

আর একবার দর্শকদের দিকে ফিরে তাকালেন নোয় সাঙ।

'আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রত্যাশার অতিরিক্ত পাওনা আমরা পেয়েছি এই আঁতাতের সঙ্গে, আর পেয়েছি গণতন্ত্র রক্ষার আশ্বাস, যা আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি এবং আমরা যার ভক্ত।'

একটু থেমে তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দেবো।'

রেড ব্যানারের লম্বা রোগাটে চেহারার সাংবাদিক সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, 'ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট—'

'হ্যাঁ বলুন।'

'প্রেসিডেন্ট ম্যাট আণ্ডারউডের সঙ্গে আপনার দু'বার সাক্ষাৎকারের কথা আপনি বলেছেন। আলোচনার সময় আপনার কি মনে হয়েছে, তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী ?'

'না একেবারেই নয়।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন তিনি, তিনি খুব সতর্ক। তার প্রতিটি কথা হয় ম্যাট আণ্ডারউড নিজে পড়বেন কিংবা দেখবেন, অথবা ব্রেক মরিসন দেখাবে তাঁকে। সৎ হও, যা সত্য তাই বলো, নিজের বিবেককে জাগিয়ে তুললেন তিনি। 'তাঁর সঙ্গে আমার খুব অল্প সময়ের আলাপ। তবু বলতে দ্বিধা নেই যে, অত্যন্ত ভাল লোক তিনি। এ কথা বলতে পারি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। বড় করে বলতে হলে তিনি হলেন সত্যিকারের গণতন্ত্রবাদী। গণতন্ত্রবাদী ও গণতন্ত্রকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ। অবশ্যই সোভিয়েট ইউনিয়নের চেয়ে অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তা সত্বেও প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড ব্যক্তিগত ভাবে কমউনিস্ট বিরোধী নন, আবার কমিউনিষ্ট প্রভাবিতও নয়। তিনি ভালবাসেন জনগণকে, ভালবাসেন তাদের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা। ভাল লোক তিনি। আমার মৃত স্বামী ছাড়া তাঁর মতো ভাল লোক এর আগে আর কখনো দেখিনি।'

ভিসাকা জার্নালের জাঁদরেল সাংবাদিক উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুললো, কিছু বলতে চায় সে। 'ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট—'

'হ্যাঁ, বলুন,' বললেন নোয় সাঙ।

'আপনার বিচার-বিবেচনার ওপর আস্থা রাখতে বলেছেন আপনি। আচ্ছা জেনারেল সামাক নাকরন আপনার ওপর আস্থা রাখে কি ?'

'আমি মনে করি, হয়তো রাখে সে। তবে একেবারে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। আমেরিকা থেকে ফেরার পর এখনো দেখা হয় নি তার সঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় তার বাসভবনে আমাকে স্বাগত জানানোর জন্যে নৈশভোজের আয়োজন সে করেছে, সেই সময় তার মতামত আরো বেশী করে জানতে পারবো বলে মনে করি।'

ভিসাকা জার্নালের প্রতিনিধি নোয় সাঙ-এর চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে বলে,

'হয়তো আমি আপনাকে কিছু খবর দিতে পারি, যা আজ সন্ধ্যায় আপনার সাহায্যে লাগতে পারে।'

'কি রকম ?'

'এই প্রেস কনফারেন্সের আগে আজ সকালে জেনারেল নাকরনের সঙ্গে প্রাতঃরাশ সারার সময় ইচ্ছা করেই প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকারের ফলাফল সম্পর্কে আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, তাঁর মতামত জানতে চাই। তাঁর কথা শুনে মনে হলো, এ ব্যাপারে আপনি যতোটা আশাবাদী, উনি ঠিক ততো নয়, ওঁর মধ্যে আস্থার অভাব আছে বলে মনে হলো।'

এটা তার একটা চালাকি, নোয় সাঙ জানেন, এবং সম্ভবতঃ এটা একটা ফাঁদ বলেও মনে হতে পারে। সেই সাংবাদিককে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন নোয় সাঙ। নাকরনের মতামতটা শুনতে চান তিনি। 'জেনারেল নাকরণ আপনাকে কি বলেছে, সেটা আমি শুনতে চাই।' মুখ কাচুমাচু করে বললেন তিনি। সাধারণ লোকের সামনে জেনারেল নাকরনের সঙ্গে তার মত বিরোধের কথা প্রকাশ করতে চান না বলেই তিনি তাকে পাশের ঘরে নিয়ে এসে বললেন, 'নিন, এবার শুরু করুন জেনারেল নাকরন কি বলেছে আপনাকে।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, জেনারেল নাকরনের বিশ্বাস, বিমান ঘাঁটি তৈরীর জন্যে আমেরিকার যে পরিমান জমি চেয়েছিলো তার থেকে কম দেওয়াটা ঠিক হয়নি,' ভিসাকা জার্নালের সাংবাদিক আবার বলতে শুরু করলো, 'তার মতে বড় মাপের বিমান ঘাঁটি তৈরীর জায়গা দেওয়া উচিৎ ছিলো আমেরিকাকে। সে কেবল ভবিষ্যতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্যেই নয়, আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্যেও এর প্রয়োজন ছিলো। আর ঋণের প্রসঙ্গে সে বলেছে, প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের কাছ থেকে আপনি যা আদায় করেছেন, তাতে সে খুবই সন্তুষ্ট। পাওনার অতিরিক্ত ঋণ আপনি আদায় করেছেন। এই ঋণের টাকা দিয়ে আমাদের সৈনিকদের হাতে অতি আধুনিক অস্ত্র তুলে দেওয়া যেতে পারে, যা দিয়ে আমাদের দেশের বিরোধী

কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করা যাবে।'

তার শেষ বক্তব্যে বাধা দিয়ে নোয় সাঙ বলে ওঠেন, 'কমিউনিস্টদের তাড়ানোর কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। এই ঋণের টাকা আমি খরচ করতে চাই আমাদের এয়ারফোর্স আধুনিকীকরণ করে, আমাদের বহিঃশত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে। তবে বেশীর ভাগ টাকা আমি ব্যয় করবো যুবকদের শিক্ষিত করে তোলার কাজে, দেশের স্বাস্থ্য দপ্তর উন্নত করার কাজে এবং বৃদ্ধদের স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্যে।'

'আমার মনে হয়, আপনার এসব কথা শুনলে জেনারেল নাকরণ বিস্মিত হবেন।'

'না, বিস্মিত হওয়া উচিৎ নয়?' বললেন নোয় সাঙ,' সে 'বেশ ভাল করেই জানে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে মন্ত্রী, পারতপক্ষে আমি নির্দ্দেশ দিয়েছি', বিশেষ করে ওপাস লুনাকুলের সঙ্গে, দেশের ঐক্য ও শান্তি আনার জন্যে।'

ভিসাকা জার্নালের সাংবাদিক মাথা নেড়ে বলে, 'সেরকম কিছু যে ঘটতে পারে বলে মনে করে না জেনারেল নাকরণ। তার বিশ্বাস, কমিউনিস্টদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চালালে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সমঝোতার ক্ষতি হতে পারে।'

দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন নোয় সাঙ, 'আমার বিশ্বাস এই আলোচনা সাফল্য এনে দিতে পারে, আর তার ফলাফলে সন্তুষ্ট হতে পারবেন প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড।'

'সে কথা আপনি বলতে পারবেন জেনারেল নাকরনকে?'

'আজ রাতেই,' উত্তরে বললেন নোয় সাঙ, 'ঠিক সেই কথাটাই আমি তাকে বলবো।' ঘরের চারদিকে চকিতে একবার তাকিয়ে তিনি আবার বলেন, 'আর কোন প্রশ্ন আছে?'

'ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট, ল্যামপাং-এ ফিরে আসার জন্যে স্বাগত জানাই আপনাকে,' নোয় সাঙ-এর উদ্দেশে বলে নাকরন, শুনেছি আমেরিকায় আপনার ভ্রমণ দারুণ সাফল্য এনে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের

সঙ্গে আলোচনায় আপনার নেওয়া পদক্ষেপের খবর মারসপ জানিয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু আমি জেনেছি, আমার পদক্ষেপ আপনি নাকি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি,' উত্তরে বললেন নোয় সাঙ।

চমকে উঠলো নাকরণ, 'ও কথা আপনি বলছেন কেন বলুন তো?'

'কারণ আমি জেনেছি, আমার রাজনৈতিক গতিবিধি সম্পর্কে এটাই আপনার ধারণা। আজ দুপুরে প্রেস কনফারেন্সে ভিসাকা জার্নালের প্রতিনিধির কাছ থেকে শুনলুম, আজ সকালে তার সঙ্গে প্রাতরাশের সময় আমার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন আপনি। বলেছেন আমেরিকাকে ল্যামপাং-এ তাঁদের বিমান-ঘাঁটি তৈরী করার জন্যে আরো বেশী জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ ছিলো।'

'এর মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আসলে বিমানঘাঁটির ব্যাপারে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।' জেনারেল নাকরন বলে, 'দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে কয়েক একর জমি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ-এ কোন খারাপ প্রভাব ফেলবে না। আমেরিকার কাছ থেকে ঋণ আপনি পেয়েছেন, তার ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের কাছ থেকে মোটা টাকার ঋণ আদায় করে নেওয়ার জন্যে অভিনন্দন জানাই আপনাকে। এটা আমার আশাতিরিক্ত ঋণ।'

'ধন্যবাদ জেনারেল।'

'এটা ছিলো আমার স্বপ্ন,' নাকরণ বলতে থাকে, 'এই টাকা দিয়ে আমরা আমাদের সেনাদের আধুনীকরণ করতে পাবো, তথাকথিত শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে প্রতিরক্ষা বিভাগে সাজাতে পারবো, বিশ্বে তারা শ্রেষ্ঠত্যের সম্মান পেতে পারবে, এবং টাকাটা ঠিক মতো খরচ করতে পারলে চাই কি আমরা অতি সহজে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবো।

'জেনারেল, আপনি বেশ ভাল করেই জানেন, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে এক মত নই। কমিউনিষ্ট নিধনের জন্যে এ টাকা আমরা

বরাদ্দ করতে পারি না। বরং এ টাকা আমরা ব্যয় করবো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং ল্যামপাং-এর মানুষদের মঙ্গলের জন্যে।'

'কিন্তু এ দিকে যে কমিউনিষ্টদের হুমকি—'

'না, কোন হুমকি আসবে না। খুব শীগগীর শান্তি চুক্তির জন্য লুনাকুলের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে মন্ত্রী মারসপ।'

'অসম্ভব!' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো নাকরন, 'এক মুহূর্তের জন্যেও তাদের বিশ্বাস করা যায় না। তাদের পক্ষে মারসপ অত্যন্ত নরম প্রকৃতির মানুষ···আমাকে ক্ষমা করবেন মন্ত্রীমশাই,' মারসপকে উদ্দেশ্য করে বলে সে, 'আপনি সৈনিক নন। আর এ ব্যাপারে আমার মতো কোন অভিজ্ঞতা নেই আপনার। লুনাকুল ও তার দলের লোকেরা শুধু বোঝে কার কতো শক্তি। তাই আমাদের প্রেসিডেন্ট যদি এর পরেও ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ওপর জোর দেন, তাহলে আমিও যাবো আপনার সঙ্গে। কমিউনিষ্টরা বেশ ভাল করেই জানে, তারা আমাকে সহজে বোকা বানাতে পারবে না!'

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন নোয় সাঙ। 'না জেনারেল, আমি তা কখনোই হতে দেবো না। লুনাকুল আপনার রেকর্ড ও ইচ্ছার কথা বেশ ভাল করেই জানে। আপনার উপস্থিতি তাকে আরো বিরোধী করে তুলবে। একমাত্র মারসপই উভয় পক্ষের সঙ্গে শান্তির আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবে সাফল্যের সঙ্গে।'

স্রাগ করে নাকরণ। 'বেশ তো আপনি যা ভাল বোঝেন···এদিকে ওরা ডিনার সাজাতে তৈরী হয়ে গেছে। কর্নেল স্যাভালিট, দেখবে ডিনারের আগে স্যাম্পেন যেন পরিবেশিত হয়।'

নাকরনের ইচ্ছা মতো ডিনারের আগে প্রতিটি টেবিলে স্যাম্পেন পরিবেশন করে যায় ওয়েটার।

'আমেরিকায় তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্যে ড্রিঙ্কের সঙ্গে টোষ্ট খাওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙকে।'

পরমুহূর্তেই হঠাৎ একটা হৈ-চৈ-এর আওয়াজ শুনতে পেয়ে

ফিরে তাকালেন। শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে শোনার জন্যে। আওয়াজটা থিডাকে কেন্দ্র করে। তাঁর বোনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল, কাশছিল সে।

'থিডা কি হলো তোমার?' নোয় সাঙ জানতে চাইলেন।

'আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছি। দাঁড়াতে পারছি না, শুয়ে পড়লেই ভাল হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লো নাকরন। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন সে থিডার টেবিলের সামনে ছুটে গিয়ে।

'আ-আমি জানি না,' ঢোক গিলে কোন রকমে বলে, 'আমি জ্ঞান হারাতে চলেছি'

তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো নাকরন, 'চলো, ওঁকে শয়নকক্ষে নিয়ে যাওয়া যাক। আর গৃহ চিকিৎসককে ডেকে পাঠাও এখুনি।' নোয় সাঙ-এর সাহায্যে থিডাকে দাঁড় করিয়ে ধীরে ধীরে নাকরন তার শয়নকক্ষে নিয়ে গেলো। ওদিকে কর্নেল স্যাভালিট তখন ফোনে মিলিটারি ডাক্তারকে বলছিল, 'জেনারেলের শয়নকক্ষে এখুনি চলে এসো। জরুরী তলব।'

ফোনটা রাখতেই জেনারেল নাকরন আবার চিৎকার করে বলে উঠলো, 'এ্যাম্বুলেন্সে খবর দাও! এখুনি ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে!'

দু'ঘণ্টা কুড়ি মিনিট পরে মারা গেলো থিডা। তার স্যাম্পেনে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়া নোয় সাঙকে সান্ত্বনা দিতে থাকে মারসপ। আর জেনারেল নাকরণ তাড়াতাড়ি থিডার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত শুরু করে দেয়। তদন্তের পর ঘোষণা করে সে, 'তদন্তের কাজে একেবারে গভীরে চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। রান্নাঘরের প্রতিটি কর্মচারীকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। অবশেষে একজন ষ্টুয়ার্ড, যে মদ পরিবেশন করেছিল, তাকে সনাক্ত করা গেছে। থিডার মদের গ্লাসে বিষ মেশানোর জন্যে সে-ই দায়ী। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সে। আপনাকে যে এভাবে শিক্ষা পেতে হলো তার জন্যে আমি ঘৃণা বোধ করি, কিন্তু যা দেখছি মনে হচ্ছে

কমিউনিষ্টরা আমাদের সবাইকে এমন কি নিরীহ লোকদেরও ঠিক এ ভাবেই হত্যা করবে।'

'কিন্তু থিডাকে কেন মারতে গেলো ওরা ? কি এমন ক্ষতি করেছিল সে কমিউনিস্টদের।'

'জানি না। তবে এটুকু জানি, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর আশা আর আপনি করবেন না যেন।'

'সে পরে ভেবে দেখা যাবে, নোয় সাঙ বললেন, 'তবে তার আগে এই খুনী কমিউনিষ্টের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই !'

অসহায় ভাবে হাত তুললেন জেনারেল নাকরণ। 'আমার আশঙ্ক খুব দেরী হয়ে গেছে। আগেই আমি হত্যাকারীকে খতম করে ফেলার হুকুমা করেছি। তার মরাই ভাল।'

হাসপাতাল থেকে মিলিটারি লিমোসিন গাড়ী করে তাদের প্যালেসে পাঠানোর ব্যবস্থা করল জেনারেল নাকরণ। গাড়ীটা চলতে শুরু করতেই পিছনের আসনে নোয় সাঙ-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় তাঁকে জিজ্ঞেস করল মারসপ, 'নোয়, কি ভাবছো তুমি ?'

'এ যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু। বিশ্বাস করা যায় না।'

শান্ত ভাবে বসেছিল মারসপ নোয়-এর হাতটা ধরে। অবশেষে তাঁর হাতটা ছেড়ে দিয়ে তার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলে তার চিন্তা ভাবনার কথাটা বলেই ফেলল, নোয়, 'এটা একটা দুর্ঘটনা।'

নোয় হতবাক। 'দুর্ঘটনা ? কিসের ?'

'থিডার মৃত্যুটা।'

'কি বলতে চাও তুমি ?'

'মনে আছে, আমাদের অভিভাবকদের সেই সাবেকী প্রথার কথা ? মদ পান করার সময় একে অপরে গ্লাস পরিবর্তন করে থাকে ? কিন্তু সে প্রথা আজ আর কেউ মেনে চলে না। বোধহয় এই কারণেই জেনারেল নাকরন আমার সঙ্গে নোয়কে দেখে একটু বিচলিত হয়েই ঘনঘন তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। বিশেষ করে তার নজর পড়েছিল আমার ওপর। আমি

বলতে চাইছি, তুমি ঠিক দেখেছো কিনা। আমি আর থিডা পরস্পরের মদের গ্লাস তুলে হাসতে হাসতে আমার গ্লাসটা থিডার মুখের সামনে তুলে ধরি। এবং অনুরূপ ভাবে থিডা তার গ্লাসটা আমার ঠোটের ওপর আলতো করে চেপে ধরে। তারপর আমরা পরস্পর পরস্পরের মদের গ্লাসে চুমুক দিই। তার স্যাম্পেন ছিলো চমৎকার, সেই স্যাম্পেন পান করলেও আমি আক্রান্ত হইনা। কিন্তু সে যখন আবার স্যাম্পেন পান করল, স্যাম্পেনের সঙ্গে বিষও পান করল সে এবং মারা গেলো।'

রাত্রির আঁধার সরে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখা গেলো নোয়্-এর মুখে। 'মনে তুমি বলতে চাইছো—'

'হ্যাঁ, বিষটা আমার উদ্দেশে ছিলো। আমিই লক্ষ্য ছিলাম, থিডা নয়। তাই বলছি, আমার স্যাম্পেন পান করেই দুর্ঘটনাটা ঘটে, মৃত্যু হয় তার। আমাকে সরানোর জন্যে।'

'হায় ঈশ্বর-'হতাশ সুরে নোয় বলেন, 'কিন্তু মারসপ, কেই বা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমি দর কষাকষি করি, কেউ হয়তো সেটা চায়নি। আর সেই কারণেই—তোমার কি মনে হয়?'

'সে কথা ভাবতে গিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠছি।'

'বেশ তো ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখো,' নরম গলায় বললো মারসপ, তারপর পিছনে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো প্যালেসে পৌছানোর জন্যে।

ওয়াশিংটনে ল্যামপাং-এর দূত মারফত দুঃসংবাদটা পৌছল ষ্টেট সেক্রেটারি এজরা মরিসনের কাছে। তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ম্যাট আণ্ডারউডের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে মরিসন।

ওদিকে ম্যাট এবং এ্যালিস নৈশভোজের আগে ড্রিঙ্ক করতে ব্যস্ত তখন। সামনে টেলিভিসনের পর্দায় খবর প্রচার হচ্ছিল। মরিসনের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে গিয়ে ইশারায় ম্যাট অনুরোধ করলেন এ্যালিসকে টেলিভিসনের

ভলিউমটা একটু কমিয়ে দেওয়ার জন্য।

ল্যামপাং থেকে একটা দুঃসংবাদ এসেছে। বললো মরিসন।

'কি, খারাপ খবর? নোয় সাঙ-এর কি কিছু।'

'না। ঠিক তা নয়। একটা ডিনার পার্টিতে তাঁর বোন থিডাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু ঘটে। নোয় এখনো আছে সেখানে।'

'ব্যাপারটা কি ভাবে গ্রহণ করলে নোয় সাঙ?

'আমার কোন ধারণা নেই। তবে আমার ধারণা, খুব ভাল নয়।'

'ঠিক আছে, আমি বরং নিজে খোঁজ নেবো। তুমি কিংবা ব্রেক ল্যামপাং-এ ফোন করে নোয় সাঙ-এর যোগাযোগ করে দাও আমাকে।'

'আমি পারবো।' মরিসন কথা দেয়, 'অপেক্ষা করুন। মিনিটা দু'একের মধ্যে লাইন দিচ্ছি আপনাকে।'

'কি ব্যাপার?' রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই ম্যাটকে জিজ্ঞেস করল এ্যালিস।'

'নোয় সাঙ-এর বোন থিডা সাঙ হঠাৎ মারা গেছে।'

'ও হ্যাঁ, যার সঙ্গে তোমার দীর্ঘ দু'দিন ধরে গোপন আলোচনা হয়েছে?'

এ্যালিসের খোঁচাটায় কোন পাত্তা না দিয়ে আণ্ডারউড বলেন, আপাতত দৃষ্টিতে এটা একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। থিডা ছিলো তার বোনের উত্তরাধিকারিনী। তাই এ ব্যাপারটার যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের।'

'তার মানে ভাইস প্রেসিডেণ্টের দোহাই দিয়ে নোয় এর সঙ্গে আর একবার ঘনিষ্ট হওয়ার জন্যে ল্যামপাং-এ পাড়ি দিতে চাইছ তুমি?'

'জানি না। তবে এক্ষেত্রে ট্রাফোর্ড উপযুক্ত প্রতিনিধি হবে বলে মনে হয় না।'

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলো। অনেক দূর থেকে হলেও নোয় সাঙ এর সুরেলো কণ্ঠস্বর চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না আণ্ডারউডের, 'ম্যাট, তুমি কথা বলছ তো?'

'ভয়ঙ্কর খবরটা পেলাম নোয়। এটা কি সম্ভব?'

'জানি। এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আমার সামনেই সেটা ঘটল।'

'কি ভাবে ঘটল, তুমি নিজের মুখে আমাকে খুলে বলো নোয়।'

সংক্ষেপে দুর্ঘটনার কথা বলা শেষ করে নোয় তাঁর মন্তব্য জুড়ে দেন, 'এটা একটা আন্তর্জাতিক বিষ প্রয়োগের দুর্ঘটনাও বলা যেতে পারে থিডা তার শিকার। আসলে মারসপকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিলো।' থিডা এবং মারসপের ড্রিঙ্কএর গ্লাস কি ভাবে বদল হয়, তার বর্ণণা পুনরাবৃত্তি করেন আণ্ডারউড।

'কে, কে খুন করতে পারে বলে তোমার সন্দেহ হয়?'

'কেউ হবে হয়তো। যে চায়না কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মারসপ আলোচনায় বসুক, এখন কেউ অনিচ্ছুক ব্যক্তিই হত্যাকারী।'

'আমরা জানি। এ ব্যাপারে জেনারেল নাকরনের কি রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে

'সে কিন্তু মদ পরিবেশনকারী একজন ষ্টুয়ার্ডকে দায়ী করেছে,' নোয় বলেন, 'নাকরনের ধারণা। এই লোকটা কমিউনিষ্ট, শান্তি আলোচনা সফল হোক, তা সে চায় না।'

'ষ্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে?'

'কেবল জেনারেল নাকরনই করেছে। সে যে খুনী, একরকম নিশ্চিত হয়েই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রানদণ্ড কার্যকরী করেছে।'

'সেটা কি ঠিক হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?'

'জানি না।' ভেঙ্গে পড়ার মতো করে নোয় বলেন, 'আমি কেবল বুঝি, থিডা চলে গেছে।' একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'ম্যাট, আমাদের পরিবারের ব্যাপারে আমি তোমাকে জড়াতে চাই না।'

প্রতিবাদ করে উঠলেন আণ্ডারউড।' 'এটা পারিবারিক ব্যাপারের থেকেও বেশি। থিডা ছিলো তোমার উত্তরাধিকারিনী। এই কারণেই এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এধরণের দুঃখজনক ঘটনায় আমরা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিংবা ব্লেক বা মরিসনকে পাঠিয়ে

থাকি। কিন্তু আমি নিজে মনে করি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তোমার কাছে আমার নিজের উপস্থিত থাকা উচিৎ।'

'এটা তোমার মহানুভবতার পরিচয়। একজন অপরিচিতার জন্যে এই দীর্ঘ পথ ভ্রমনের কষ্ট সহ্য করতে চাইছ তুমি।'

'আমি এমন একজনের জন্যে এটা করতে চাই যা আমি নিজেই জানি না।'

'বেশ তো, তুমি যদি জোর করো আমার বলার কিছু নেই। আমি তোমার প্রশংসা করি ম্যাট। তোমার সঙ্গ আমাকে বিশেষ ভাবে সান্তনা দেবে।'

'তাহলে আমার অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকো।'

ফোনটা নামিয়ে রাখতেই এ্যালিস কি যেন বলতে যায় কিন্তু তাকে কোন পাত্তা না দিয়ে আণ্ডারউড অপারেটারকে বলেন, পল ব্লেকের সঙ্গে তাঁর ফোনে যোগাযোগ করে দেওয়ার জন্যে।

পরমূহূর্তেই দুরভাষে ব্লেকেরই গলা ভেসে আসে। 'পল, ল্যামপাং-এর খবর শুনেছ তো?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'খুব ভাল কথা। একটা এয়ারফোর্সের বিমান প্রস্তুত করে রাখ। কাল সকাল নটায় আমি ল্যামপাংএর উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি থিডা সাং-এর অন্ত্যে-ষ্টিক্রিয়ার যোগ দেওয়ার জন্যে।'

'এটা কি ঠিক হবে ম্যাট? ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্র্যাফোর্ডকে পাঠালে কেমন হয়? আপনার এখানে কত কাজ? আপনি চলে গেলে আপনার আগামীকালের সব কর্মসূচী বাতিল করে দিতে হবে। তারপর আছে প্রেসের লোক।'

'বেশ তো আলাদা একটা প্লেনে প্রেসের লোকেরাও আমাদের সঙ্গে সেখানে যাবে।'

'তা আমি পারি না ম্যাট, 'প্রতিবাদ করে উঠল ব্লেক, 'সে এক এলাহি

ব্যাপার। শুধু প্রেস নয়, আপনার সঙ্গে আপনার চিকিৎসক, মিলিটারি অফিসার, সিকিউরিটি সার্ভিসের এজেন্টদের পাঠাতে হবে। আপনার ওপর সবার দৃষ্টি পড়বে।' একটু ইতস্ততঃ করে সে আবার বলে,এ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করতে পারেন না ?'

'না পল। তোমার যা করার তাই তুমি করো। কিন্তু আমি যাবোই।'

এই সময় এ্যালিস উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলো আণ্ডারউডের কাছে।

'আমি সব কথা শুনেছি। তুমি সেখানে যাওয়ার জন্যে পাগল।'

'আমি কথা দিয়েছি।'

'রাখ তোমার কথা! এটা তোমার পাগলামো। একজন চতুর নেটিভ মহিলার পিছনে ছুটছ তুমি, তোমাকে প্রভাবিত করতে চাইছে। ব্যাপারটা দেখতে ভয়ঙ্কর অশোভন।'

স্ত্রীর পানে তাকিয়ে আণ্ডারউড বলেন, 'বেশতো তুমিও আমার সঙ্গে চলোনা এ্যালিস। তুমিও তো আমন্ত্রিত।'

'অসম্ভব! যার সঙ্গে তোমার, আমাদের দেশের কোন সম্পর্ক নেই, এমন একটা সাধারণ ব্যাপারে আমি তোমার সামিল হবো? না, কখ্‌খনই নয়। তুমি বরং একাই যাও।'

হোয়াইট হাউসের প্রেসরুমে হাই হাসকিন প্রেস সেক্রেটারী বার্টলেটের ঘোষণার কথা শুনলো। তারপর ওয়াশিংটন থেকে বহু দূরে দ্য ন্যশানাল টেলিভিসন নেটওয়ার্কের প্রধান সম্পাদকীয় অফিসে যায়; হুইটল-এর ব্যক্তি-গত লাইনে ফোন করল হাসকিন।

'বস, আমি হাই হাস্কিন হোয়াইটহাউসের প্রেসরুম থেকে কথা বলছি। এই মাত্র ঘোষণা করা হলো প্রেসিডেণ্ট কাল সকালে ল্যামপাং-এ যাচ্ছেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার জন্যে।'

'টেলিগ্রামে খবরটা দেখেছি,' উত্তরে বললো হুইটল, 'নোয় সাঙ-এর বোনকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তুমি বলছ, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাচ্ছেন আণ্ডারউড। কিন্তু কেন?'

'জানি না। হয়তো ল্যামপাং-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্যে।

আবার হয়তো হু'দিনের সাক্ষাৎকারের পর নোয় সাণ্ড-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যেও হতে পারে।'

'এর কোন মানে হয় না।' হুইটল বলে, 'তা ভাই' তুমিও কি তাঁর প্লেনে সাথী হতে চাও?'

'তাই তো মনে হয়।'

'এটা কোন চমকপ্রদ কাহিনী নয়। শুধু শুধু সময়ের অপচয়।'

'হতে পারে এ এক অবান্তর ভ্রমণ। তবু আমি মনে করি, আমাকে যেতেই হবে। এ ব্যাপারে আমি আরো অনেক কিছু জানতে চাই।'

এক মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে হুইটল আবার বলে, 'প্রেসের পক্ষে এটা অবান্তর, এখানকার সব কাজ ফেলে রেখে নোয়-এর বোনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাওয়ার কোন সার্থকতা আছ বলে তো আমি মনে করতে পারছি না।'

'হয়তো তিনি নোয়-এর বোন বলেই শুধু সেখানে যাচ্ছেন না,' অবশেষে হাস্কিন বলেই ফেলল 'তার মনের গোপন কথাটা, 'হয়তো তিনি নোয়-এর জন্যেই যাচ্ছেন।'

'তার মানে কি হতে পারে?'

'আমি নিশ্চিত নই। প্রকৃত ঘটনা জেনে তোমাকে বলবো। আমার জন্যে হোয়াইট হাউসের তরফে কাউকে সেখানে পাঠানর ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আমি থাকতে চাই। ম্যাট এ ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য?'

'কি আর বলবো বলো, এতো বোকা লোকের বুনো হাঁসের পিছনে ধাওয়া করা।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'তবে এই হাঁসটাকে আমি পছন্দ করি। যাও ওঁর সঙ্গে।'

ছয়

ওয়াশিংটন থেকে ল্যামপাং-এর সুয়াং বিমানবন্দরে এয়ারফোর্স বিমান এসে পৌঁছল দুপুরে তপ্ত রোদে। বিমানবন্দরের তিনজন অফিসার জীপ থেকে নেমে প্রেসিডেন্ট ম্যাট আণ্ডারউডের বিমানের সামনে দাঁড়াল। কাছেই হোয়াইট হাউসের এগারোজন সাংবাদিক অপেক্ষা কবছিল তাঁর জন্য, তারা এক ঘণ্টা আগে আমেরিকার প্রেসের একটা চার্টাড বিমানে এসে পৌঁছল। তাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় এবং অন্য আবো বিদেশী সাংবাদিকরা। হাই হাসকিন এবং তার ক্যামেরাম্যান ও সাউণ্ড টেকনিসিয়ান একেবারে সামনের একটা জায়গা দখল করে নিয়েছিল।

ক্যামেরাম্যান গিল এ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এয়ারফোর্স ওয়ান অবতরণ করার সময় পুরো শট নিয়েছ তো?'

'হুঁ।'

'ঠিক আছে, এখন সিড়ি বেয়ে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড অবতরণ করার সময় নোয় সাঙ যদি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যান তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে, আমি চাই আণ্ডারউডকে তাঁর সম্ভাষণ জানানোর সময় ক্লোজআপ দৃশ্যের ছবি তুলে রাখতে। যেটা হবে খুবই জরুরী। গিল, এই ছবি তুলে রাখবে বুঝলে?'

তারপরেই এয়ারফোর্স ওয়ানের দরজা খুলে যেতেই দেখা গেলো বহু সিক্রেট সার্ভিসেসের লোক বেরিয়ে আসছে, নিচের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে তারা। এ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে থাকেন আণ্ডারউড তাঁর পিছনে সিক্রেট সার্ভিসেসের লোকেরাও নেমে এলো এক এক করে।

'এদৃশ্যের ছবি আমি তুলে রাখলাম,' ক্যামেরাম্যান চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে এ্যাণ্ড্রুজ জানতে চাইল, 'কিন্তু নোয় সাঙ কোথায়?'

'জানি না।' উত্তরে হাস্কিন বলে 'সম্ভবতঃ অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার কাজকর্ম

তদারক করতে ব্যস্ত তিনি তাঁর প্যালেসে।’

তারপরেই অতি পরিচিত প্রেস সেক্রেটারী বার্টলেটের উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—‘প্রেসিডেণ্ট এখন ওরিয়েণ্টাল হোটেলের দিকে। আর আপনারা সবাই আলাদা দু’টি বাসে তাঁকে অনুসরণ করবেন। কোন অভিযোগ থাকবে না কারোর। আপনারা একই হোটেলে থাকবেন। সেখানে এক ঘণ্টা সময় পাবেন আপনাদের পোষাক পরিবর্তনের জন্যে। হাজারহোক, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার জন্যে আপনারা যাচ্ছেন, সেইমতো পোষাক-আশাক এবং আপনাদের আচার-ব্যবহারে একটু সংযত হবেন আশাকরি।’

বিলাসবহুল ওরিয়েণ্টাল হোটেল। হাস্কিন লক্ষ্য করে প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউড এবং সিক্রেট সার্ভিসেসের লোকেরা লিফ্‌ট-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ল্যামপাং-এর অফিসাররা তাদের তত্ত্বাবধান করছে। লিফ্‌ট-এর দরজার কাছে পৌছতেই অফিসাররা সরে যান।

তারপরেই হাস্কিন চিনতে পারলো তাকে। সে হলো নোয় সাঙ-এর বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রী মারসপ। সাংবাদিকরা তাকে চিনতে পারল না। কিন্তু হাস্কিন ঠিক চিনেছিল তাকে। হাস্কিন আলাপ করে তার সঙ্গে।

‘মিনিস্টার মারসপ, আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন না। আমি হাই হাস্কিন। আমেরিকান টেলিভিসনের সঙ্গে যুক্ত আছি। গত সপ্তাহে প্রেসিডেণ্ট নোয় সাঙ-এর সঙ্গে আপনি যখন ওয়াশিংটনে যান টি ভি কভারেজের ভার পড়ে আমার ওপর।

মনে করার চেষ্টা করে বললো মারসপ, ‘হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।’

‘আমি এখন আপনাকে বিরক্ত করবো না। তবে দু’টি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই আপনার কাছ থেকে।’

‘বেশ তো, কি জানতে চান বলুন?’

‘প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডের স্যুইটের ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করবেন?’

‘সেটা বিরাট—তিন হাজার স্কোয়ার ফুটেরও বেশি। লীডারদের স্যুইট। একটা বসবার ঘর, ডাইনিং রুম, আমোদ-প্রমোদের একটা ঘর, দু’টি শয়নকক্ষ আর তিনটি বাথরুম। সামনে একটা করিডোর—সিক্রেট সার্ভিসেসের

লোকেরা প্রহরা দিতে পারবে সেখান থেকে। একেবারে উপরে মেটাল ডিটেক্টর লাগানো আছে পেন্টহাউস রক্ষা করার জন্যে। নিচে দু'টি তলায় প্রেসিডেন্টের কর্মচারী ও প্রেসের লোকজনদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'ধন্যবাদ মিঃ মিনিস্টার। আর একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'স্বল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে থিডা সাঙ এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এসেছেন প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড। এটা অভাবনীয়। আমার তো মনে হয় না ফিডাকে তিনি চিনতেন।'

'আদৌ তিনি তাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন না।'

বিস্ময়ের ভাবটা তখনো কাটাতে পারে না হাস্কিন, 'তাহলে কেনই বা তিনি এখানে ছুটে এলেন তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার জন্যে?'

'কারণ প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙকে মদত দিতে চান তিনি। তিনি তাঁকে তাঁর সঙ্গ দিয়ে তাঁর ভগ্নী বিয়োগের দুঃখমোচন করতে চান।'

'এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক ব্যাপার নেই?'

'না। একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনাদের প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত মহান, করুণাময়।'

ঠোঁট কামড়ায় হাস্কিন, কি কথা শুনলো সে! মনে মনে ঠিক করে নেয় সে, আণ্ডারউড এখানে এসেছেন স্রেফ নোয় সাঙকে দেখার জন্যে, এ ছাড়া অন্য আর কোন কারণ থাকতে পারে না। তাই মনে হয়,হুইটল খুব একটা নিরাশ হবে না। এর মধ্যে একটা কাহিনী, খুব ভাল কাহিনী আছে। সে এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানবিক দিক থেকে যতটা সম্ভব, আণ্ডারউড এবং নোয়-এর খুব কাছাকাছি থেকে এ কাহিনী কতদূর বিস্তার লাভ করে দেখতে হবে।

এ যেন অন্য এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যা তাদের দেশ থেকে আলাদা। হাস্কিন লক্ষ্য করে, আর সে এও ভাবে সম্ভবতঃ এশিয়া মহাদেশ বলেই আলাদা। বিদেশী প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশিরভাগই এশিয়। তাদের মধ্যে আণ্ডারউডই শোকসন্তপ্ত নোয় পরিবারের খুব কাছে কাছে ছিলেন। ভিসাকা থেকে পাঁচ

কিলোমিটার দূরে কবরস্থান। হাস্কিন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ক্রিশ্চিয়ান ধর্মযাজকের ঠোঁট নড়ছে থিডার কফিন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সদ্য মাটি কাটা একটা গর্তের কাছে, সেখানেই সমাধিস্ত করা হবে তাকে। সমাধিস্ত করার আগে হাঁটু মুড়ে বসে থিডার কফিনের ওপর ফুলের তোড়া রেখে দিলেন নোয় সাঙ। তারপর হঠাৎ কফিনের ওপর মাটি চাপা দিতেই সেটা ঢাকা পড়ে গেলো, এবং ডুকরে কেঁদে উঠলেন নোয়। তাঁর কাছেই দাঁড়িয়েছিল তাঁর পুত্র ডেন এবং মন্ত্রী মারসপ। তাদের অতিক্রম করে আণ্ডারউড এগিয়ে গেলেন নোয়-এর কাছে, একেবারে ঘন সান্নিধ্যে। স্পষ্ট দেখতে পায় সে, আণ্ডারউড তাঁর হাতটা নিজের হাতে তুলে দিলেন, নোয়-এর কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কি যেন বললেন, এবং তাঁর মাথাটা তিনি তাঁর কাধের ওপর টেনে নিলেন।

তারপর অবাক চোখে দেখল সে, আণ্ডারউড তাঁর মাথাটা নামিয়ে এনে নোয়-এর চিবুকে চুমু খেলেন, একবার নয়, বহুবার। একবারে তাঁর তৃষ্ণা মেটে না।

কি শট উত্তেজনার ভাব হাস্কিন। যেমন, আমেরিকায় ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা ছ'টায় একটা বিস্ময়কর খবর পরিবেশন করা যাবে।

বিস্ময়ভরা চোখে চারিদিক তাকায় হাস্কিন গিল এ্যাণ্ড্রুজকে খোঁজার জন্যে এবং তারপরেই তিনি উপলব্ধি করতে পারেন সেখানে ধারে কাছে নেই সে। কোন ক্যামেরাম্যানকেই অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে দেওয়া হয় নি।

ক্যামেরাম্যান না থাকার মানেই কোন ছবি উঠবে না। আর ছবি না পেলে সে খবরের কোন গুরুত্বই নেই। তাই ছবি সংগ্রহ করাটা একটা বিশেষ জরুরী ব্যাপার বলে মনে করল হাস্কিন। অথচ ছবি পাওয়ার কোন উপায়ও নেই এখন।

এখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সব শেষ। ফিরে চলেছে সবাই সমাধিস্থল থেকে। নোয় সাঙ-এর হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলেন প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউড। এখন ওঁরা কোথায় যাচ্ছেন, বলে উঠল হাস্কিন।

পরক্ষণেই একজন আমেরিকানের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো পাশ থেকে,

জ্যামপাং-এর প্রথা অনুযায়ী ওঁরা এখন প্যালেসে ফিরে যাচ্ছেন, সেখানে নোয় সাঙ তাঁর অতিথিদের বুফেতে আপ্যায়িত করবেন।'

'কিন্তু প্রেসের লোকদের কি হবে?'

'বিশেষ অতিথি, বিশেষ ব্যক্তিদের জন্যে এই পার্টি। যেখানে তোমার আমার প্রবেশ নিষেধ,' পাশ থেকে সেই আমেরিকানের কণ্ঠস্বর আবার উচ্চারিত হলো!

তাহলে আণ্ডারউড ও নোয় সাঙ একান্তে মিলিত হবেন, যে তাঁদের সেই মিলন দৃশ্যত নয় তার কাছে, ভাবল হাসকিন, কিন্তু সাম হুইটল কোন অজুহাত শুনতে চাইবে না। ওঁদের দু'জনের মধ্যে কি কি আলোচনা হতে পারে, সেটা অনুমান করতে গিয়ে সে আরো ভাবে, যেভাবেই হোক, সেই খবরটা তাকে সংগ্রহ করতেই হবে, এবং তার অনুমান সফল হবে সে।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় বিশেষ অতিথিদের আপ্যায়িত করা হলো পিকক রুমে, চামাদিন প্যালেরই অনুরূপ। ওরিয়েন্টাল হোটেলে ফিরে গিয়ে পোষাক বদল করে এসেছিলেন আণ্ডারউড। ওদিকে নোয় সাঙও পোষাক পরিবর্তন করেছিল—পায়ের গোড়ালি ঢাকা শাড়ী তাঁর পরণে। রিসেপসন রুমের একেবারে শেষ প্রান্তে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত, বেশীরভাগ অতিথি এশিয় মহাদেশের দেশগুলি থেকে এসেছিল তাঁকে সমবেদনা জানাতে।

সোজা তাঁর কাছে চলে গেলেন আণ্ডারউড। নোয়-এর একটা হাত চেপে ধরে মুখ নামিয়ে কি যেন ফিস্‌ফিস করে বললেন তিনি। প্রত্যুত্তরে নোয় বললেন, 'ধন্যবাদ ম্যাট, আমার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কিছু প্রতিনিধিদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

পরিচয়ের পর্ব চুকলেই ডাইনিংরুম ফাঁকা হয়ে গেলো নিমেষে। আণ্ডার-উডের সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরাও উধাও। কেবল পরিচিত দুজন আমেরিকান মুখ ভেসে উঠল আণ্ডারউডের সামনে। একজন তাঁর প্রেস সেক্রেটারী বার্টলেট, এবং অপর দল হলো পার্সি মিয়েবার্ট, যার নীল চোখ দুটি তাঁর মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ ছিলো। ভিসাকায় আমেরিকান দূতাবাসে

ডাইরেক্টার র‍্যামেজের সি. আই. এ. সংস্থার প্রধান। আণ্ডারউডের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

কাছে এসে তাঁর সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করার পর নিচু গলায় সে বলে, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে একজন অপেক্ষা করছে মিঃ প্রেসিডেন্ট, সে আমার একজন সুহৃদ এবং আমেরিকারও। অদূরে অপেক্ষারত একজন বয়স্ক লোকের দিকে ইঙ্গিত করল সে, তার মিলিটারি পোষাকে অনেকগুলো পদক ঝুলতে দেখা গেলো।

মিয়েবার্ট পরিচয় করিয়ে দেয়, 'প্রেসিডেন্ট ম্যাথু আণ্ডারউড, ইনি হলেন জেনারেল সামাক নাকরন, ল্যামপাং-এর সেনাধ্যক্ষ,' আর, নাকরনের দিকে ফিরে সে বলে, 'ইনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।'

হাত বাড়িয়ে দৃঢ় ভাবে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন আণ্ডারউড।

টুকিটাকি কথাবার্তার পর নোয় সাঙ-এর সঙ্গ আবার কামনা করলেন আণ্ডারউড। নোয়কে একলা দেখে মনটা তাঁর খুশিতে ভরে উঠলো।

'কেমন আছ নোয়?'

'একটা অধ্যায় শেষ। আমি টিঁকে যাবো।' তারপর তিমি আরো বললেন, 'তোমার অসীম দয়া। আমার জন্যে ছুটে এলে এতদূরে।

'তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে বিশ্বাস করো নোয়, নিজেকে আমি ধন্য বলে মনে করি।' নোয়-এর একটা হাত তাঁর বুকের ওপর চেপে ধরে অন্য কারোর উপস্থিত উপেক্ষা করেই ঝুকে পড়ে তাঁর কপালে চুমু খেলেন।

'আমার কাছে সেটা অনেক। কোনদিন আমি ভুলবো না।' খাবারের টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে নোয় বলে ওঠেন, 'তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়ে থাকবে।' শাদা গামলাটা পরখ করে দেখ "গাই টোমকা"। নারকেলের দুধে চিকেনের স্টু। সত্যি চমৎকার।' তাকে টেবিলের দিকে ঠেলে দিয়ে নিচুগলায় নোয় বলেন 'পরে সময় মতো আমরা কথা বলবো।'

নোয় নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করলেন তাঁকে। খাওয়া শেষে

প্রায় টেবিল ছেড়ে আণ্ডারউড চলে যাবেন, তিনি দেখলেন জেনারেল নাকরন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। আণ্ডারউড তার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার আগেই সিঃ আই. এ. স্টেশন প্রধান পার্সি সিবার্ট তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

'মিঃ প্রেসিডেণ্ট' সেবার্ট বলে, 'বলতে সংকোচ হচ্ছে, জেনারেল নাকরনের সঙ্গে আপনি যদি কথা বলার জন্যে একটু সময় দেন। আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে খুব উদগ্রীব সে। আমি অবশ্যই বলবো, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বন্ধু সে একজন। সে যা বলবে হয়তো সেটা আমাদের উপকারে আসতে পারে।'

'ঠিক আছে, তাহলে তো অবশ্যই কথা বলতে হয়।' জেনারেল নাকরনের দিকে ফিরে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?'

'আমি তো তাই মনে করি, আর সেই জন্যেই এসেছি আপনার কাছে। ব্যাপারটা হলো ল্যামপাং-এ কমিউনিস্টদের নিয়ে আমাদের সমস্যার বিষয়। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের ডিপার্টমেণ্ট ও প্রেসিডেণ্ট নোয় সাঙ-এর কাছ থেকে সব শুনে থাকবেন।' নাকরন বলতে থাকে, 'সম্ভবত আপনি জানেন না, বিষয়টা কত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে এখানে। সমুদ্রের ওপারে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিয়েতনাম আর কম্বোডিয়া আমাদের গলা টিপে ধরার অপেক্ষায়। তারা আমাদের দেশের সংলগ্ন দু'টি দ্বীপে তাদের গেরিলাদের পাঠিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আর এটা যদি চলতে থাকে, তাহলে খুব শীগগীরই এখানকার বিদ্রোহী কমিউনিষ্টদের সহায়তায় আমাদের প্রেসিডেণ্ট নোয় সাঙকে গদিচ্যুত করে ছাড়বে। ল্যামপাং তখন কমিউনিস্ট দেশে পরিণত হয়ে যাবে। দক্ষিণ প্রশান্তে এদেশ হয়ে উঠবে সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি স্যাটেলাইট। এখনো যখন সময় আছে, আর আমাদের যখন সুদক্ষ সৈনিকরা রয়েছে, তাই তাদের অবৈধ গতিবিধি এখনই বন্ধ করার ব্যবস্থা করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।'

মন দিয়ে তার সব কথা শুনে আণ্ডারউড ভাবেন, তার কথাগুলো যদি

সত্য হয়, তাহলে তো নোয় গোষ্ঠী এবং তাদের জীবন খুবই বিপন্ন। তবু তিনি তাতে বললেন, 'কিন্তু আমি শুনেছি, কমিউনিস্টরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায় প্রেসিডেন্ট নোয়-এর সঙ্গে।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে নাকরন বলে, 'সম্ভব নয়। আমাদের দেশের বিদ্রোহীদের বিশ্বাস তাই, কিন্তু তারা প্রতারিত হচ্ছে কমিউনিস্টদের প্রলোভনে। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, এটা প্রেসিডেন্ট নোয়-এর ব্যক্তিগত ধারণা; তিনি মনে করেন, কমিউনিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসু হতে পারে। কিন্তু কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে তাঁর সত্যিকারের কোন ধারণাই নেই, তাদের শক্তি ও অভিসন্ধির কথা আদৌ জানেন না তিনি। তাদের মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে তিনি যদি তাদের স্বীকার করে নেন, তাহলে দেখবেন তারা গিলে ফেলবে তাঁকে।

'এ ব্যাপারে আপনি কি একেবারে নিশ্চিত?'

'সর্বান্তকরণে। তাঁর মতামত জানার জন্যে মিঃ সিয়েবার্টকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন?'

সিয়েবার্টের মুখোমুখি হলেন আণ্ডারউড, নীরবে সে এতক্ষণ শুনছিল তাদের কথা।

'পার্সি তোমার কি মনে হয়?'

সে উত্তর দেওয়ার আগেই তাদের কথার মাঝে বাধা দিলো নাকরন, 'আমি চলি, আপনারা দুজনে একান্তে আলোচনা করুন। আমার কথা শোনার জন্যে ধন্যবাদ জানাই।'

'বেশ, এবার বলো,' সিয়েবার্টকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তোমার কি ধারণা?'

সিয়েবার্ট মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'আমি বলবো, এক দিক দিয়ে নাকরন যা বললো, সব ঠিক। তবে জেনারেলের ব্যক্তিগত ধারণাই ওপর আমার কোন আস্থা নেই, আমি আমাদের বেতনভুক্ত ইনফর্মারদের কাছে থেকে জেনেছি, মারসপ ও লুনাকুলের মধ্যে যে আলোচনাই হোক না কেন, একদিন না একদিন ল্যামপাং চলে যাবে কমিউনিষ্টদের কর্তৃত্বে।' একটু

থেমে সে আবার বলতে থাকে, 'বুঝলেন মিঃ প্রেসিডেন্ট, এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দর কোন ব্যাপার নেই। আমার কাজ হলো ল্যাংলি এবং আপনাকে রিপোর্ট করা। তাই বলছি আমার মনে আমেরিকার উচিৎ ম্যাডাম সাঙকে জানিয়ে দেওয়া, ল্যামপাং-এ কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বীকৃতি না দেওয়া। তাতে সোভিয়েট ইউনিয়েরই সব থেকে বেশি সুবিধে হবে, ম্যাডাম সাঙ বুঝতে পারছেন না, এর ফলে এখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুপ্রবেশ ঘটতে চলেছে তাঁর সাহায্য ছাড়া তারা কখনোই নাক গলাতে পারতো না এখানে। আমি বলতে চাই, এক্ষেত্রে আমাদের কোন পছন্দ অবশ্যই থাকতে পারে না তবে জেনারেল নাকরনের সঙ্গে আমাদের থাকা উচিৎ। সমঝোতার কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না এখানে। কমিউনিস্টদের ল্যামপাং-এর সেনারা জঙ্গলে খেদিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলে, সেটাই হবে মঙ্গল এ দেশের কাছে।'

'তা এখন অনেকেই বা কেন বলছ তুমি?' আণ্ডারউড জানতে চান, 'আমাদের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তুমি বলছ ম্যাডাম সাঙ-এর সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করি?'

'কারণ ম্যাডাম সাঙ আপনি ছাড়া আর অন্য কারোর কথা কানেই তুলতে চান না। আমি জানি, তাঁর ওপর আপনার দারুণ একটা প্রভাব আছে। ল্যামপাংকে লক্ষ লক্ষ ডলার ঋণ আপনি দিতে চেয়েছেন সেই দেশটাকে মুক্ত রাখতে, সেই সঙ্গে আমাদের দিকে থাকার জন্যে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আণ্ডারউড, 'দেখি কি করা যায়।'

তারপর সিয়েবার্টকে বিদায় দিয়ে তিনি তাঁর খাওয়া শেষ করলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হলো, খাবারগুলো যেন স্বাদহীন। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন নোয় সাঙ-এর কাছে।

এক গাল হেসে নোয় বলেন, 'আমি চাইছিলাম, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হোক।'

'তাই তো এলাম তোমার কাছে। আমার জন্যে তুমি আমাকে একটু সময় দেবে? তোমার সঙ্গে একা আমি কিছু বলতে চাই, যতদূর সম্ভব

ব্যক্তিগত ভাবে, আর এই ঘরেই।'

নোয়-এর ভ্রু কঁচকে উঠল এক অজানা আশঙ্কায়, আণ্ডারউডের চিন্তা-ভাবনা কি হতে পারে, সেটা বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। 'মারসপ' পিছন ফিরে তাকে তিনি বললেন, 'প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড' আর আমি কয়েক মিনিটের জন্যে এক সঙ্গে মিলিত হতে চাই। আমাদের কেউ তাকে বিরক্ত করতে না পারে, সেদিকটা দেখো তুমি।'

'ঠিক আছে, আমি সবাইকে বিদায় করে দিচ্ছি এখান থেকে।'

মারসপ তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে উধাও হয়ে যায় সেখান থেকে।

'এবার বলো ম্যাট, তোমার মনে কি আছে,' নোয় তাঁর সান্নিধ্যে এসে বললেন, 'এতো গম্ভীর এর আগে কখনো তো তোমাকে দেখিনি!'

'এই মাত্র তোমাদের জেনারেল নাকরনের সঙ্গে আমার আলোচনা হলো।'

'ম্যাট, সেকি বলল শুনি?'

'আপাত দৃষ্টিতে বিদ্রোহী নেতা লুনাকুলের সঙ্গে একটিবার মিলিত হয়েছে মারসপ। তোমাদের জেনারেল নাকরন এর ঘোরতর বিরোধী। আর আর্মি সিয়েবার্ট-এর অভিমতও সেই রকম।' সংক্ষেপে নাকরনের বক্তব্যর কথা জানিয়ে আণ্ডারউড বলেন, 'তার কথার মধ্যে একটা যুক্তি অবশ্যই আছে বলে আমার ধারণা।

'কি যুক্তি খুলে বলো আমাকে।' আবেগের সঙ্গে আণ্ডারউডের সব কথা বললেন। নোয়ও শুনলেন তাঁর সব কথা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে। সব শেষে তিনি বললেন, 'তুমি তো জানো নোয়, আমি সব সময়েই তোমার দিকে আছি। এক কথায় আমি তোমাকে মোটা টাকার ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেই টাকা দিয়ে তাকে তোমার খুশিমত খরচ করতে পারো ল্যামপাং-এর স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে, এবং সেখানে গণতন্ত্র কায়েম করার জন্যে। এর পিছনে আমার দেশেরও স্বার্থ জড়িয়ে আছে বৈকি। এই ভাবে আমাদের উভয় দেশই উপকৃত হবে।'

'কিন্তু এখন তোমার মনে সংশয়, অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের ঋণ দিয়ে তোমরা কি দায়বদ্ধ করে রাখতে চাও?'

'দায়বদ্ধ ?' অবাক চোখে তাকালেন আণ্ডারউড।

'হ্যাঁ, তাইতো। তোমাদের ঋণ দেওয়ার মধ্যে একটা দাবি থাকবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে, তাদের অগ্রগতি রুখে দিতে হবে তাদের চেপে দিতে হবে, আবার সেই সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের গাঁটছড়া বাঁধার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের দেখতে হবে, আমরা কমিউনিষ্ট-বিরোধী।'

'তুমি ভুল করছ নোয়। আমাদের ঋণ দেওয়ার ওপর কোন সর্ত থাকবে না, তোমাদের দেশের মানুষের জন্যে তুমি তোমার খুশিমত সেই ঋণের অর্থ খরচ করতে পার। তবে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের প্রতি তোমার অত্যন্ত নরম মনোভাব পরিবর্তনের পুর্নবিবেচনা করা উচিৎ।'

আণ্ডারউডের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে শান্ত গলায় নোয় বলেন, 'দ্যাখো ম্যাট, আমাদের কমিউনিষ্টরা মস্কোয় শিক্ষনপ্রাপ্ত নয়। তারা অতি সাধারণ নাগরিক মাত্র, যারা দিনে তিনবার আহার পেতে চায়, মাথার ওপর একটা নিরাপদ ছাউনি চায়। আমার স্বামী প্রেসিডেণ্ট থাকাকালীন সে কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই কমিউনিষ্টরা ভূমি সংস্কার চায় বিনা রক্তপাতে। প্রেসের এই উপলব্ধি, এই বিশ্বাসের প্রতি সব সময় আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি। সেই বিশ্বাস আজও আমার মনে অচল, অবিচল। আমি কোন বিশৃঙ্খলা চাই না, আমি চাই মধ্যস্ততা' কমিউনিষ্টরা আমার এই পরিকল্পনার কথা শুনলে দেখবে, তারাও ঠিক এই রকমটিই চায়। আমি নিশ্চিত, তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।'

হয়তো নাকরন ও সিয়েবার্টদের থেকেও অনেক বেশি বুদ্ধিমতী নোয়, ভাবলেন আণ্ডারউড। তবু তাঁর মনে একটা প্রশ্ন থেকে যায়' 'তোমার স্বামী ও বোন থিডাকে কমিউনিষ্টরাই কি হত্যা করেনি ?'

বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে নোয় বলেন, 'আমার কাছে তার কোন প্রমাণ নেই। স্বভাবতই কেবল সন্দেহবশত কাউকে দোষী মনে করা উচিৎ নয়। তবে আমরা তদন্ত করে জেনেছি বিদেশী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাদের কোন

যোগাযোগ নেই, লুনাকুলও সেটা অস্বীকার করেছে। হয়তো সে মিথ্যে বলেছে, কিংবা তার কথাই সত্য। ম্যাট, বুলেট ব্যবহার করার আগে সত্যকে একটা সুযোগ আমাদের অবশ্যই দিতে হবে।'

'ঠিক আছে, হয়তো তোমার অনুমানই ঠিক, সত্যকে সুযোগ দেওয়া উচিৎ,' স্বীকার করলেন আণ্ডারউড।

আণ্ডারউডের একটা হাত স্পর্শ করে নোয় বলেন, 'তোমার অন্য আরো অতিথিদের বিদায় জানাতে হবে এখন ম্যাট। তবে তার আগে তোমার একটা অনুগ্রহ চাইছি। মনে আছে তোমার ওয়াশিংটনে থাকার সময় তুমি বাড়তি একদিন তোমার দেশে থাকার জন্যে অনুরোধ করেছিলে তোমার দেশের রাজধানী ঘুরে দেখার জন্যে। অনুরূপভাবে আমিও তোমাকে আরো একদিন ল্যামপাং-এ থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি, আমি তোমাকে দেখাতে চাই আমার দেশের মানুষ কতো কষ্টে জীবনযাপন করছে। উত্তরটা তোমাকে এখুনি দিতে হবে না, এখন হোটেলে ফিরে গিয়ে আরাম করো কাল সকালে প্রাতঃরাশের সময় তোমার সিদ্ধান্তের কথাটা জানলেই চলবে।'

'রাজনৈতিক কারণে?' জানতে ছাইলেন আণ্ডারউড।

'না ব্যক্তিগত কারণে' উত্তরে বললেন নোয়, 'তোমার পরিবেশে তোমার সঙ্গে একটা দিন আমি উপভোগ করতে চাই।'

ব্রেকফাষ্টের টেবিলে স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করলেন নোয়, 'কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল?'

'ভাল-মন্দ জানিনা, তবে স্বপ্নবিহীন রাত কেটেছে,' নোয়-এর প্রতি শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আণ্ডারউড বলেন, এখানে বাড়তি একদিন থেকে যেতে রাজি আছি। তা তোমার চালকের আমন্ত্রণ বলবৎ আছে তো?'

'নিশ্চয়ই ম্যাট।' একগাল হেসে নোয় বলেন, 'প্রথমেই তোমাকে নিয়ে যাবো ভিসাকায়। তারপরে সেখান থেকে আমার গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল ভিজা থাপে। একটা সুন্দর সমুদ্র বীচ আছে সেখানে দুজনে এক সঙ্গে সাঁতার কাটব আমার মনের খুশিতে।'

পাসেই বসেছিল বার্টলেট। দু'দেশের প্রেসিডেন্টের আদত আদত কথা শুনে সে স্তম্ভিত। শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেসই করে ফেলল যে, 'আপনাদের পরিকল্পনার কথা আমি কি জানতে পারি।'

'হ্যাঁ,' তার দিকে ফিরে আণ্ডারউড বলেন, 'আজ আমি তোমাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে পারছি না। পরিকল্পনা মতো প্রেসের লোকেরা আর তোমরা আজ ফিরে যাবে। প্রেসিডেন্ট নোয়-এর বিশেষ আমন্ত্রনে কমিউনিষ্টদের হালচাল নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে এখানে আমাকে থেকে যেতে হচ্ছে। তবে যাওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা এমন ভান করবে, যেন আমি সত্যি সত্যি ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছি আর সম্ভবতঃ মাঝ রাতে ফিরে যেতে পারি।'

'কিন্তু আমাদের সব পরিকল্পনা যে ভণ্ডুল হয়ে যাবে মিঃ প্রেসিডেন্ট। এখানে আপনার থাকাটা কি খুবই জরুরী?'

'সরকারী ভাবে আমি এখানে বাড়তি একদিন থেকে যাচ্ছি ম্যাডাম নোয় এর সঙ্গে ল্যামপাং এ কমিউনিস্টদের অবস্থা নিজের চোখে দেখবার জন্যে, ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে প্রেসের লোকদের সেই রকমই বলবে তুমি।'

'আর বেসরকারী কোন কারণ আছে?'

নোয়-এর দিকে তাকিয়ে হাসলেন আণ্ডারউড তারপর আবার বার্টলেটের দিকে ফিরে বললেন, 'একটা কারণ অবশ্যই আছে, তবে সেটা ছাপানোর জন্যে নয়, স্রেফ তোমাকে জানানোর জন্যে বলা। এখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আমাদের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়দের আঁতাতের সাফল্য কতটুকু হলো জানতে চাই।'

'ধন্যবাদ ম্যাট,' নোয় উৎসাহ দেন আণ্ডারউডকে।

'আর একটা কথা মিঃ প্রেসিডেন্ট,' 'চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল বার্টলেট, 'সবাইকে, মায় প্রেসের লোকদের পর্যন্ত বোঝানো যাবে, কিন্তু ফাষ্ট' লেডীকে কি বলবো?'

'কেন, একই কথা বলবে, সরকারী কাজে আটকে গেছি,' বলে মৃদু হাসলেন আণ্ডারউড।

সিক্রেট সার্ভিসেস এর প্রধান ফ্র্যাঙ্ক লুকাসকে ল্যামপাং সিকিউরিটি চীফের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখে তাদের কাছে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের প্রেস সেক্রেটারী জ্যাক বার্টলেট নিচু গলায় বলে, 'এক মিনিটের জন্যে তোমাকে আমার দরকার ফ্র্যাঙ্ক।'

গেট খোলাই ছিলো। ওরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলো। সামনেই দুটো বিরাট বিরাট স্তম্ভ, দু'জন প্রমান সাইজের মানুষকে আড়াল করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট, পাশাপাশি একটা স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে বার্টলেট বলে লুকাসকে, শোনো ফ্র্যাঙ্ক, প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রেসের লোকজনদের ফেরত পাঠিয়ে দিতে চান ওয়াশিংটনে আজই নির্দিষ্ট সময়ে, কিন্তু তিনি এখানে থেকে যাবেন ম্যাডাম নোয়-এর আমন্ত্রণে, সে খবর প্রেসের লোকেরা জানবে না, তারা শুধু জানবে, আগেই প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউর্ড ওয়াশিংটেনে রওনা হয়ে গেছেন। আর তিনি তখন ম্যাডাম নোয়-এর গ্রীষ্মকালীন আবাসন ভিলা থাপে থাকবেন। ম্যাডাম নোয় চান, আমাদের প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়ার আগে সেখানকার সমুদ্রে তাঁর সঙ্গে সাঁতার কেটে শরীরটাকে শীতল ও তাজা সতেজ করে তুলতে। তোমার কাজ হবে ফ্রাঙ্ক স্থানীয় প্রেসের লোকদের তাঁদের ধারে কাছে না ঘেষতে দেওয়া, সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের নিরাপত্তার দিকটাও ভাল করে দেখতে হবে তোমাকে।'

'তার জন্যে তুমি কিছু চিন্তা করো না জ্যাক,' তাকে আশ্বাস দিয়ে লুকাস বলে, 'এ খবরটা দেওয়ার জন্যে তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

পাশেই অপর একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথায় আড়ি পেতে সব কথা শুনে নিলো হাই হাস্কিন। তার মানে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড ল্যামপাং-এ বাড়তি একদিন থাকতে চান নোয় সাঙ-এর সঙ্গে একা নির্জনে সময় কাটানোর জন্যে? মুখরোচক খবর বটে! তার ঠোঁটে একটা শ্লেষের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এখন খবর নিতে হবে, ভিলা থাপ যায়গাটা কোথায়? ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড ও ম্যাডাম নোয় সেখানে পৌছনর আগেই ছুটতে হবে তাকে, মনে মনে মতলব আঁটল

হাস্কিন।

মিনি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাই হাস্কিন দেখল, সেখান থেকে ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর ভিলা থাপ খুবই অস্পষ্ট। তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল তার ফটোগ্রাফার গিল এ্যাণ্ড্রুজ এবং ভাড়া গাড়ির চালক। সব দেখে শুনে এ্যাণ্ড্রুজ মন্তব্য করে, সেখান থেকে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড ও ম্যাডাম নোয় এর ভাল ছবি তোলা অসম্ভব বিশেষ করে তাঁরা যখন সমুদ্র রীতে সাঁতার কাটতে নামবেন, তখন তো কথাই নেই। তবে, সমুদ্রের ধারে ছ'সাত তলা বীচ এ্যাপার্টমেন্টগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওখানকার যে কোন একটা এ্যাপার্টমেন্ট বিশেষ করে সাততলা এ্যাপার্টমেন্টের একেবারে টপ ফ্লোর থেকে সমুদ্র বীচের ভাল ছবি তোলা যেতে পারে।'

কথাটা বেশ মনে ধরল হাই হাস্কিনের। সঙ্গে সঙ্গে তারা হানা দিলো একটা সাততলা এ্যাপার্টমেন্টের মালিকের কাছে। হাস্কিন তাকে জানায়, দু'তিন ঘণ্টার জন্যে সে তার এ্যাপার্টমেন্টের টপ ফ্লোরটা ভাড়া নিতে চায়। প্রথমে সে বলে আগেই সেটা ভাড়া হয়ে গেছে, সন্ধ্যা ছটার পর ভাড়াটে ভিসাকায় ব্যাঙ্কার আসবে। হাস্কিন তাকে জানায় বিকেল পাঁচটার আগেই তারা চলে যাবে। তারপর আমেরিকান ডলারে ভাড়া দেবে শুনতেই মালিকের চোখ দু'টো চিক চিক করে ওঠে এবং হাস্কিনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় অতঃপর।

কয়েক মিনিট পরেই সেই বীচ এ্যাপার্টমেন্টের সাততলায় উঠে এলো তারা। সমুদ্রের দিকের একটা জানালার সামনে ছুটে গিয়ে এন্ড্রুজ বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একেবারে নিখুঁত যায়গা। বীচের প্রতিটি ইঞ্চি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

খুব খুশি হাস্কিন। দেঁতো হাসি হেসে এ্যাণ্ড্রুজ বললে সে তোমার যন্ত্র-পাতি সাজিয়ে রাখো।

মার্সিডিজ সেডানে পিছনের আসনে খুব আরাম করে বসেছিলেন ম্যাট আণ্ডারউড এবং নোয় সাঙ। গাড়ি তখন ভিসাকার ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। জানালা পথে মুখ বাড়িয়ে ম্যাট আণ্ডারউড বলে ওঠেন, তোমাদের

এখানে মন্দির ও চার্চ এর সহাবস্থান আমাকে বড় ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। এটা কি করে সম্ভব হলো বলো তো ?'

হাসলেন নোয়। 'বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের দেশের ইতিহাস খুব ভাল ভাবে পড়ানো হয়নি তোমাদের। ঠিক আছে, এসো আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঠিক দু'শো বছর আগে আমার পূর্বসূরীরা আগে থাকতেন থাইল্যাণ্ডে তখনকার রাজার শাসনকালে রাজা এবং তাঁর অধিকাংশ প্রজারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। যাইহোক, পরবর্তীকালে সেখানকার একটা বিরাট অংশের মানুষ বিদেশী মিশনারীদের প্রভাবে খৃষ্টান হয়ে যায়। তখন তারা ঠিক করে আরো বড় আকারে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যে ল্যামপাং-এ চলে আসে। আর সেই কারণেই এখানে তারা চার্চ তৈরি করে। ল্যামপাং শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের অন্য আরো নাগরিক এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। তখনো বৌদ্ধ ছিলো। আর এরাই এখানে মঠ বা মন্দির তৈরী করে। সাধারণতঃ এখানে থাই প্রভাবই খুব বেশি। ঘটনাক্রমে বহু খৃষ্টান আমেরিকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে আর এর প্রভাব হলো গণতন্ত্র। এখানে প্রত্যেকেই ইংরিজীতে কথা বলে থাকে আর জেফারসনের ধাঁচে এখানে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।'

হঠাৎ নীরব হয়ে আণ্ডারউডের দিকে ভাল করে তাকাতে গিয়ে নোয় বলে ওঠেন, 'ঘামে তোমার শার্ট কুঁচকে গেছে ম্যাট, খুব শীগ্‌গীর তোমার কোটের অবস্থাও অমন হবে।'

'হ্যাঁ প্রচণ্ড গরম। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, সাঁতারের পোষাকে এখুনি সমুদ্রে নামতে চাই।'

'বেশ তো মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি ভিলা থাপে, আর তারপরেই বীচে। তুমি পড়বে সুইমিং ট্রাঙ্ক।'

'আর তুমি বিকিনি—'

হাসলেন নোয়।' 'ল্যামপাং এখনো বিকিনিতে ঠিক অভ্যস্থ হয়ে ওঠেনি সারঙ তোমাকে সন্তুষ্ট করবে না ? বিকিনির থেকে বেশি ঢাকা পড়ে না তাতে।'

নোয়-এর কথায় খুশি হলো আণ্ডারউড। সেই পোষাকে নোয়কে কি রকম

দেখাবে। মনে মনে সেই ছবিটা কল্পনা করতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে উঠলেন তিনি। 'সত্যিই আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'

তাঁর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে গাঢ়স্বরে বলেন নোয়, 'তাহলে তো আর এক মিনিটও নষ্ট করা উচিৎ নয়।'

বীচ এ্যাপার্টমেন্টের সাততলার একটা ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ক্যামেরাম্যান গিল এ্যাণ্ড্রুজ, তার হাতে শক্তিশালী ক্যামেরা, দৃষ্টি প্রসারিত ভিলা থাপ এর ওপর। তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল হাই হাস্কিন, তার চোখে অদম্য কৌতূহল, মুখে সতর্কবানী, দেখো এণ্ড্রুজ, কোন শট্ যেন বাদ না পড়ে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ছবি তুমি তুলে রাখবে তোমার ক্যামেরায়।'

'সে আর বলতে?' পরক্ষণেই সে ঘোষণা করল 'এইমাত্র ওঁরা ভিলা থাপ থেকে বেরিয়ে এলেন। ম্যাডামের পরণে লাল সারঙ, আর মিস্টার প্রেসি-ডেন্ট পড়েছেন শাদা আটো ট্রাঙ্ক।

'সাবাস। আমিও ওঁদের দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তোমার লেন্স ছাড়া স্পষ্ট দেখা যাবে না।'

'ওঁরা এখন বীতে নেমে যাচ্ছেন বালির ওপর পা ফেলে ফেলে। যিশু, ঐ সারঙ-এ—'

'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'বিকিনি দিয়ে তিনি তাঁর শরীরটা আর একটু বেশি করে ঢেকে রাখতে পারতেন।'

'তোমার ক্যামেরা চালু আছে তো?'

'অবশ্যই! ঠিক ঠিক কাজ করে যাচ্ছে, এবার আমাকে মনোনিবেশ করতে দাও।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলন এ্যাণ্ড্রুজ, ওঁরা এবার জলে নামলেন।'

'ক্যামেরার লেন্সটা ওঁদের ওপর ফেলে রাখো,' উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল হাস্কিন।

কয়েক মিনিট পরে ক্যামেরাম্যান আবার বলে উঠল, 'ওঁরা এখন জল-

কেলিতে মেতে উঠেছেন।'

'জলকেলি ?'

'হ্যাঁ, এ ওকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে এ ওর গায়ে জল ছিটাচ্ছে তপ্ত শরীর শীতল করার জন্য। এ ওর উষ্ণ শরীরের উত্তাপ পরখ করতে চাইছেন। দারুণ মজার দৃশ্য, ছবি তুলে রাখার মতো বটে।'

'ওঁদের দিকে তোমার ক্যামেরার লেন্সটা স্থির করে রাখো,' বলল হাস্কিন।

'দারুণ সাঁতার কাটছেন ওঁরা। কখনো ওর শরীরের নিচে থেকে, আবার কখনো উপরে থেকে বাটারফ্লাই সাঁতার কাটছে ; আর মাঝে মাঝে দিচ্ছে ডুব সাঁতার। এ্যাশড্রুজের চোখ দুটো তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে রাখে জলের উপর, অনুমান করার চেষ্টা করে সে, জলের তলায় দুটি অর্ধনগ্ন নারী পুরুষ কি করতে পারে ? হয়তো ওঁরা এবার চরম সুখ-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, কি বলো ?'

'তোমার কথাগুলো নেকড়ে বাঘের মতো মনে হচ্ছে,' বলল হাস্কিন।

সাউণ্ড-বক্স থাকলে ওঁদের কথাবার্তাগুলো ধরে রাখতো হাস্কিন। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়, আফশোস করল সে।

'ঐ রকম একটা পেলে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতাম আমার শ্রীমতীকে উপহার দেওয়ার জন্যে,' রসিকতা করে বলে ক্যামেরাম্যান, 'আমি নোয়-এর সারঙ-এর কথা বলছি ওটা যেন ওঁর দেহের ওপর লেপ্টে দেওয়া হয়েছে, ঐ স্বচ্ছ পোষাকে ওঁর দেহটা প্রায় নগ্ন ভাবেই দেখতে পাবে তুমি। উঃ, ওঁর একটা স্তন বলতে গেলে একরকম বেরিয়ে পড়েছে ঐ ঠুনকো পোষাকের আড়াল থেকে। ঐ স্তনের বোঁটাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বেশ বড় এবং বাদামী রঙের—'

'তুমি ঠিক দেখতে পাচ্ছো ?'

'হুঁ। আর এও দেখছি প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন রোমাঞ্চকর দৃশ্যটা।'

'ওঁর সম্পর্কে বাজে কথা বলো না। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উনি।'

'ঠিক আছে, ম্যাডাম নোয়-এর সম্মান তার থেকেও বেশি কিন্তু। বিশ্বাস

করবে তুমি, আণ্ডারউড তোয়ালে দিয়ে নোয়-এর গা মুছিয়ে দিচ্ছেন। কি রকম একটা গর্ধভ তিনি পেয়েছেন সব থেকে বড়, দুর্বল চিত্তের, এতো ভাল বোকা গর্দভ এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আর নোয় সাঙও কম কি, যে ভিজে বেড়াল—'

'চুপ করবে বেজন্মা? উনি হলেন ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্ট।'

ক্যামেরাম্যান মাথা তুলিয়ে তাকাল হাস্কিনের দিকে, তার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া। 'একটা বড় মাপের এবং গোলগাল চেহারার মাথামোটা গর্দভ-এর সন্ধান পেয়েছেন দক্ষিণ সাগরে ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্ট।'

এবার অধৈর্য হয়ে ক্যামেরাম্যানকে সরিয়ে দিযে লেন্সের ওপর চোখ রাখল হাস্কিন। দেখল যে আণ্ডারউডের সামনে সটান দাঁড়িয়ে রয়েছেন নোয়। ঠিকই বলেছিল এ্যান্ড্রুজ। একটা স্তন আংশিক ভাবে উন্মুক্ত এবং ভিজে সারঙ তার কোমরের অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। সে-ই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখে বুঝি নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল হাস্কিন। সত্যি উনি যেন সুন্দর একটা শিল্পের প্রতীক, ওঁর শরীরের প্রতিটি ভাঁজে লুকিয়ে আছে শিল্পকলা।

নোয় এখন একটা উজ্জ্বল হলুদ রঙের তোয়ালের ওপর বসলেন। আর তাঁর পাশে বসে পড়লেন আণ্ডারউড। কথা বলতে শুরু করলেন এবার তাঁর সঙ্গে।

'আণ্ডারউড কি বলছেন তাঁকে, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি,' ফিস-ফিসিয়ে হাস্কিন বলতে থাকে, একটা শান্তি আলোচনার অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব দিচ্ছেন তিনি। তুমি বরং এই দৃশ্যের ছবি তুলে রাখ', ক্যামেরার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয় হাস্কিন।

এবার ক্যামেরার লেন্সের ওপর চোখ রাখল এ্যান্ড্রুজ। 'ওঁর সেই সারঙ এখন আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার চোখের সামনে।' এক রকম নিজেকেই প্রশ্ন করল যে, 'সারঙ-এর নিচে অন্য আর কোন পোষাক কি তিনি পরেছেন?'

শুনতে পেয়ে হাস্কিন বলে উঠল, 'পরে থাকলেই ভাল। তা না হলে

মিনিট খানেকের মধ্যেই তাঁর ওপর চেপে বসবেন আণ্ডারউড।'

'বাস্তবে তিনি ঠিক তাই করছেন এখন,' বলল ক্যামেরাম্যান, 'নোয়-এর ওপর ঝুঁকে পড়লেন উনি। আণ্ডারউড তাঁর ডান হাত দিয়ে নোয়-এর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। আমি শপথ নিয়ে বলছি, উনি তাঁর বুকটা নোয়-এর বুকের ওপর চেপে ধরলেন।'

'আমার সন্দেহ আছে,' হাস্কিন বলে, 'প্রকাশ্য দিবালোকে মাঠের ওপর অতোগুলো সিক্রেট সার্ভিসেসের লোকজনদের সামনে এভাবে—'

'কিন্তু সেইরকমই তো মনে হচ্ছে, আণ্ডারউড এখন—'

'কি করছেন তিনি?'

'ওঁকে চুমু খাচ্ছেন।'

'ঠোঁটে না বুকে?'

'ওঁর চিবুকের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন নোয়। এবার তিনি তাঁর ভিলায় ফিরে যাচ্ছেন। আর আমাদের প্রেসিডেণ্ট অনুসরণ করছেন তাঁকে। ওঁদের ব্যবধান খুব বেশি নয়।'

জানালার সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাস্কিন বলে উঠল, 'এবার আমাদেরও ফেরার পালা। এখুনি, ওরিয়েণ্টাল হোটেলে ফিরে গিয়ে ওয়াশিংটনের প্লেন ধরতে হবে। আশাকরি তোমার লোক আমাদের জন্যে প্লেনের টিকিট সংরক্ষণ করে রেখেছে। আণ্ডারউড পৌছানর আগেই আমাদের ফিরে যেতে হবে ওয়াশিংটনে।'

প্রথমে ক্যামেরা তারপর লেন্স প্যাক করার পর সব গোছগাছ করে ফিরে যাওয়ার পথে দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এ্যান্ড্রুজ জিজ্ঞেস করল, 'হাই, তুমি কি মনে করো নোয়-এর ভিলায় তাঁর শয়নকক্ষে আণ্ডারউড তাঁর শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর তপ্ত শরীরটা শীতল করতে উদ্যত এখন?'

'পাগলামি করো না, প্রেসিডেণ্ট অমন নোংরা কাজ কখনো করেন না।'

'না, তা তো করতেই পারেন না। পারে নাকি?' ব্যঙ্গ করে বলল

ক্যামেরাম্যান, 'যেমন করেননি হার্ডিং? ক্লিভল্যাণ্ড? কেনেডি? তাই না?'

'অবশ্যই! আণ্ডারউড ওঁদের মতোন নন।' উত্তরে হাস্কিন বলে, এমন কি ওঁর সম্পর্কে এমন চিন্তা মনেও এনোনা কখনো। এটা ছাড়াই বৃদ্ধ ম্যাটকে আমরা যথেষ্ট বেগ দিতে যাচ্ছি। এখন চলো হোটেলে ফিরে গিয়ে প্লেন ধরার চেষ্টা করা যাক।'

ওয়াশিংটনে ফেরা মাত্র হোয়াইট হাউসে তাঁর শয়নকক্ষে যাওয়ার আগে আণ্ডারউড তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। এ্যালিস তখন তাঁদের পরিবারের প্রথম শয়নকক্ষে একটা সোফার উপর বসেছিলেন, পা দু'টি আড়াআড়ি ভাবে রেখে, তাঁর চোখ পড়েছিল শূন্য টেলিভিসন সেটের ওপর।

'আমি এসে গেছি, ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন আণ্ডারউড। তারপর এ্যালিসের কাছে গেলেন তাঁকে চুমু খাওয়ার জন্যে, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলো এ্যালিস।

'ধন্যবাদ, ওটা তোমার অনেক পাওয়া হয়ে গেছে, আর নয়।'

'এসব তুমি কি বলছ?'

'তার মানে তুমি বলতে চাও তুমি টিভি ছাখনি, আর আজকের খবরের কাগজও পড়নি? ল্যামপাং-এ তোমার বাড়তি একদিন থেকে যাওয়ার কেচ্ছা?'

'তুমি তো জান, প্রেসিডেন্ট নোয়-এর সঙ্গে জরুরি আলোচনার জন্যে আমার আরো একটা দিন থাকার খুব দরকার ছিল।'

'কমিউনিষ্টদের ব্যাপারে? নাকি তাকে সারঙ-এ কেমন দেখায় সেটা দেখার জন্যে?

'এসব তুমি জানলে কি করে?'

'যেমন করে খবরের কাগজগুলো পেয়েছিল। যেমন করে টিভি নেটওয়ার্ক সংগ্রহ করেছিল?' রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে এ্যালিস বলে, 'কয়েকঘণ্টা আগে রেডিওয় বক্তৃতা দেয় হাই হাস্কিন, তোমার ল্যামপাং-

এ থাকার পূর্ণ বিবরণ জানতে পারি তার বক্তৃতা থেকে।'

'হতেই পারে না,' মরিয়া হয়ে অস্বীকার করেন আণ্ডারউড, 'আমার ফেরার একদিন আগেই সে প্রেসের প্লেনে চলে এসেছিল।'

'তুমি তো সেটাই ভেবে রেখেছ। গতকাল ল্যামপাং-এ কি কি ঘটেছিল নিজের চোখে দেখতে চাও? আমার কাছে ভিডিও টেপ আছে। সেটা এখুনি চালাচ্ছি তাহলেই দেখতে পাবে কি রকম গর্দভ আর লম্পট তুমি। বসো টিভির পর্দায় চোখ রাখ মন দিয়ে।'

বোকার মতো চেয়ারে বসে পড়লেন আণ্ডারউড। ভিডিও টেপটা চালু করে দেয় এ্যালিস। আণ্ডারউডের স্থির দৃষ্টি পড়ে থাকে টিভির পর্দায়। হাই হাস্কিনের মুখটা ভেসে ওঠে পুরোপুরি টিভির পর্দায়। তার হাতে মাইক্রোফোন, হোয়াইট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সে।

'আমি হাই হাস্কিন রিপোর্ট করছি, দুঘণ্টা আগে ল্যামপাং থেকে ফিরেছি। প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডে-র বাড়তি একদিন সেখানে থেকে যাওয়ার পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছি এখন. সেই সঙ্গে কিছু উল্লেখযোগ্য দৃশ্যও তুলে ধরছি এখানে। প্রেসের লোকেরা ফিরে আসার আগে আমি জানতে পারি, প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড বাড়তি একদিনের ছুটি কাটাতে চান ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙ-এর সঙ্গে তাঁর ভিলা থাপ-এর বাংলোয়। সেখানকার সমুদ্রে সাঁতার কেটে ক্লান্ত শরীরটাকে শীতল করার জন্যে। তাঁদের খুব কাছাকাছি যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, সিক্রেট সার্ভিসেসের লোকজনরা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বলে তবে খুব কাছাকাছি একটা বীচ এ্যাপার্টমেন্ট থেকে আমাদের ক্যামেরাম্যান বেশ কয়েকটা ছবি তুলে এনেছে। এখন কেবল মাত্র আপনাদের জন্য, প্রেসিডেন্ট নোয়-এর ভিলার সামনে ধাপের ওপর এবং সমুদ্রে স্নানরত প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড ও তাঁর জলকেলির কয়েকটি দৃশ্যের আভাস দিচ্ছি এবার।'

প্রথম দৃশ্য—আণ্ডারউড ও নোয়-এর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় সাঁতার কাটছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য—আণ্ডারউড এবং নোয় জল থেকে উঠে আসছেন দুজনের

দেহই জলসিক্ত, বিশেষ করে স্বচ্ছ পোষাক নোয়-এর শরীরের ওপর এমন ভাবে লেগে গেছে যে, তাঁর দেহের প্রতিটি ভাঁজ, প্রতিটি রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, তার একটি স্তন আংশিক উদ্ভাসিত, বাদামী রঙের স্তনের বোঁটা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং লোভনীয়।

এ্যালিসের কণ্ঠস্বর কানে এলো আণ্ডারউডের, 'ওটা উনি কি পরেছেন? একেবারে নগ্ন দেখাচ্ছে?'

'ওটা একটা সারঙ এ্যালিস। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব নারীরাই এ ধরণের পোষাক পরে থাকেন।'

নীরব হাসল এ্যালিস।

এর পরের দৃশ্য হলো, নোয় সাঙ-এর সিক্ত শরীর তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছেন আণ্ডারউড। বীচের ওপর তোলা তাঁদের আরো অনেক ছবি ভেসে উঠতে দেখা গেলো। আণ্ডারউডের একটা হাত পেঁচিয়ে জড়িয়ে আছে নোয়-এর নিতম্ব, আর একটা হাত তাঁর বুকের ওপরে।

'ওঁর স্তনের ওপর তোমার হাতটা তখন কি করছিল?' জানতে চাইলেন এ্যালিস।'

'এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই।'

তারপরেই নোয়-এর চিবুকে আণ্ডারউডের চুমু খাওয়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠল টিভির পর্দায়।

'এবার কি বলবে,' ব্যঙ্গ করে বলল এ্যালিস, 'কমিউনিজম সম্পর্কে আলোচনা করছিলে?'

'হাস্কিন,' ঢোক গিলে অস্ফুটে বলে উঠলেন আণ্ডারউড, 'সেই নোংরা বেজন্মাটা।' কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বল্লেন, 'ওঁর ভগ্নি বিয়োগে আমি ওঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম।'

রিমোট কন্ট্রোলের সুইচটা অফ করে দিয়ে টি ভি সেটের ওপর শাটার টেনে দিলো এ্যালিস। তারপর শান্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল সে। 'তখনো শোকে অনুতপ্ত তিনি, তাই না ম্যাট? ছিঃ ছিঃ এর থেকে ন্যাক্কারজনক আর কি হতে পারে! উনি তোমাকে ওঁর মতো করে ব্যবহার করতে চান। কিন্তু

ম্যাট, এভাবে বেশিদিন আমি চলতে দেবো না। ওর সান্নিধ্যে আমি তোমাকে আর যেতে দেবো না। এটা খারাপ দেখায় অত্যন্ত খারাপ, তোমার আমার দুজনের পক্ষেই। টি ভি ও রেডিও স্টেশনের হাতে টেপটা হাস্কিন তুলে দেওয়ার পরেই আমেরিকার প্রায় সব বড় বড় খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনে এই মুখরোচক খবর না ছাপিয়ে থাকতে পারেনি তারা। ব্লেক বলেছিল, বেশির ভাগ পত্রিকায় নোয়-এর ছবি ছাপানো হয়েছে বড় করে। ঈশ্বরের দোহাই ম্যাট, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, আমেরিকার মতো একটা বিরাট দেশের প্রেসিডেণ্ড তুমি, সারা বিশ্ব তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে, তাদের ভাল মন্দ দেখার ভার তারা সঁপে দিয়েছে, তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে, তাদের দ্বীপ নিয়ে অযথা মাথা ঘামাচ্ছ তুমি। শোন ম্যাট তুমি যদি ফের ঐ সস্তা মেয়েটির সঙ্গে এক সেকেণ্ড সময়ও ব্যায় করো, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো। এ আমার শেষ কথা মিঃ প্রেসিডেণ্ট। এখনো তুমি যদি নিজেকে শুধরে না নাও আমি তোমাকে আবার বলছি, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো, আর তখুনি তুমি সত্যিকারের অসুবিধেয় পড়বে।'

সাত

হোয়াইট হাউসের প্রাইভেট লাইনের স্টেট সেক্রেটারী এজরা ম্যানসন জরুরি আলোচনা করছিল প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে : 'ম্যাট, একটা বিশেষ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে এখুনি কথা বলতে চাই।'

'কিন্তু এজরা, আমার যে আজ অনেক কাজ আছে। সমস্যাটা কি জানতে পারি ?'

'সমস্যাটা খুবই গুরুতর। আপনি তো জানেন কি প্রেসিডেণ্ট শুক্রবার ইউ, এন, ওর জেনারেল সেক্রেটারী আইজাক ভের বক্তৃতার দেওয়ার কথা আছে। বিষয় : তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকা। আমাদের শীর্ষ চুক্তি সম্ভবপর করার জন্যে উভয় পক্ষকেই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, অন্য দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে আমরা কেউ হস্তক্ষেপ করব না। আমরা বলপূর্বক কিংবা অস্ত্রের সাহায্যে

অন্য দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব না। কিন্তু এই মাত্র আমি জানতে পারলাম, অপর এক দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। ভাবলাম, আপনার বক্তৃতায় এ ব্যাপাবে আপনি হয়ত উল্লেখ করতে পারেন।'

ভ্রূ কুঁচকলেন আণ্ডারউড। 'অবশ্যই আমি তা চাইব। সেটা কোন্ দেশ যেখানে সোভিয়েট ইউনিয়ন গণ্ডগোল পাকাতে চাইছে?'

'ল্যামপাং,' বলল মরিসন।

আণ্ডারউডের কাছে এ যেন হঠাৎ বাজ পড়ার মতোন শোনাল। 'তুমি ঠাট্টা করছ না তো? খুলে বল, কি করে জানলে?'

'ফোনে এসব কথা বলতে চাই না। আপনার সামনা সামনি আলোচনা করতে চাই,' মরিসন বলে, 'আধঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি আপনার কাছে।'

হোয়াইট হাউসে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো মরিসন। কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করলেন আণ্ডারউড, 'ল্যামপাং-এ গণ্ডগোল তাই না?'

হ্যাঁ ল্যামপাং-এ, মরিসন প্রেসিডেন্টের ডেস্কের উল্টোদিকেব একটা চেয়ারে যুৎসই ভাবে আসন গ্রহণ করে তার কথাব পুনরাবৃত্তি করে আরো বলে, কমিউনিষ্টরা তাদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি করার জন্যে বেছে নিয়েছে দ্বিতীয় দ্বীপ ল্যামপাং তারা সেখানে হানা দেয় গতকাল রাতের অন্ধকারে। জেনারেল নাকরণ প্রস্তুত হওয়ার আগেই তিন তিনটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে তারা।

'আশ্চর্য!' 'সত্যি আশ্চর্যই বটে! মারসপ আর লুনাকুলের মধ্যে বোঝা-পড়ার জন্যে একটা মিটিং-এর ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন ম্যাডাম নোয়।'

'কমিউনিস্টরা কখনই বোঝাপড়ায় আসতে চায় না। নাকরনকে অকেজো করে দিয়ে বলপ্রয়োগে মেতে উঠেছে তারা এখন।'

'অবিশ্বাস্য! কে তোমাকে এ খবর দিলো?'

'জেনারেল নাকরন। সে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে কমিউনিষ্টদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে কিন্তু আমি তাকে বলেছি আপনার কাছ থেকে নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা যেন সে না করে।' মরিসন আরো বলে, 'ইউ, এন, ও র

বক্তৃতা দেওয়ার সময় সোভিয়েট প্রধানকে জোরালো ভাবে আক্রমন করবেন।'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও। সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতির খবর সংগ্রহ করে আমাকে জানাও। তারপর আমি ঠিক করবো, কি করা যেতে পারে।'

এজরা ম্যানসনের সঙ্গে কথা বলার সময়েই প্রেসিডেন্ট ঠিক করে ফেলেন কি করতে হবে। গল ব্লেককে ডেকে পাটালেন তিনি। ল্যামপাং এর গণ্ডগোলের কথা সেও শুনেছে। আণ্ডারউড তাঁকে বলেন, ম্যাডাম নোয়-এর সঙ্গে তাঁর কথা বলতে চাই আমি। খোঁজ নাও তিনি এখন কোথায়। আমার সঙ্গে তাঁর কথা বলার ব্যবস্থা করে দাও এখুনি।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই নোয়-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তাঁর কানে। 'তুমি কেমন আছ নোয় ?'

'চমৎকার ম্যাট। এখানে গণ্ডগোলের কথা তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ, সেক্রেটারী মরিসনের কাছ থেকে শুনলুম। জেনারেল নাকরনের সঙ্গে কথা হয়েছে তার।'

'কিন্তু আমি এখনো নিশ্চিত নই। ব্যাপারটা এখনো ঠিক পরিস্কার নয়। জেনারেল নাকরনের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আগ্রাসী কমিউনিষ্টরা নাকি আমাদের আক্রমণ করেছে। তবে প্রচণ্ড লড়াই করে আমরা তাদের বিতারিত করেছি,মারসপ ফোনে লুনাকুনের সঙ্গে কথা বলেছে। সব কিছুই অস্বীকার করেছে সে। লুনাকুলের অভিযোগ নাকরন ও তার সৈন্যরাই নাকি কমিউনিষ্টদের প্রথম আক্রমন করে তখন তার আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে, এখন জানি না এ ব্যাপারে কে সৎ, কার কথা প্রকৃত সত্য।'

'সম্ভবত নাকরনই ঠিক বলছে।'

'ও হ্যাঁ, শেষ লড়াই-এর পরে কমিউনিষ্টদের বিতারিত করার পর আমরা তাদের অনেক অস্ত্র শস্ত্র দেখতে পেয়েছি, সবগুলোই রাশিয়ার তৈরী।

'সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে ?'

'সরাসরি রাশিয়া থেকে এসেছে কিনা ঠিক জানি না। এতে আমার সন্দেহ আছে।' নোয় বলেন, 'আমার মনে হয় সেগুলো ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া মারফতও এসে থাকতে পারে।'

'নোয় তুমি তো জান এ সপ্তাহেরশেষেইউ, এনও, জেনারেল সেক্রেটারীর সঙ্গে আমাদের দুই দেশের নীতির ব্যাপারে আমি বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অপর কোন দেশের আভ্যন্তরিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবো না। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের নির্লজ্জ ভাবে ল্যামপাং এর কমিউনিষ্টদের সঙ্গে হাত মেলানোর ব্যাপারে আমি অভিযোগটা আনবো তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে। তবে তার আগে আমি চাই অভিযোগটা প্রথমে তোমার দেশের কাছ থেকেই আসুক। তাতে তোমাদের হয়ে আমাদের ওকালতি করা সুবিধে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে তোমার দেশের কমিউনিষ্টদের অস্ত্র সরবরাহ করছে তার নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারলে তাদের আমি বেকায়দার ফেলতে পারবো। একটু থেমে আণ্ডারউড বলেন এক কাজ করো নোয়, তুমি নিজে আমেরিকায় এসে এউ, এন, ওতে প্রতিবাদ করো। আমার লোকেরা তোমার হোটেলের সব ব্যবস্থা করে দেবে এমন কি ইউ, এন, ওতে তোমার অভিযোগের খসরাও তৈরী করে দেবে তারা। আমাদের উভয় দেশের পক্ষে এটা খুবই সহায়ক হবে।'

একটু ইতস্তত করে নোয় বলেন, 'হয়তো আমি তা করতে পারি।'

'ঠিক আছে, 'ফোন রাখার আগে আণ্ডারউড বলেন, 'ইউ, এন এর সাধারণ অধিবেশনের পর আমরা দুজন ঘরোয়া ভাবে মিলিত হয়ে নৈশভোজে সারলে কেমন হয় নোয়?'

'ভালই হয়। তোমার আমন্ত্রন আমি গ্রহণ করলাম ম্যাট।'

ইউনাইটেড নেশনে নোয় সাঙ-এর আসন্ন আবির্ভাবের খবরটা ঘোষণার পরেই আমেরিকায় সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত বার্জিন্স ছুটে এলো স্টেট ডিপার্টমেণ্টে মরিসনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

কোন ভূমিকা না করেই জানতে চাইল সে, 'আপনাদের প্রেসিডেন্ট সত্যিই কি জেনারেল এ্যাসেমব্লীতে নোয় সাঙ-এর বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারটা

সমর্থন করেন ? খবরটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলব, আপনাদের প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করে গণ্ডগোল পাকাতে চাইছে। অনেক কষ্টে সেক্রেটারী জেনারেল ইজ্ঞাতোভ আর প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডকে ইউনাইটেড নেশানে অনাক্রম চুক্তি কার্যকারী করার ব্যাপারে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে রাজি করিয়েছিলাম, অথচ এখন আপনাদের প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম নোয়কে আহবান করলেন আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্যে। এর থেকে কোন ভাল ফল আশা করা যায় না।'

'শুনুন মিঃ এ্যাম্বাসাডার আসলে সমস্যাটা কি জানেন, ম্যাডাম নোয় তদন্ত করে দেখছেন ল্যামপাং সরকারের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের প্রভাবিত ল্যামপাং কমিউনিষ্টদের খেপিয়ে তুলছে। তিনি মনে করেন এটা আপনাদের দেশের আগ্রাসী নীতি ছাড়া আর কিছু নয়।' মরিসন আরো বলে, শুধু তাই নয়। প্রমান আছে তাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।'

'আমরা দিইনি। আমাদের অস্ত্র যে কোন যায়গা থেকে আসতে পারে,' বার্জিন্স কৈফিয়ত দেয়, সিরিয়ার মত অনেক দেশ আছে, যারা সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র কিনে থাকে, যেমন তারা আমেরিকা থেকে কিনে থাকে। তাদেরই কেউ হয়তো ল্যামপাং-এ অস্ত্র সরবরাহ করে থাকবে।'

'আপনাদের সেটা প্রমাণ করতে বলতে পারেন প্রেসিডেন্ট। যাইহাক আমি তাকে আপনার বক্তব্য জানাবো। তবে আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না। আমি একজন স্টেট সেক্রেটারী মাত্র, প্রেসিডেন্ট এই। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো তাঁকে বোঝাবার জন্যে, তবে সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার তিনিই নেবেন।'

'ধন্যবাদ রাষ্ট্রদূত বার্জিন্স,' শান্তগলায় মরিসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়।

ব্লেককে সঙ্গে নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট ধরে ওভাল অফিসে দেখা করতে এলো প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের সঙ্গে। উদ্দেশ্য, রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বার্জিন্স-এর প্রতিবাদের কথা তাঁকে জানালো। সেই সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের দাবি-

মতো ইউনাইটেড নেশনে জেনারেল এ্যাসেমব্লীতে ম্যাডাম নোয়-এর বক্তৃতা দেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।

মরিসনকে সমর্থন করতে গিয়ে আণ্ডারউডকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্লেক, 'শুনুন মিঃ প্রেসিডেণ্ট, ম্যাডাম নোয়-এর বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া দু'রকম হতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের শান্তি আলোচনা বানচাল হয়ে যেতে পারে আর ল্যামপাং-এ আমাদের শক্তি হ্রাস পেতে পারে। ল্যামপাং-এ আমরা অনেক টাকা লগ্নী করেছি. সব জলে চলে যাবে সেখানকার স্থানীয় কমিউনিষ্টদের খেপালে' তারা সেখানে আমাদের অবস্থা খারাপ করে তোলার ক্ষমতা রাখে। তাই বলছি ম্যাট, এজরা আর আমি যা বললাম বিবেচনা করে দেখুন। ম্যাডাম নোয়কে ফোন করে এখুনি বলে দিন, এখানে নীতির পরিবর্তন ঘটেছে। আপনি তাঁর কাছে কঠোর শর্ত আরোপ করে জানিয়ে দিন, ইউ, এন, ও-তে বক্তৃতা দিতে পারবেন না তিনি। পারবেন তাঁকে এসব কথা জানিয়ে দিতে?'

ব্লেকের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে আণ্ডারউড অবশেষে বলেন, 'আমার উত্তর হলো, না। ইউ. এন. ও-তে তিনি যে অবাঞ্ছিত, সে কথা আমি তাঁকে বলতে পারবো না। আমি মনে করি সেখানে তাঁর বক্তৃতা দেওয়া উচিৎ। এবং পরে আর কোন কথা নয়। ভদ্রমহোদয়গণ আজকের দিনটা আপনাদের শুভ কামনা জানিয়ে বলছি, আপনারা এখন বিদায় নিতে পারেন।'

পরদিন ওয়েলেসলি থেকে আণ্ডারউডকে ফোন করল তাঁর মেয়ে ডায়না। দু'সপ্তাহ তার কোন খবর পাননি তিনি। স্বভাবতই খুশি হয়ে রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই দূরভাষে ডায়নার কিশোরী কণ্ঠস্বরের মিষ্টি স্বর ভেসে এলো, 'হাই ড্যাড, কেমন আছ তুমি?'

'ভাল, তুমি কেমন আছ ডায়না? সব ঠিক ঠিক চলছে তো?'

'পরীক্ষার জন্যে আমাকে খুব খাটতে হচ্ছে। ভালকথা, আমার গবেষণা-মূলক বিষয়টা বেশ ভালই। বিংশ শতাব্দীর মহিলা নেত্রীদের নিয়ে গবেষণা।

বিষয়টা তোমার কেমন মনে হয়?'

'আমার তো খুব পছন্দ। তা তুমি কি মার্গারেট থ্যাচার, ইন্দিরা গান্ধী, গোল্ডা মেয়ারের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, এঁরা আমাকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। আমার তো মনে হয়, এঁরা পুরুষদের থেকেও অনেক বেশি প্রতিভাময়ী আর আমার তো মনে হয় বিশ্বের দরবারে পুরুষদের সঙ্গে এঁদেরও নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ।'

'এ ব্যাপারে আমি ঠিক তোমার সঙ্গে এক মত হতে পারলাম না ডায়না।'

'আর সেই কারণেই তো তোমাকে ফোন করছি। আমাকে একটা অনুগ্রহ করতে পার?'

'বল।'

'শুনলুম' এ সপ্তাহের শেষে তুমি আর রুশ নেতা ইউ. এন. ও তে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছ। কিন্তু আজ সকালের 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় দেখলাম ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম নোয় সাঙও বক্তৃতা দেবেন জেনারেল এ্যাসেমব্লিতে। তিনি কি বন্ধুভাবাপন্ন নারী?'

'হ্যাঁ, খুবই। আশাকরি তাঁকে তোমার খুব পছন্দ হবে।'

'ঠিক আছে। আমিও তাই আশা করেছিলাম।' বলল ডায়না। 'ওঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আমি নিউইয়ার্ক যাচ্ছি। ওঁর সঙ্গে তুমি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে?'

একটু ইতস্তত করে আণ্ডারউড বলেন, 'সম্ভবত পারবো, তবে ইউনাইটেড নেশানে বক্তৃতা দেওয়ার পর তাঁর পরবর্তী প্রোগ্রামের কথা আমার জানা নেই। কেন, ওঁর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'অনেক উঁচু। ওঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব। তবে আমি তাঁকে কেবল শ্রদ্ধা করি বলে নয়, আমি তাঁর সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলতে চাই আধুনিক নেত্রীদের নিয়ে আমার গবেষণার কাজ সফল করে তোলার জন্যে।'

মনে মনে ভাবলেন আণ্ডারউড বলেন, দ্য ফোর সেসনে আমি তাঁকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছি। ওঁর সঙ্গে তখন তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারবো বলে আশা করি।'

'তাহলে আমি তোমার সঙ্গে দ্য ফোর সেসনেই দেখা করবো কেমন?'

'চমৎকার! রাত আটটার সময় এসো।'

'ড্যাড, এখন বল কি পোষাক পড়ে যাবো?'

'তুমি কি পোষাক পড়বে না পড়বে তা আমি কি করে জানব বল? তাছাড়া তুমি সুন্দরী তোমার মায়ের মতো রূপ পেয়েছ তুমি, যে পোষাকই পড় না কেন তুমি, খুব ভাল মানাবে।'

'ও কে, ড্যাড, তাহলে ঐ কথা রইল। বাই—'

দ্য ফোর সেসনে-এ ডায়না আণ্ডারউড তার বাবা আসার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। পল ব্লেক (সোভিয়েট কাউন্টারপার্টের দেওয়া রিসেপসনে হাজির ছিল মরিসন তখন), নোয় সাও, মারসপ, সিক্রেট সার্ভিসেস এজেন্ট এবং নোয়-এর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে ম্যাট আণ্ডারউডকে দ্য ফোর সেসনে-এ হাজির হতে দেখল ডায়না। ডায়নাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন আণ্ডারউড। তিনি তাঁর মেয়েকে চুমু খেলেন, তারপর শুরু হলো পরিচয়ের পালা।

'তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে,' ডায়না বলল তার বাবাকে।

'এটা তোমার বিনয়,' আণ্ডারউড তাঁর মেয়েকে বললেন, 'ম্যাডাম নোয়-এর বক্তৃতার কাছে আমারটা কিছুই নয়···নোয় সত্যিই তুমি সবাইকে খুশি করতে পেরেছ।'

'এটা তোমার তোষামুদি হয়ে যাচ্ছে ম্যাট,' তারপর ডায়নার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিয়ে নোয় বলেন, 'তোমার মেয়ে সত্যিই অপরূপা সুন্দরী ম্যাট, একেবারে নিখুঁত সুন্দরী যাকে বলে আর কি।'

'ধন্যবাদ নোয়। তোমার মতো সুন্দরী যদি ও হয়, তাহলে আমি অনেক বেশি খুশি হবো।'

নৈশভোজের টেবিলে বসতেই ড্রিঙ্কস দিয়ে যায় ওয়েটার। ডায়নার কণ্ঠস্বর

ভেসে আসে আণ্ডারউডের কানে।

'সত্যি আপনি অপূর্ব, আপনার আকর্ষণেই আজ অমি এখানে ছুটে এসেছি। আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই,' ডায়না বলল নোয়কে।

'তোমার গবেষণার বিষয়ে আমিও খুব উৎসাহিত,' প্রত্যুত্তরে বললেন নোয়।

নোয়-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে ডায়না বলে, 'আপনার সুন্দর বক্তৃতার জন্যে আমার বাবা আগেই আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আমাকে আমার অভিনন্দন জানাতে দিন। যাদের সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন তাদের মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছি, তারা আপনার বক্তৃতায় খুবই প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো।'

হাসলেন নোয়। 'আমার আশঙ্কা, সবাই হলেও রুশরা কিন্তু হয়নি।'

'তা না হোক,' বললে ডায়না, 'আমি কোন তত্ত্বভিত্তিক আলোচনায় যাচ্ছি না, আপনার সম্পর্কে আমি অনেক খবর জেনেছি, তবে সে শুধুই পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মতো। তাই আমি এখন আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই, মানে সব কিছুর ব্যাপারে আপনার অনুভবের কথা।'

'আমার অনুভব?' নোয় বিস্মিত।

'এই ধরুন আপনি তো এখানকার ওয়েসলি স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন তা আপনি কেনইবা এই স্কুলটা পছন্দ করলেন?'

আবার হাসলেন নোয়। 'কারণ গণতান্ত্রিক পথে আমি বড় হয়েছি। বিশ্বের সেরা গণতান্ত্রিক দেশকে ভাল করে জানবার জন্যেই এই স্কুলটা আমি বেছে নিই। এ ব্যাপারে আমার অভিভাবকদেরও কোন দ্বিমত ছিলো না, আমার ইচ্ছেতেই তাঁরা সায় দিয়ে দেন।'

'ঠিক তা নয় ডায়না। আমি দেখেছি, ওয়েলসলিতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, আর অন্য সব স্কুলের থেকে সেখানকার স্কুলটা অনেক বেশি উন্নত এবং ভাল বলেই তিনি সেটা বেছে নেন তাঁর শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে।'

'ওঃ ম্যাট,' বাধা দেন নোয়।

'অস্বীকার করো না। আমি জানি, এটাই সত্য, আণ্ডারউড বলেন, 'তোমার বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর নোয়। অনেক মেধাবী ও শক্তিশালী মহিলাদের আমি জানি, কিন্তু তোমার মতো এমন একজন বুদ্ধিমতী নারীর সংস্পর্শে এর আগে আমি কখনো আসিনি।'

ইতিমধ্যে নৈশভোজের খাবার পরিবেশন করে গিয়েছিল ওয়েটার মরিসনের নির্দেশে। খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে আণ্ডারউড তাঁর মেয়ের উদ্দেশে বলে ওঠেন, 'এবার ওঁকে খেতে দাও ডায়না—'

'না না, তোমার যা প্রশ্ন করার করতে পার ডায়না। আমি খেতে খেতে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবো। সত্যি কথা বলতে কি, একই সঙ্গে ও দুটো কাজই আমি করতে পারি।'

'এই মুহূর্তে আমি আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করবো।' ডায়না বলতে থাকে, 'আমার এপ্রশ্নের উত্তর একমাত্র আপনিই দিতে পারেন। আপনার স্বামী নিহত হওয়ার পর আপনি ল্যামপাং-এর প্রেসিডেণ্ট হন। স্বামীকে হারানোর পর আপনি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তারপর আবার কোন পুরুষের সঙ্গ কামনা আপনি করেছেন?'

গম্ভীর হয়ে স্থির চোখে ডায়নার দিকে তাকালেন নোয়। 'তুমি কি বোঝাতে চাইছ? অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সংসর্গের প্রয়োজনে, নাকি শুধুই সঙ্গলাভের জন্যে?'

'আ-আমার ধারণা সঙ্গ কামনার জন্যে। আবার হয়তো দুটোই প্রয়োজনে। তবে সঙ্গলাভের ব্যাপারেই আলোচনা করা যাক আপাততঃ।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন নোয়, 'আমার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের পর কেবল একজন পুরুষ ছাড়া অন্য আর কোন পুরুষের সঙ্গে সময় কাটানোর ইচ্ছে আমার হয়নি। তিনি যে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন। সেই ঝুঁকি নিয়েও আমি তাঁর সঙ্গ কামনা করে ডাকি, আমি তোমার বাবার কথা বলছি, বুঝতে পারছ তো!'

চোখ পিট পিট করে ডায়না তার বাবার দিকে তাকায়, পরক্ষণেই নোয়-এর দিকে ফিরে বলে সে, 'আপনি ঠিক বলেছেন, আমার বাবার সঙ্গে

মিশতে গিয়ে আপনি আনন্দ উপভোগ করে থাকেন ?'

'ম্যাডাম নোয়-এর কথায় গুরুত্ব দিও-না ডায়না,' বাধা দিয়ে আণ্ডারউড তাঁর মেয়েকে বলেন নোয়-এর হয়ে, 'হোয়াইট হাউসে অনেক নারীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, কিন্তু ম্যাডাম নোয়-এর মতো মিশুকে নারী এর আগে আমি কখনো দেখিনি। যখনি ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আমি ওকে ছাড়তে চাইনি, আর একটা বাড়তি দিন আমি ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি ওর সঙ্গে বেশি করে আলাপ করার জন্যে। কারণ ওর সঙ্গ তখন আমার কাছে একান্তই কাম্য বলে মনে হয়েছে।'

'কিন্তু কেন, কেনই বা তোমার মনে এই ইচ্ছাটা জাগে বলবে ?'

'কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে বৈকি !' উত্তরে আণ্ডারউড বলেন, 'প্রথম কারণ হলো দারুণ বুদ্ধিমতী মেয়ে ও। এবং ওর আর একটা আকর্ষ-ণীয় গুণ হলো,—ওর মধ্যে এখন কতগুলো বাড়তি গুণ আছে যা ঠিক উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায় না।'

'তবু কেন—'ডায়না তার বাবাকে চাপের মুখে ফেলে দেয়।

'ওর উষ্ণ সান্নিধ্য ওর দুর্বার আকর্ষণ এড়ান যায় না। তারপর আরো আছে যা বর্ণণাতীত। ওর মধ্যে আছে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করার গুণ যাকে বলে।'

মৃদু হেসে ডায়নার উদ্দেশে নোয় বলে ওঠেন, 'তুমি তো এখনো খাওয়াই শুরু করলে না ডায়না। এসো, এবার আমরা খেতে শুরু করি', একটু থেমে নোয় তাঁর মনের অজান্তে সত্যি কথাটা বলে ফেললেন, ঐ একই ভাবে আমিও তোমার বাবাকে দেখে থাকি।

এই সময় তারা সবাই ক্ষুধার্ত। তাই আর কথা না বলে যে যার খাওয়ায় মন সংযোগ করল।

নৈশ ভোজের পর নোয় সাও এবং মারসপকে পিয়ের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিতে গিয়ে আণ্ডারউড তাঁর মেয়ের উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নোয়ের ঠোঁটে একটা চুম্বন দিয়ে বসলেন। তারপর সেখান থেকে আণ্ডারউড, ডায়না এবং ব্লেক লিমোসিন গাড়িতে চেপে চলে এলেন জন এফ, কেনেডি বিমানবন্দরে। এয়ারফোর্স ওয়ান-এ উড়ে এলেন ওঁরা নিউইয়র্ক সিটি থেকে বোস্টনের লোগান বিমানবন্দরে। সেখান থেকে আর একটা লিমোসিন গাড়িতে চেপে ওয়েলেসলি কলেজে।

মেয়ের সঙ্গে কথা বলার খুব একটা সুযোগ পাননি আণ্ডারউড। ডায়নাকে তার কলেজে ছেড়ে আসার আগে তিনি তাঁর সঙ্গে নিভৃতে দু'চারটে কথা বলে নিতে চাইলেন। মাঝপথে ব্লেককে বাধা দিয়ে তিনি বলে ওঠেন, 'ব্লেক, তুমি এখানে রুখে যাও। বাকিটা পথ আমি একটা ডায়নার সঙ্গে যেতে চাই। ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা আমি সেরে নিতে চাই।'

'ও, কে, ম্যাট,' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আণ্ডারউড ও ডায়নার অপস্য়মান ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। চলতে চলতে দু'চারটে মামুলি কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ আণ্ডারউড জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয় ডায়না, নোয়-এর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

বাবার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে ডায়না বলে, 'ওঁর সম্পর্কে আমি কি ভাবি তা নিয়ে মাথা ঘামিও না ড্যাডি। তুমি বেশ ভাল করেই জান যে ওঁর সম্পর্কে আমার কি ধারণা হতে পারে। এখন আসল প্রশ্ন হলো, ওঁর সম্পর্কে তুমি কি ভাব?'

'সে তো খুব সহজ ব্যাপার,' প্রত্যুত্তরে আণ্ডারউড বললেন, 'আমি ওকে পছন্দ করি। খু-উব। শুরু থেকেই এবং এখনো।'

'ড্যাড, এখন আমি তোমাকে এখন এতটা কথা বলতে যাচ্ছি যা তুমি শুনতে চাইবে না। বিশেষ করে তুমি যখন বিবাহিত। আমার তো মনে হয় না, ওঁর জন্যে তুমি গভীর ভাবে চিন্তা করো। এমন কি এও মনে করি না, ওঁর প্রতি তোমার কোন স্নেহ আছে। মা'র কথা অনুমান করে এ সব কথা, তোমার সম্পর্কে ভাবাটাও পাপ। তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ড্যাড, আমার ধারণা নোয়কে তুমি ভালবেসে ফেলেছ।'

কথাটা শোনা মাত্র চমকে উঠলেন আণ্ডারউড। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি। এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি বললেন, 'এ একেবারে অবিশ্বাস ডায়না। ওঁকে ভাল বাসি? ঈশ্বর তুমি সাক্ষী, তোমার মা ও তোমাকে ছাড়া অন্য আর কোন নারীকে ভালবাসার কথা আমি চিন্তাই করতে পারি না। বিশেষ করে এক মহিলা আমার কাছে কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা তাঁকে আমি কি করে ভালবাসতে পারি? এ সব

কথা ভাবাও পাপ! বোকামো।' একটু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন আণ্ডারউড, 'এমন একটা অদ্ভূত ধারণা তোমার কি করে হলো জানি না; এ নিয়ে আর কোন আলোচনা নয়।'

'ঠিক আছে, তুমি না চাইলে আমি আর কিছু বলবো না। তবে তোমার দুজনের কথা বলায় মধ্যে অন্তরঙ্গতা, তোমাদের আচার-আচরণ থেকেই আমার এ উপলব্ধি। তুমি হয়তো ভাবছ, আমার বয়স কম, অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তা যদি ভেবে থাক, তাহলে বলব, তোমার ধারণা ভুল। আমার এই অল্পবয়স্কের চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। আমার মাকে তুমি বোকা বানাতে পারো, তাঁর মনে আঘাত দিতে পারো। কিন্তু আমাকে পারবে না। যাইহোক, সময় পেলে শান্ত মেজাজে আমি যা বললাম ভেবে দেখ। তোমার এখনো বয়স আছে, এ বয়সে নতুন করে প্রেম করাটা অন্যায় কিছু নয়, তবে কাউকে ফাঁকি দেওয়াটা অন্যায়।' এই পর্যন্ত বলে নীরব হলো ডায়না।

এয়ায়ফোর্স ওয়ানে উঠে আণ্ডারউড তাঁর মেয়ের কথা ভাবতে বসলেন চোখ বুঁজে। বিমান তখন বোস্টন থেকে ওয়াশিংটনের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। তাঁর ভাবনাও তেমনি দ্রুত গতিতে ছুটে চলে। ডায়নাকে তিনি বলেছেন, জেদী মেয়ে সে। নোয় সাঙ-এর সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রসঙ্গ ফিরে আর যেন সে না তোলে। কিন্তু সত্যি কি তিনি ভুলতে পারছেন নোয়কে? এই যে তিনি এখন চোখ বুজে মেয়ের কথাগুলো ভাবছেন, তারই মাঝে তাঁর মন পড়ে রয়েছে নোয় সাঙ-এর চিন্তায়। নোয়-এর কণ্ঠস্বর তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন, তাঁর শরীরের ঘ্রাণ যেন তাঁর নাকে এসে লাগছে। এক কথায় তাঁর সারা মন-প্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে নোয় সাঙ এখন। তাহলে তাঁর মেয়ের অনুমানই কি ঠিক? ল্যামপাঙ-এর প্রেসিডেন্টের প্রেমে পড়েছেন তিনি। না, তা কি সম্ভব হতে পারে? কিন্তু ওয়াশিংটনে ফেরার পথে এ সব কথাই ভাবছিলেন তিনি বার বার, আর যতো ভাবছিলেন ততই যেন বিস্মিত হয়ে উঠছিলেন।

ফার্স্ট লেডী এ্যালিস, একবারের চেষ্টাতেই তার মেয়ে ডায়নাকে

ওয়েলসেলি কলেজে পেয়ে যেতেই মনে মনে দারুণ খুশি হলেন।

'হ্যালো ডায়না, তোমার গবেষণার কাজে ল্যামপাও-এর প্রেসিডেন্ট নোয় সাও কোন উপকারে এলো?'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুই পেলাম তাঁর কাছ থেকে, এর জন্যে ধন্যবাদ ড্যাডকে। 'দেখলাম ম্যাডাম নোয়-এর ওপর ড্যাডের প্রভাব কতখানি। তাঁর এক কথায় ম্যাডাম নোয় তাঁর অন্তর থেকে মিশলেন আমার সঙ্গে আমার যা জানার ছিলো, কত সহজে বুঝিয়ে দিলেন আমাকে। কি চমৎকার ব্যবহার তাঁর। আমাকে তিনি তাঁর মেয়ের মতো স্নেহ করলেন। এ সবই ড্যাডের সৌজন্যে। ম্যাডাম নোয় এবং ড্যাডের মধ্যে একটা অদ্ভুত বোঝাপড়া দেখলাম। সত্যি একমাত্র ওঁদের দুজনের মধ্যেই সেটা সম্ভব।'

'তাই বুঝি!' ব্যঙ্গ করে বলল এ্যালিস, 'বাপের মতো দেখছি ঐ মায়াবী নারীর কথায় তুমিও মজে গেছ!'

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর এ্যালিস ভাবতে বসে, আজ সে মুক্ত, আজ তার মতো সুখী কেই বা আছে এ সংসারে? ডায়নার কথাগুলো তখন যেন তার কানে প্রতিধ্বণিত হয়ে ফিরছিল। নোয়-এর সঙ্গে প্রেমের খেলায় মেতে উঠেছে ম্যাট। একটা ছাগল সে! স্টুপিড! সন-অফ-বীচ। বেজন্মা! এ্যালিসের মনে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয় সে, ওদের আর বেশি বাড়তে দেবে না সে। ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, নিজেকে নিজে বলল সে। ফার্স্ট লেডী হতে তাঁর খুব ভাল লাগে, এবং ফার্স্ট লেডী হয়েই থাকতে চায় সে।

আট

সেদিন রাত্রে ভাল ঘুম হলো না এ্যালিস আণ্ডারউডের। অল্পই ঘুমাল সে। আর ঘুম ভাঙ্গতেই কথাটা তখনো তার মনের মধ্যে আলোড়িত হতে থাকে। ম্যাট আর আর নোয়-এর অন্তরঙ্গ মিলনের কথা মনে পড়তেই তাদের নৈশ

ভোজে ডায়নার উপলব্ধির কথাটা মনে পড়ে গেলো। সেই প্রসঙ্গটা মোটেই পছন্দ নয় এ্যালিসের। এ সবই মনে করিয়ে দেয় নোয় সাঙ-এর মতো একজন সস্তা মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছে ম্যাট আণ্ডারউড। নোয়-এর উপস্থিতিতে ম্যাট যেন বড় বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে, বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে নোয়কে নিয়ে সে যে কি করবে ভেবে পায় না। সত্যিকারের দিশেহারা হয়ে যায় সে তখন। এ জিনিষটা বেশি বাড়তে দেওয়া ঠিক নয় ভাবল এ্যালিস, এ একেবারে অসহ্য। ম্যাডাম নোয় সাঙকে আরো বেশি করে জানার এটাই উপযুক্ত সময়। নোয় যেন এখন তার কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। তার হুমকিতে ভয় পায় না সে। এখন নোয় সাঙকে বেশি করে জানতে হবে। আর এ সব গুরুত্বপূর্ণ খবরা-খবর দিতে পারে একমাত্র পল ব্লেক।

ফোনে এ্যালিস যোগাযোগ করলো পল ব্লেকের সঙ্গে। 'সুপ্রভাত পল, আমি এ্যালিস কথা বলছি।'

'আমার কি সৌভাগ্য। ভারি আশ্চর্য লাগছে তুমি আমাকে ফোন করলে বলে। সুপ্রভাত এ্যালিস।' ব্লেক গদগদ হয়ে বলে, 'বলো, ফোন করলে কেন?'

'তোমার সময় হবে? এখুনি একবার চলে এসো আমার কাছে।' এ্যালিস বলে, 'তবে এটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার কাছে তুমি যে আসছ, প্রেসিডেন্ট যেন জানতে না পারে।'

'বুঝেছি।'

'ফার্স্ট লেডীর ড্রেসিংরুমে আমি থাকব। কেবল আমরা দুজনে থাকব।' ব্লেককে লোভ দেখাতে চাইল এ্যালিস।

ফোনটা রেখে দিয়ে হাসকিনের ভিডিওটেপে নোয় ও ম্যাটের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবিগুলোর কথা মনে পড়ল এ্যালিসের, নোয়-এর সুডৌল বাঁ পা এবং তার উরুর কিছু অংশ নগ্ন ও উন্মুক্ত। আরো মনে পড়ল তার, নোয়-এর স্তন দু'টি খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা গেছে সেই ভিডিওটেপে, এ্যালিস তার সাটিনের বেল্টটা আলগা করার পর গলার বোতামটাও খুলে ফেলে আয়নার সামনে

ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করল এ অবস্থায় তাকে কেমন দেখায় তা দেখার জন্তে। তার চমৎকার পুরুষ্ট স্তন ছুটি বাঁধন মুক্ত স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠল। সে জানে ব্লেক যদি তার বুকের উপর নজর দেয়, অনায়াসেই স্তনাগ্র দেখতে পাবে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দরজার বাইরে পল ব্লেকের পদধ্বনি শুনতে পেল সে তারপরেই শব্দটা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল। তেমনি নিচু হয়ে থেকে তাকে আহ্বান করল এ্যালিস। তার কাছে এগিয়ে আসতেই এ্যালিস এমন ভাবে ঝুকে পড়ল যে স্পষ্টতই বুঝতে পারল স্তনের বোঁটা-ছুটির ওপর পলের যে নজর পড়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে। আড়চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে মাথা উঁচু করে এ্যালিস তার চিবুকটা উঁচিয়ে ধরল পলের চুমুক প্রত্যাশায়। ঝুঁকে পড়ে পল তার চিবুকের উপর চুমু খেলো। ভিজে জিভ দিয়ে আরো একবার চুমু খেলে পল তার চিবুকের উপর। গভীর অনুরাগের হাসি ফুটে উঠল এ্যালিসের ঠোঁটে।

'পল, খুব ভাল লাগল তোমার ঐ মিষ্টি চুম্বন,' বলল সে, 'একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার সামনে এসে বসো, তোমাকে খুব কাছ থেকে দেখতে চাই, খু-উব কাছ থেকে।'

ব্লেক চেয়ার টেনে বসল তার মুখোমুখি। এ্যালিস বেশ বুঝতে পারে এবার পলের দৃষ্টি পড়বে তার প্রায় নগ্ন পা ও উরুর ওপর, কথা বলতে বলতে বারে বারে তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হবে সেখানে।

'আজ তোমাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে প্রিয়তমা,' বলল, পল, 'একেবারে অভিসারিকার মতোন। ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে তোমার অমন সুন্দর শরীরটার মধ্যে ডুবে যাই।'

'ধন্যবাদ প্রিয় পল, ধন্যবাদ। পুরুষের মুখ থেকে এমন প্রশংসা শুনলে কোন্ নারী নিজেকে ধন্য মনে না করে থাকতে পারে বল?' তারপর প্রসঙ্গ বদল করে এ্যালিস কাজের কথাটা পাড়ল, 'তোমার সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই পল। বুঝতেই পারছ সেগুলো অবশ্যই একান্ত

ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি পল। যখনি আমার মনে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, বিশেষ করে ম্যাটের ব্যাপারে, তখন তোমাকে ছাড়া অন্য আর কারোর কথা মনে পড়ে না আমার।'

ব্লেকের দৃষ্টি সরে গিয়ে এবার এ্যালিসের নিম্নাংশ থেকে তার অনাবৃত ঘাড় ও কাঁধের ওপর পড়ল।

'তুমি নির্ভয়ে তোমার মনের কথা আমার কাছে প্রকাশ করতে পার এ্যালিস, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার সব কথাই গোপন থাকবে।'

মাথা নাড়ল এ্যালিস। 'গতকাল রাত্রে নোয় সাঙ-এর সঙ্গে ম্যাটের নৈশভোজে ঐ সস্তা ধরণের মহিলাটির সঙ্গে ম্যাটের গায়ে পড়া ভাবটা, আমি যা শুনেছি, আমার মোটেই ভাল লাগেনি পল। ডায়না আমাকে আভাষে ম্যাটের ব্যাপারে যা বলেছে, সেটা আমি তোমার মুখ থেকে ঝালিয়ে নিতে চাই।' একটু থেমে এ্যালিস জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা পল, নোয় সাঙ-এর প্রতি প্রেসিডেন্টের ব্যবহারটা ঠিক কি ধরণের বল তো?'

'ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর প্রতি ম্যাটের মন-সংযোগে একটু যেন বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে আমার।'

'এ ব্যাপারে আর একটা দিকের কথা-তোমাকে বলছি পল,' এ্যালিস বলে, 'তোমার কি মনে হয় ম্যাডাম নোয়-এর প্রতি আমার স্বামীর আগ্রহটা নিছক রাজনৈতিক কারণে? নাকি সেটা ছাড়া অন্য আরো কিছু—'

'সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে হয় না, ল্যামপাং-এর ব্যাপারে ম্যাটের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে।'

'তার মানে তুমি কি বলতে চাইছ, তার যা আগ্রহ ম্যাডাম নোয়-এর জন্যে?'

'আমি কেবল অনুমান করতে পারি এ্যালিস। তবে হ্যাঁ, আমি অবশ্যই বলব, ল্যামপাং-এর জন্যে ম্যাটের সব দরদ, আগ্রহ যা কিছু তা সব ঐ নোয়-কে ঘিরে। কেবলি নোয়-এর জন্যে। এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক গন্ধ নেই বলা যেতে পারে।'

'এ ব্যাপারে তুমি কি নিশ্চিত পল?'

'হ্যাঁ, এ খুব বুঝেছি। নোয়-এর বোন মারা যাওয়ার পর তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার জন্যে যে আগ্রহ নিয়ে ল্যামপাং-এ ছুটে গিয়েছিল ম্যাট সেটা সন্দেহের ঊর্দ্ধে নয়। আর আমি নিশ্চিত জানি টিভিতে নোয়-এর সঙ্গে ম্যাটের সাঁতার কাটার দৃশ্যটা তুমি দেখেছ।

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি বৈকি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল এ্যালিস, 'নোয়-এর সাঁতারের পোষাকটা এতো স্বচ্ছ ছিলো, তার দেহের প্রতিটি ভাঁজ, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রায় নগ্নই বলা যেতে পারে।'

'এর থেকেই কি বোঝা যায় না, ম্যাটের আগ্রহ নোয়-এর শরীরের ওপর?' ব্লেকের দৃষ্টি আবার পড়ল এ্যালিসের উরুর ওপর। তারপর বিশেষ আগ্রহ নিয়ে বলল সে, 'এ্যালিস নোয়-এর মতো হওয়ার মানসিকতা তোমার নেই। তুমি কোনদিনও তার মতো নিজেকে ও ভাবে প্রকাশ করতে পারবে না।' মনে মনে ব্লেক তখন কামনা করছে, এই মুহূর্তে এ্যালিস যদি নোয়-এর মতো আচরণ করতে তার সঙ্গে, তাহলে ম্যাটের অনুপস্থিতিতে একটু মজা লুটে নিতে পারত সে। তার চোখ গিয়ে পড়ল আবার এ্যালিসের প্রায় নগ্ন উরুর ওপর, দু'টি উরু এক হয়ে গিয়ে যেখানে মিলেছে, সেখানে।

'ধন্যবদ পল,' এ্যালিস বলে, 'এই নোয় হলো বিধবা। আমার স্বামীর সঙ্গে সে যদি এমন নোংরা কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে আমিও বিধবা হতে চাই। তখন তোমার সঙ্গে আমার মিলনে কোন বাধা আর থাকবে না। আচ্ছা পল, নোয়-এর স্বামী কি ভাবে মারা যায় বলতে পার? আমি জানতে চাই তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ? আসলে কে বা কারা তাকে খুন করেছিল! আর তাকে খুন করার উদ্দেশ্যই বা কি ছিল বলতে পার?'

'পুরো খবরটা কারোর জানা আছে কিনা জানি না। তবে আমার মনে হয়,' ব্লেক বলে, 'এজরা ম্যানসনের জানা উচিৎ। তুমি কি আমাকে তার সঙ্গে কথা বলতে বল?'

'পারবে তুমি প্রিয়তম? তবে কথাটা যেন খুব গোপন থাকে।'

'তাই হবে,' ব্লেক চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'খবর পেলেই আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব, ঠিক আছে?'

স্টেট ডিপার্টমেণ্টে এবার মরিসনের সঙ্গে দেখা করাটা নিরাপদ বলে মনে করল পল ব্রেক।

'বল পল, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি, মরিসন জানতে চাইল, 'সে কি প্রেসিডেন্টের জন্যে?'

'না। ফার্স্ট লেডীর জন্যে।' প্রত্যুত্তরে ব্রেক বলে, 'ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর খুবই গোপনীয়। সাহায্য করবে?'

'যে কোন সাহায্য করতে আমি রাজি,' নিচু গলায় বলল মরিসন, 'তবে সে যদি আমাকে একটা অনুগ্রহ করে। তার সঙ্গে সহবাস করতে আমার ভাল লাগে।'

'কার না ভাল লাগে?' ব্রেকের ঠোঁটে অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। 'সে সব কথা এখন থাক কাজের কথায় আসা যাক।' ব্রেক বলে, 'এ্যালিস তার স্বামীর ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। ফার্স্ট লেডী হয়েই থাকতে চায় সে, সেকেণ্ড লেডী হিসাবে নয়। কিন্তু ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর প্রতি যে ভাবে ম্যাট আকৃষ্ট হচ্ছেন তাতে তার আশঙ্কা তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যেতে পারে। আগে থাকতে সাবধান হতে চায় এ্যালিস। তার প্রতিদ্বন্দ্বী নোয়-এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে চায় সে।' একটু থেমে ব্রেক বলে, 'ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর ব্যাপারে আরো বেশি খবর জানতে চায় এ্যালিস।'

'জনসাধারণ এখনো পর্যন্ত যা জানতে পারেনি, সেরকম কিছু?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই,' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্রেক বলে, 'নোয়-এর স্বামী প্রেম-এর মৃত্যু ঠিক কি ভাবে হয়েছিল, মানে এ্যালিস জানতে চায়, তার খুন হওয়ার পিছনে কার হাত থাকতে পারে? হয়তো সে জানতে চায় এই খুনের ব্যাপারে নোয় জড়িত কিনা। যদিও সেটা এখনো সন্দেহজনক...'

'সরকারী ভাবে কমিউনিষ্টরাই দায়ী।'

'সেটাও তো সন্দেহসাপেক্ষ,' বলল ব্রেক, 'সত্যিকারের খুনী কে, কে হতে পারে?'

'বিশ্বাস কর পল, আমি এ সবের কিছুই জানি না। এখানে যদি কেউ

জেনে থাকে ল্যাংলের কেউ হবে হয়তো। পরিচালক র‍্যামেজকে জিজ্ঞেস করতে পার। সম্ভবতঃ সি. আই. এরই সব কিছু জানা উচিত। কিন্তু সে কি তোমাকে এত বড় একটা গোপন খবর বলতে চাইবে?'

'তাহলে তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'এটা তোমার প্রতিশ্রুতি তো?'

ব্লেকের চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে মরিসন বলে, দুদিন সময় দাও আমাকে।'

সেই দিনই রাত ঠিক দশটার জর্জটাউনের উইসকনসি এ্যাভিনিউ-এর এক বিলাসবহুল এ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হলো একবার মরিসন। তার মালিক সি. আই. এর অপারেশন বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টার মেরী জেন ও নীল। সরাসরি ডাইরেক্টার এ্যালান র‍্যামেজের কাছ থেকে এমন একটা গোপন খবর আশা করা যায় না। তাই সে চলে এসেছে মেরী জেনের কাছে, চটপটে, অভিজ্ঞ মেয়ে হিসাবেই সবাই জানে তাকে, তার মধ্যে একটা যে পুরুষালীভাব বর্তমান, সেটাই ধারণা সবার। তবে মেরী জেন কাজে অভিজ্ঞ হলেও, সে কিন্তু মোটেই তেমন চটপটে কিংবা পুরুষালী স্বভাবের মেয়ে নয় সে। পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা মেয়েটির মধ্যে পুরোপুরি নারীর বৈশিষ্ট্যেতে ভরা, সহবাসে ভাল খেলোয়াড়, হাসিখুশিতে ভরা যৌবন, যে কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সংসর্গে দারুণ উৎসাহী সে।

তার শয়নকক্ষে তাকে হাজির থাকতে দেখল মরিসন। বিছানার পাশেই একটা চেয়ারের ওপর বসে টি. ভির প্রোগ্রাম দেখাছিল সে। রোজকার অভ্যাস মতো চেয়ারের পাশে টেবিলের ওপর দুগ্লাস স্কচ এবং সোডার বোতল পড়ে থাকতে দেখা গেল।

মধু প্রিয়ে,' তাকে সম্ভাষণ করে তার ঠোঁটে একটা নিটোল চুম্বন দেওয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়ল মরিসন। চুম্বন অতি দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুণ মরিসন অনুভব করল তার ভেতরের পুরুষ সোজা ও কঠিন হয়ে উঠেছে,

সেটাকে এখুনি শান্ত করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করল সে, তার স্ত্রীর সঙ্গে এরকম ভাব খুব কমই ঘটতে দেখা যায়। মেরী জেনের সান্নিধ্যে এলেই সে যেন একটা বাড়তি প্রেরণা পেয়ে যায়, সেই সঙ্গে দ্বিগুণ উত্তেজনাও।

অল্পস্বল্প কথাবার্তার পর তারা দুজনে ড্রিঙ্ক করল। মেরী জেন তার গ্লাসে শেষ চুমুক দেওয়ার পরেই উঠে দাঁড়াল, চকিতে সে তার দেহের ওপর থেকে সিল্কের বাথরোবটা সরিয়ে ফেলল। মরিসনের চোখের সামনে তার সম্পূর্ণ নগ্ন দেহটা ভেসে উঠল, ছোট হলেও পুরুষ্ট স্তন জোড়া, দুই পায়ের সন্ধিস্থলে দূর্বা-ঘাসের মতো নরম চুল সব কিছুই এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। সেই অবস্থায় সোজা বিছানার ওপর সে তার দেহটা এলিয়ে দিলো পা দু'টো দুই প্রান্তে অপসারিত করে দিয়ে। লোভনীয় তার নাভীর তলদেশ, সুন্দর থেকে সুন্দরতম হয়ে গেছে, দেখতে ক্রমশই ভাল লাগে দৃষ্টি যতো নিচের দিকে নামাতে থাকে সে। আর অপেক্ষা করতে থাকে মরিসন। শেষ পর্যন্ত সে নিজেও পোষাক মুক্ত হলো, এবং তার পাশে শুয়ে পড়ল। শৃঙ্গার সংক্ষিপ্ত হলো। সহবাসের প্রাথমিক কাজ করে সময় নষ্ট করতে চাইল না সে। সে তখন প্রস্তুত।

এ ব্যাপারে মেরী জেন বরাবরই সক্রিয় এবং উৎসাহী, তার সেই সহিষ্ণুতায় দরুণ খুশি মরিসন।

তারা যখন সহবাসে লিপ্ত হলো, মরিসনের সঙ্গে সমানভাবে তাল দিয়ে যেতে থাকে মেরী জেন দু'হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে। সহবাসে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভের পর মরিসনের শরীরটার নিচে তেমনি পড়ে থেকে আবিষ্টের মতো বলল মেরী জেন, 'তুমি খুব ভাল এজরা, খুব ভাল। আমার জানা সব পুরুষের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমিও তৃপ্ত হয়েছ তো?'

'হু', পরিপূর্ণ ভাবে।'

'তাহলে তুমি তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে কেন বরাবরের জন্যে আমার কাছে চলে আসছ না?' তখন আমরা প্রতিদিন এমনি সুখে গা ভাসিয়ে দিতে পারব, পারব না?'

'মেরী জেন—'

'বল, আমার ইচ্ছে তোমাকে বিশেষ কিছু দিই। বল কি চাও প্রিয়তম?'

'আমার জন্যে বিশেষ কিছু?' তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে মরিসন বলে উঠল, 'এরই মধ্যে তুমি তো আমাকে অনেক কিছুই দিয়ে ফেলেছ, আর আমিও দিয়েছি তোমাকে আমার দেহ মন ভালবাসা সব কিছু। তবে এ সবের বাইরে আমি তোমার কাছ থেকে আরো কিছু প্রত্যাশা করি মেরী জেন—'

'বেশ তো বল না, আর কি চাও তুমি?'

'শোন মেরী জেন, একটা ব্যাপারে আমি ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছি। ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর সম্বন্ধে বেশি করে জানতে চাই।'

হঠাৎ তার এমন অদ্ভুত কথা শুনে বিস্মিত হলো মেরী জেন, 'ল্যামপাং-এর সেই মহিলাটির কথা বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

'আমার মতে মনে হয় না, এখানে এমন কেউ নেই যে, তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে।' বিছানার ওপর উঠে বসে মেরী জেন বলে, 'এমন কি উত্তরটা যদি আমার জানাও থাকত, সে ব্যাপারে আমি আলোচনাই করতে পারতাম না, সে তো তুমি ভাল করেই জান।'

'সরকারী গোপনীয়তা ভাঙ্গার কথা আমি বলছি না,' মরিসন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'আমি শুধু নোয় সাঙ-এর—

'ঠিক আছে,' তাকে থামিয়ে মেরী জেন এবার নিজের থেকেই বলতে শুরু করল, 'শুনেছি, প্রেসিডেন্ট প্রেমের ব্যাপারে আমেরিকা খুবই চিন্তিত ছিলো এক সময়ে বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে। আমার মনে হয়, তাই হয়তো কেউ প্রেমকে সরিয়ে তাঁর স্ত্রী ম্যাডাম নোয় সাঙকে প্রেসিডেন্ট-এর পদে বসাতে চেয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি এখন শখের প্রেসিডেন্ট, অসহায়, অযোগ্য, অনভিজ্ঞ। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি যখন প্রতিদ্বন্দিতা করবেন, এটা নিশ্চিত যে, তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দী জেনারেল নাকরন সহজেই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবেন। সি, আই-এর রিপোর্ট

অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে নাকরন আমাদের লোক। আমাদের হয়ে কাজ করতে পারবে সে।' মেরী জেন আরো বলে, 'ঠিক পথে ল্যামপাংকে চালনা করতে পারবে সে, কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের সরিয়ে দিতে পারবে সে দেশ থেকে। এবং দক্ষিণ প্রশান্তে আমাদের প্রয়োজন মতো একটা বড়সড় বিমান ঘাঁটি তৈরী করার অনুমতি দেবে সে। তাই এর থেকে ধরে নেওয়া যায়, হয়তো এটাই ছিল স্ট্র্যাটেজি প্রেমকে সরানোর, হোক নোয় সাঙ প্রেসিডেন্ট, যথা সময়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে তাঁকে পরাস্ত করার কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না।'

মরিসনও উঠে বসেছিল তখন। 'খুব ভাল কথা। তবু ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, প্রেমকে সরানোর ব্যাপারে কার হাত থাকতে পারে, কে সেই বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে পারে?'

'এমন কি আমি জানলেও, এ ব্যাপারে আমি আলোচনা করতে পারব না। অতএব এ প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানা যাক, ভুলে যাও এই অধ্যায়ের কথা।' মরিসনের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে বলল সে, 'এজরা, তুমি দেখছি মাত্র এক বারেই ঝিমিয়ে পড়েছ। আর একবার জেগে উঠতে পার না?'

'এই দেখ, কেমন জেগে উঠেছে,' ইঙ্গিত করল মরিসন।

মেরী জেন তার দুপায়ের মাঝে নিজেকে যুৎসই করে বিছিয়ে দিলো। 'চমৎকার।' মরিসনের দু'পায়ের সন্ধিস্থলে আলতো হাতের পরশ রেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, 'এখন তোমার ব্যবহারের সময় হয়ে গেছে। একটু আরাম করার সময় অনেক ভাল ভাল চিন্তা করতে পারি।'

'কি ব্যাপারে?'

'যে ব্যাপারেই তুমি জানতে চাও না কেন।'

'ঠিক আছে, আমি আর একবার তোমাকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করছি।'

'আমাদের আর একবারের চেষ্টা সফল হলে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মরিসন বলে উঠল, 'অনেক কথা বলেছ, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে পড় তো!'

সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল মেরী জেন টান টান হয়ে। তার নগ্ন শরীরের

দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষন মরিসন, তারপর নিচু হয়ে তার স্তন দুটির ওপর চুমু খেলো। এক সময় হাঁটু মুড়ে মেরী জেনের দু'পায়ের মাঝে মরিসন তার পা দুটো রেখে বিছিয়ে দিলো তার শরীরটা মেরী জেনের শরীরের ওপরে।

এবার তাদের সহবাস দীর্ঘ হলো, আগের থেকে অনেক অনেক বেশি। এবং যথেষ্ট ছন্দময়, গীতিময় এবং শব্দমুখর। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা দুজনে এক সঙ্গে সুখের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল মৃদু চিৎকার করে, 'আঃ কি চমৎকার। আমাদের এ মিলন যেন চিরদিনের হয়, আমরা যেন চিরদিনের হয়ে থাকতে পারি।'

মেরী জেনের দেহের ওপর থেকে নেমে তার পাশে শুয়ে পড়ে মরিসন জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল ?'

ভাল!' ঢোক গিলে মেরী জেন বলে, 'আমি এখন তোমার, শুধু তোমার।' এখন তুমি আমার কাছ থেকে যা খুশি চাইতে পারো পুরস্কার হিসাবে।' তারপর সে নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখনো জানতে চাও প্রেমের হত্যাকারী কে ?'

'বললে আমার খুব সাহায্য হয়।'

'আমার প্রিয় ধর্ষণকারী, আমি তোমাকে অবশ্যই বলব। আমি এখন তোমার দয়ার ওপর নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আজ তুমি আমাকে যে সুখ দিলে তার তুলনা হয় না। আমি কৃতজ্ঞ। তুমি যা জানতে চাও তাই বলব।'

মরিসন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'প্রেমকে কে হত্যা করেছে ?'

'র‍্যামেজ জানে। প্রেমকে সরানোর সব পরিকল্পনা তারই ছিলো। তবে সে নিজে কিছু করেনি, কিংবা প্রেমকে খুন করার ব্যাপারে সি· আই. এরও কোন হাত নেই। বিনা রক্তপাতে প্রেমকে সরাতে চেয়েছিল র‍্যামেজ। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সেই মতো ল্যামপাংএ সি· আই এর প্রধান পারসি সিয়েবার্টের কাছে খবরটা যায় প্রথমে। তবে সঠিক করে বলতে পারি না। এটা আমার অনুমানও হতে পারে। আমার ধারণা, আমাদের ইচ্ছের কথাটা

জেনারেল নাকরনের কানে তুলে থাকবে সিয়েবার্ট। সম্ভবত সে বলে থাকবে, এটা প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের মতলব। ব্যস এই পর্যন্ত আমি জানি এর বেশি কিছু বলতে পারব না। এতে তোমার সাহায্য হবে?'

'হ্যাঁ মিষ্টি মেয়ে,' মেরী জেনের ঠোঁটে একটা গভীর চুম্বন এঁকে দিয়ে মরিসন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

'এ খবর জানার উৎসাহ কেন হলো তোমার এজরা?' মেরী জেন আকাঙ্খিত, 'সে যাইহোক, তুমি যেন আমাকে জড়িও না।'

'কোন চিন্তা নেই, আমি তোমাকে যে চিনি এ কথা কেউ জানেও না।'

'ভাল···তা আর এক রাউণ্ড হবে নাকি?'

নিশ্চিত নয় সে। তবে কৃতজ্ঞ বটে। তাই প্রত্যুত্তরে বলল সে, 'হয়তো সাড়া দিতে পারি। মিনিট কুড়ি সময় দিতে হবে আমাকে।'

'বেশ তো আমি তোমাকে আর একবার ড্রিঙ্ক দেবো, সেই সঙ্গে কুড়ি মিনিট সময়। ভুলে যেও না, আমি সময় গুণছি।'

আগের রাতে মেরী জেন ও নীলের সঙ্গে টানা তিন তিনবার সহবাসের পরিশ্রমে এজরা মরিসন ক্লান্ত বোধ করলেও ব্লেকের প্রতি তার কর্তব্যের কথা ভুলল না সে। সাত সকালেই তাকে ফোন করে মরিসন বলে, 'পল তুমি কি একা আছ এখন? তোমার ধারে কাছে কেউ নেই তো?'

'না, তুমি বলতে পার,' উদগ্রীব হয়ে ব্লেক জিজ্ঞেস করল, কোন খবর পেলে?'

'হ্যাঁ, ফোনে বিস্তারিত কিছু বলা যাবে না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমাদের সি আই এ জড়িত। বিস্তারিত খবর জানতে হলে চলে এসো আমার অফিসে। আমি এখন একাই আছি এখানে। তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

'ঠিক আছে, এখুনি আমি রওনা হচ্ছি।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে মরিসনের অফিসে ব্লেক এসে হাজির হলো।

মরিসন তার রিসেপসনিষ্টকে ফোন করে বলল, 'সুজি, আমার কোন ফোন এলে লাইন দেবে না। আমি এখন খুব ব্যস্ত। অবসর পেলেই জানিয়ে

দেবো তোমাকে আবার, কেমন ?'

চেয়ার ছেড়ে ব্লেকের পাশে সোফার ওপর এসে বসল মরিসন।

'তোমার খবরের উৎস সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত তো?' কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল ব্লেক।

হাসল মরিসন, 'আমার খবরের উৎসকে সহবাসে তৃপ্ত করতে না পারলে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি কখনই পেতে পারতাম না বোধহয়।'

'এজরা, আমি শুনছি, তুমি বলে যাও।'

ধীরে ধীরে সাবধানে কথার জাল বুনে মেরী জেন ও নীলের মুখ থেকে যা যা শুনেছিল সব বলে গেলো মরিসন চীফ অফ স্টাফ পল ব্লেককে। সব শেষে বলল সে 'আশাকরি পল, তোমার যা জানার ছিলো, তা তুমি পেয়ে গেছ।'

'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী সে তো তুমি জান না, তাই না ?'

'মানে তুমি জানতে চাও, প্রেমের আততায়ীদের কে পাঠিয়েছিল ? ওটা তেমন জরুরী নয়। র‍্যামেজের জ্ঞাতসারে প্রেমকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ খবরই যথেষ্ট। আর এও ধরে নেওয়া যায় যে, সেই পবিকল্পনাটা আমাদের প্রেসিডেন্টের সম্মতি নিয়েই হয়েছিল। হাজারহোক প্রতিদিন সকালে সি. আই. এর প্রথম কাজ হলো তাদের প্রতিটি কাজের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে ওয়াকিবহাল করা।'

'ধরে নাও আণ্ডারউড এসবের কিছুই জানতেন না।'

'আমাবও সেই রকম ধারণা এবং আমি মনেও করি, প্রেম যে খুন হবে সে খবর তিনি জানতেন না। সে যাইহোক, প্রেসিডেন্ট কিন্তু এর দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না।'

'অবিশ্বাস্য !'

'এখন এ খবরটা পেয়ে তুমি কি করবে বল ?'

সোফার ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল ব্লেক। 'ফার্স্ট লেডীকে, খবরটা দিতে যাচ্ছি। জানি না, এতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন কি না। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পল আবার বলে, 'হয়তো হবেন। ধন্যবাদ এজরা। আমি

তোমার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।'

হোয়াইট হাউসে ফার্স্ট লেডীর ড্রেসিংরুমের প্রবেশ পথের দরজায় ব্লেক নক্ করতেই সন্ত্রস্ত হলো এ্যালিস আণ্ডারউড। প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে সে তখন দাঁড়িয়ে মেক-আপে ব্যস্ত, পরণে শুধু স্বচ্ছ কাল রঙের বিকিনি এবং লেসের হাফ-ব্রা, জালের মতো লেস, লেসের ফাঁক দিয়ে স্তনাগ্র স্পষ্ট চোখে পড়ে। তার ওপর একটা কাল ওড়না জড়িয়ে নিলেও সে জানে, সে যখন বসবে কালো ওড়নাটা হাঁটুর উপরে তুলে দেবে কায়দা করে, স্বচ্ছ বিকিনির আড়াল থেকে তার উরু ব্লেকের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলার জন্যে। পলকে তার সন্তুষ্ট করা দরকার। তার সামনে কতটুকু সেক্স খরচ করলে ল্যামপাং-এর প্রেসিডেণ্ট প্রেমের হত্যাকারীর নাম জেনে নেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এ্যালিস। পা দু'টো ঈষৎ ফাঁক করে বসে রইল সে একটা সোফার ওপর ব্লেকের প্রতিক্ষায়।

পল ঘরে ঢোকা মাত্র ইঙ্গিতে তার ঠিক বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে নির্দ্দেশ দিলো এ্যালিস।

এ্যালিসকে সম্ভাষণ জানিয়ে সেই নিচু চেয়ারে বসল ব্লেক। এ্যালিসের গলার উপরের অংশ ছাড়া আর অন্য কোথাও আড় চোখে দেখার ভান করল না ব্লেক।

পায়ের ওপর পা তুলতেই এ্যালিসের দু'পায়ের মাঝখানে বিকিনির প্রান্তরেখা বুঝিবা একটু উপরে উঠে গেলো। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সংযত রাখতে পারল না ব্লেক, তার চোখ গিয়ে পড়ল এ্যালিসের কোমরের নিচে। তার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এ্যালিসের প্যান্টির ওপরে, সেখান থেকে ত্রিভুজ রেখার ওপর, অন্য কথা মনে করিয়ে দেয়, ভাবল ব্লেক। ভেতরে ভেতরে সে তখন দারুণ উত্তেজিত, তার ভেতরের পশুটা গর্জে উঠতে চাইল, কোন রকমে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল সে। এবং মনে মনে একটা সুন্দর যৌন-সুখ উপভোগ করতে থাকল সে। কোন রকম বাধা

দিলো না এ্যালিস। শান্তভাবে তাকে উপভোগ করতে অনুমতি দিলো।

'আমার জন্যে তুমি নিশ্চয়ই একটু সুখবর এনেছ পল?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল এ্যালিস।

ব্লেক বলতে চাইল, এখন ফালতু কথা না বলে কাজের কথায় আসা যাক। ওদিকে এ্যালিসের প্রায় নগ্ন শরীরটা তাকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছিল। ব্লেকের আশঙ্কা, এ্যালিস তার স্বামীর প্রতি বিরক্ত হয়ে থাকলে তার স্বামীর চীফ-এর ভাগ্যে বাড়তি সুযোগ লাভ হতে পারে। তারপর হঠাৎ সে তার আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে এ্যালিস যে খবরটার জন্যে প্রতিক্ষা করে আছে, সেটার প্রতি মনসংযোগ করার চেষ্টা করল।

'প্রেসিডেণ্ট প্রেমের খুন হওয়ার জন্যে কে দায়ী, এ ব্যাপারে একটা হদিশ আমি পেয়েছি,' বলল পল।

'কে, সে?'

'তোমার স্বামী, এ্যালিস। এক দিক থেকে তিনিই দায়ী।'

কথাটা প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করল এ্যালিসকে। 'এ অসম্ভব।'

'আমার সব কথা শুনে তারপর সিদ্ধান্ত নিও।'

'ম্যাট?' বলল সে, 'সেরকম মানুষই নয় সে। সমস্ত ব্যাপারটা তুমি আমাকে খুলে বল তো পল।'

'তাহলে মন দিয়ে শোন এ্যালিস.' ব্লেক বলতে থাকে, 'ল্যামপাং-এ আমেরিকায় বিমান ঘাঁটি তৈরি করতে দিতে চাননি প্রেম। উপরন্তু কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটা আপোষ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি তাদের তাঁর সরকারে নিতে চেয়েছিলেন। তুমি তো জান, সেটা আমেরিকার নীতি বিরোধী।'

'হ্যাঁ, আমি তা জানি বৈকি।

'এর থেকে সি. আই. এ মতলব আঁটে, প্রেমকে সরাতে হবে। আর নোয় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তারপর যেহেতু নোয় সেই পদের উপযুক্ত নয়, পরবর্তী নির্বাচনে কারচুপি করে জেনারেল নাকরন তাকে হটিয়ে

দিতে পারবে। আর এই নাকরন আমেরিকার অতি বিশ্বস্ত বন্ধু।'

'তাই কেউ হয়তো প্রেমকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবে, এই তো ?'

মাথা নাড়ল ব্লেক। এ মরণ খেলার খেলোয়াড়দের নামের একটা তালিকা বলে গেলো সে। প্রথম নাম এ্যালান র‍্যামেজ। তারপর সিয়েবার্ট। এর পরেও, ব্যাখ্যা করল সে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সবুজ সংকেত না পেলে সি. আই. এ এত বড় একটা ঝুঁকি কখনোই নিতে পারত না। 'সি. আই. এর প্রতিদিনের রিপোর্ট অবশ্যই ম্যাট দেখে থাকেন। তাঁকে এড়িয়ে সি আই এ কোন কাজই করতে পারে না।'

এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না এ্যালিস। ভাবতেও পারে না প্রেমকে হত্যা করার জন্যে সম্মতি দিলো কি করে সে। 'ম্যাটকে আমি ভাল করেই জানি। তার মনটা অত্যন্ত নরম, সেই ম্যাট কি করে সম্মতি দেয় ? হয়তো এমনো হতে পারে, সি. আই. এর রিপোর্ট যে কখনোই দেখেনি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্লেক বলে, 'মানুষ কখনো কখনো অবাস্তব কাজও করে ফেলে থাকে। তাঁর ওপরে মত খাটাবার স্পর্ধা কারোর আছে বলে তো আমি মনে করি না।'

'এই খবরের উৎস সম্পর্কে তুমি কি নিশ্চিত পল ?'

'হ্যাঁ, খবরটা নির্ভরযোগ্য বলেই তো মনে করি।'

'তাহলে সত্যি সত্যি ম্যাটই দায়ী ?' হঠাৎ এ্যালিস যেন জ্বলে উঠল। 'তার মানে, ম্যাটের জন্যেই নোয় বিধবা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকার !'

পিছন করে এ্যালিস তার দেহটা এলিয়ে দেয় সোফার ওপরে। স্বচ্ছ বিকিনির নিচে তার দু পায়ের মিলনস্থল আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্লেকের চোখ দুটো ধাঁধিয়ে যায় এবং নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে যায় সে।

'চমৎকার বললে কেন ?' অস্পষ্টভাবে বলল ব্লেক, 'এ ব্যাপারে তুমি এখন কি করতে যাচ্ছ, জানতে পারি এ্যালিস ?'

'নোয় সাণ্ডকে আমি জানিয়ে দিতে চাই।'

'কি বললে তুমি ?'

ঠিকই বলেছি।' বলল এ্যালিস, নোয় এখনো আমেরিকায় রয়েছে, ডায়নার সঙ্গে ওয়েলেসলিতে। মরিসনকে বল, নোয়-এর খোঁজ করতে। মরিসন যেন বলে, আজ বিকেলে স্টেট ডিপার্টমেণ্টে চায়ের আসরে নোয়-এর সঙ্গে মিলিত হতে চায় সে. ল্যামপাং-এ বিমানঘাঁটি তৈরির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আরো আলোচনা করার জন্যে। সরকারী ভাবে মরিসনের সঙ্গে নোয় সাঙ-এর মিটিং হবে বটে, তবে আসলে নোয়-এর সঙ্গে আমিই মিলিত হবো, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চল, একেবারে মুখোমুখি। আমার মনে হয়, নোয়-এর সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের পরেই এই বিধবা মহিলার প্রতি আমার স্বামীর আকৃষ্ট হওয়াটা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা তুমি করবে ?'

এক কথায় স্টেট সেক্রেটারী মরিসনের সঙ্গে বিলিত হওয়ার জন্যে রাজি হয়ে গেলেন নোয় সাঙ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের, অফিসে নোয় সাঙ দেখা করল মরিসনের সঙ্গে। বড় মাপের একটা বিমান ঘাঁটি তৈরি করার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করতেই মরিসন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ম্যাডাম নোয়, ইজিপ্টের বিদেশ মন্ত্রার সঙ্গে আমার একটা মিটিং আছে, এখুনি আমাকে বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। তবে একজন আপনার সঙ্গে কথা বলনে চান, আপনি যদি আরো দশ মিনিট ওখানে থাকেন, তাহলে খুব ভাল হয়।'

'আপনার যা ইচ্ছে.' বলল নোয়। এরপর আবার কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, ভাবছেন নোয়, ঠিক তখনি প্রবেশ পথের দরজা ঠেলে একজন আকর্ষনীয়া মহিলাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেন তিনি। মহিলাটি যেন চেনা বলে মনে হলো নোয়-এর।

'ম্যাডাম নোয় সাঙ, আমি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে নিই,' মহিলাটি বলে, 'আমি এ্যালিস আণ্ডারউড, প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডের স্ত্রী। আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই,' কোন রকমে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন নোয়।

নোয়-এর ঠিক উল্টোদিকের একটা চেয়ারের ওপর বসে এ্যালিস বলে, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ খুঁজছিলাম। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি আলোচনা করতে চাই ম্যাডাম নোয়।'

বোবার মতো নীরব নোয়। বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকে সে, এ্যালিস তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আলোচনা করতে চায়। তার মানে এটা আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিলো, মরিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার একটা অছিলা মাত্র। আসলে ফার্স্ট লেডীই কথা বলতে চায় তার সঙ্গে। ফার্স্ট লেডীর রূপ ও সৌন্দর্য দেখে মনে মনে নিজেকে সে কুৎসিত বলে মনে করে। এ্যালিসের কাছে সে যেন সামান্য এক নারী মাত্র, সাদা-মাটা চেহারার মেয়ে। ফার্স্ট লেডী-তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কি বলতে চায়, আন্দাজ করতে পারল না নোয়।

তবে সেটা প্রকাশ পেলো এ্যালিসের পরবর্তী কথায়, 'আপনার সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করার কারণ কি জানেন ম্যাডাম সাঙ ঘটনাচক্রে আপনার স্বামীর হত্যার ব্যাপারে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাকে জানাতে চাই।'

নোয়-এর বিস্ময় ভাব আরো বেড়ে গেলো। 'সে এমন কি খবর হতে পারে?'

'আপনার স্বামীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণটা কি, তা আমি বলে দিতে পারি। আর এও বলতে পারি, কেন তিনি খুন হলেন?'

এটা সম্পূর্ণ অভাবনীয়। 'প্রেমের হত্যার ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে চান? এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন?'

চায়ের কাপটা নোয়-এর দিকে এগিয়ে এ্যালিস বলে 'হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি কি ভাবে বিধবা হলেন, এখবর আপনার জানা উচিৎ। আমি আপনাকে ঘাবড়ে দিতে চাইনা বটে, তবে এ ব্যাপারে অজানা রহস্যের মধ্যেও ফেলে রাখতে চাই না।'

'হ্যাঁ, আমিও সত্যকে চাই অবশ্য আপনি যদি সেটা জানেন তো বলুন,

বললেন নোয়।

'খুব ভাল কথা,' এ্যালিস বলে, আপনি আমার স্বামীর সঙ্গে বহু সময় খরচ করেছেন। আর আমি নিশ্চিত, তিনি আপনাকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন।'

'হ্যাঁ, দারুণ চমৎকার লোক উনি।'

এ্যালিসের মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠতে দেখা গেলো। 'হ্যাঁ, তিনি তাই, কিন্তু তাঁর অমন সুন্দর ব্যবহারে প্রভাবিত হয়ে বোকা বনে যাবেন না। আমার স্বামীর প্রকৃত পরিচয় আপনাকে জানতেই হবে। তিনি তাঁর দেশকে ভালবাসেন গভীর ভাবে। তিনি মনে করেন সবার ওপরে তাঁর দেশই সত্য, দেশের স্বার্থে অন্য কাউকে পাত্তা দিতে চান না তিনি। দেশের জন্যে সব কিছু করতে পারেন তিনি। এমন কি দেশের জন্যে তার পথ যদি রুখে দাঁড়ায়, তাকে খতম করতে দ্বিধাবোধ করেন না তিনি, এমনি স্বভাবের মানুষ তিনি।'

'তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন—?'

'ম্যাডাম সাঙ, আমি আপনাকে বলতে চাইছি, আমার স্বামীর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আপনার স্বামী। আমাদের প্রয়োজনীয় বিমান ঘাঁটির ব্যাপারে প্রেম বিরোধিতা করেছিলেন। আপনাদের দেশে প্রেম কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটানা বোঝাপোড়া করতে চেয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের শিরঃপীড়া হয়েছিল। সি. আই. এ. যখন আপনার স্বামীকে চিরদিনের মতো নীরব করে দেওয়া সিদ্ধান্ত নিলো, ম্যাট তাদের ঠেকাতে পারেনি। আপনি জানেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিনা সম্মতিতে সি. আই. এ. কোন কিছু করতে পারে না। যে ভাবেই ঘটনাটা ঘটে থাক না কেন, সক্রিয় ভাবে কিংবা চোখ বুজে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড সি. আই. এর পরিকল্পনা অনুমোদন করে থাকবেন। প্রেমকে সরাতে হয়েছে আপনার পথ পরিস্কার করে দেওয়ার জন্যে। পরে আমেরিকার বিশ্বস্ত কোন লোক আপনাকে সরিয়ে দিয়ে স্যামপং-এর প্রেসিডেন্ট হবে, এটাই ছিলো সি. আই. এর পরিকল্পনা।'

'না, না এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' নোয় মৃদু প্রতিবাদ

করে উঠে বললেন 'সে খবর আপনি জানলেন কি করে?'

'সি. আই. এর কাছ থেকে আমাদের স্টেট সেক্রেটারী জেনেছেন! আর সেই আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা দিয়েছে।'

'কিন্তু অমন নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরেও, কেন আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হলো এখানে আর আপনার স্বামীই বা কেন আমার প্রতি এতো সদয় হতে গেলেন?'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর অপরাধ-বোধ থেকে। ম্যাটের ব্যবহার হয়তো নিষ্ঠুর বলে মনে হবে, তাঁর একটা দুর্বলতা অবশ্যই আছে। এক সময় তিনি এমন সব অন্যায় কাজ করে ফেলেন, যা কিনা ভাবা যায় না, বলা যায় না। সেই অপ্রিয় কাজটা করার পরেই দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন তিনি। তিনি যা করেন তার কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না, তবে তার জন্যে তিনি যা তাই তিনি এখন আপনাকে পুষিয়ে দিতে চাইছেন।'

দীর্ঘক্ষণ নীরবে বসে রইলেন নোয়া। অবশেষে তিনি জানতে চাইলেন, 'এসব কথা আপনি কেনই বা আমাকে বলতে চাইছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা দিতে পারল না এ্যালিস। নোয়কে নিরক্ষণ করল সে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সে বলে, আমার নিজের কোন অপরাধের জন্য নয়। আর আমি কোন ভুলও করিনি। স্বভাবতই যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনার স্বামীকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবো না। সেটাও আর একটা কারণ—'

'তাই বুঝি?'

'আরো আছে, শুনুন ম্যাডাম,' এ্যালিস বলতে থাকে, 'আপনি একজন ভয়ঙ্কর ছলনাময়ী যুবতী, অত্যন্ত আকর্ষণীয়া, এবং পুরুষদের প্রতি সহানুভূতি-শীল। আর আমি এও জানি, আপনার মধ্যে যে সব গুণ আছে, আমার মধ্যে তা নেই। অন্তত আমার স্বামীর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, বাচ্ছা ছেলের মতো আপনার প্রতি আকৃষ্ট তিনি এখন। শুরুতে তিনি ছিলেন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, তারপর তিনি এখন আপনাকে বুঝতে পেরেছেন, এবং তাই আপনার

প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছেন। অবশ্যই এর জন্য আমি চিন্তিত। ম্যাট আমার স্বামী, আর আমি ওঁকে ধরেও রাখতে চাই। আমি ওঁর সহধর্মিণী হিসাবেই থাকতে চাই, থাকতে চাই আমেরিকার ফাস্ট লেডী হিসাবে। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে অন্য কেউ বাধা হয়ে উঠুক, আমি তা চাই না। যদি আমার স্বামী কোন দুর্বল মুহূর্তে আপনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন তো হোক, কিন্তু আর বোকার মতো আপনাকে আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হতে দেবো না। হয়তো তিনি হৃদয়হীন, স্বার্থপর মানুষ হতে পারেন এমন কি মানুষেব জীবনের বিনিময়ে তিনি তাঁর কার্যসিদ্ধি করে নিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে আপনি, স্বভাব কি রকম, সেটা অবগত করতেই এতো সব কথা বলা আপনাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার স্বামীর হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়ার পর ম্যাটের দিকে আর আপনি এগুবেন না। আপনাদের মধ্যে কোন সম্পর্কই আমি গড়ে উঠতে দেবো না। এতে যদি আপনি দুঃখ বা ব্যথা পান তার জন্যে আমার কোন অনুশোচনা হবে না আশাকরি এতো সব ঘটনা শোনার পর আপনার ও আমার মধ্যে গড়ে ওঠা যে কোন সম্পর্কের অবসান হবে এখানেই। তবে দু'দেশের সরকারী পর্যায়ে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক আপনাদের অটুট থাকবে।'

অবাক চোখে এ্যালিসের দিকে তাকালেন নোয়। 'দেখছি আপনি বেশ সহজ সরল আর যথেচ্ছ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।'

'এক মাত্র এই ভাবেই আমি এর ইতি টানতে চাই।'

উঠে দাঁড়ালেন নোয়। 'হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছে, সব শেষ,' শান্ত স্বরে বললেন নোয়, 'দয়া করে বাইরে যাওয়ার পথটা আমাকে দেখিয়ে দেবেন?'

হোয়াইট হাউসের ইস্টউইং-এর প্রেস রুম থেকে হাই হাস্কিনকে বেরিয়ে আসতে দেখে অবাক হলেন প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউড। এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে সে।

'এখন আমি খুবই ব্যস্ত,' তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন আণ্ডারউড, 'কথা বলার সময় নেই।'

তবু হাল ছাড়ল না হাস্কিন। 'ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের অফিসে ম্যাডাম সাঙ

কি করছেন,,এর জবাব দিতে খুব বেশি সময় আপনার খরচ হবেনা আশা করি।'

থমকে দাঁড়ালেন আণ্ডারউড। 'সে কি, তিনি কি এখন ওয়েলেসলিতে আমার মেয়ের সঙ্গে-ছুটি কাটাচ্ছেন। তারপর বোসটন থেকে ল্যামপাং-এ পাড়ি দেবেন।'

'তিনি এখন এখানেই রয়েছেন,' জিজ্ঞেস করল হাস্কিন, 'আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান ?'

'এখানে তাঁর আসার ব্যাপারে আমার যখন কোন ধারনাই নেই, তখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি কি করে বল ? তোমাকে ধন্যবাদ হাস্কিন, খবরটা দেওয়ার জন্যে এখন আমাকে কাজে ফিরে যেতে হবে।' কিন্তু ওভাল অফিসে প্রবেশ করে কাজে মন বসাতে পারলেন না প্রেসিডেণ্ট। পল ব্লেককে ফোন কবে তিনি তাকে বললেন, সে যেন এখুনি তাঁর অফিসে চলে আসে। ব্লেক এলে তাকে বসবার কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। তাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর সম্পর্কে আমি এসব কি শুনছি ?'

'আপনি কি শুনেছেন ম্যাট ?'

'তিনি নাকি এই শহরে এসেছেন, এটা কি সত্যি ?'

'সত্য,' বলল ব্লেক, 'সেক্রেটারী মরিসন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিয়েছিল, সে আমাকে ওয়েলেসলিতে তাঁর খোঁজ করতে বলে। সেই মতো নোয়-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ করে দিয়েছি আমি।'

'একটা দেশের প্রধান এখানে, আর আমাকে জানান হলো না ?' আণ্ডারউডের চোখে অবিশ্বাসেব ছায়া কাঁপে থিরথির করে। 'তা ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর সঙ্গে হঠাৎ মরিসনের দেখা করার কি প্রয়োজন হলো ?'

'যতদূর আমি জানি, ল্যামপাং-এ বিমান ঘাঁটি তৈরির ব্যাপারে আরো বিস্তারিতভাবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিল সে।'

ভ্রূ কুঁচকে ওঠে আণ্ডারউডের, 'সে তো অনেক আগেই স্থির হয়ে গেছে।'

অস্বস্তি বোধ করে ব্লেক। 'আমার ধারণা, ফার্স্ট লেডীও দেখা করতে চেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে এবং চায়ের আসরে ম্যাডাম নোয়-এর সঙ্গে মিলিত হন

তিনি।'

'নোয় সাঙ-এর সঙ্গে দেখা করেছে এ্যালিস?' চমকে উঠলেন, আণ্ডারউড।

'আমি তো তাই শুনেছি।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ, তুমি এখন যেতে পার। কি ঘটছে না ঘটছে, আমি খোঁজ নিয়ে জেনে নেবো?'

পল ব্লেক চলে যাওয়ায় মিনিট খানেক পরেই আণ্ডারউড ফোনে যোগাযোগ করল নোয়-এর সঙ্গে। 'শুনলুম তুমি নাকি এখানে এসেছিলে.' বললেন আণ্ডারউড, 'খবরটা শুনে আমি তো খুব অবাক হয়ে গেছি। চীফ অফ স্টাফের খবর মতো, তুমি নাকি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছ, খবরটা কি সত্য?'

'হুঁ!' সংক্ষিপ্ত উত্তর আর কোন কথা নয়, নেই কোন উচ্ছাস নোয়-এর কথায়।

নোয়-এর হঠাৎ এমন পরিবর্তনের অর্থ খুঁজে পেলেন না আণ্ডারউড। কেমন যেন সন্দেহ হলো তাঁর, এ্যালিস তাঁকে কোন অপ্রিয় কথা বলেনি তো? প্রকৃত ঘটনা নোয়-এর মুখ থেকে শোনার জন্যে তিনি তাঁকে বললেন। 'তোমার সঙ্গে এখুনি একবার আমি দেখা করতে চাই। তোমার ও এ্যালিসের মধ্যে কি ঘটেছে আমি তোমার মুখ থেকে সেই সব কথা শুনতে চাই। আসলে তুমি?'

'না, সম্ভব নয়। ল্যামপাং এর ফিরে যাওয়ার জন্যে গোছগাছ করতে হচ্ছে। আমি এখন খুব ব্যস্ত।'

'এতো ব্যস্ত, আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পার না?' আণ্ডারউড বলেন, 'নোয়, এ তো ঠিক তোমার মত কথা হলো না। তোমার কথার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, তুমি খুব মুষড়ে পড়েছ।'

'হ্যাঁ, আমি মুষড়ে পড়েইছি তো।'

'কি ব্যাপারে? কোন ভুল ত্রুটি!'

হ্যাঁ, একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে.

'কি সেই ভুল, আমাকে বলতে পার না তুমি?'

অপর প্রান্তে একটা নীরবতা নেমে আসে কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর নোয় নিজেই সেই নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, তুমি একবার আসতে পার আমার কাছে। ঠিক কি ভুল হয়েছে, সেই কথাটাই আমি তোমাকে জানাতে চাই। আমার ধারণা, সেটা প্রথমে আমার কাছ থেকে শোন, তারপর অন্য কারোর কাছ থেকে।'

মারসপই সামনের ব্লেয়ার হাউসের বিলাসবহুল একটা কক্ষের দরজা খুলে আণ্ডারউডকে ঘরে ঢোকার জন্যে পথ করে দিলো। তবে কোন সম্ভাষণ জানান নয়, কিংবা বাড়তি কথা নয়। শুধু বলল' 'মিঃ প্রেসিডেন্ট ভেতরে এসে বসুন। মিনিট খানেকের মধ্যে ম্যাডাম সাও আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

একটু পরেই নোয় সাও বসবার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখে সেই পরিচিত হাসিটা নেই, গম্ভীর মুখ। স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে উঠে দাঁড়ালেন আণ্ডারউড। বুঝি বা নোয়-এর চিবুকে চুম্বন দিতে উদ্যত হলেন তিনি। কিন্তু নোয় সাড়া দিলেন না, এমন কি তাঁর সঙ্গে করমর্দন পর্যন্ত করলেন না। বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে একটা চেয়ারে বসলেন নোয়।

'মনে হচ্ছে কোথায় একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে,' আণ্ডারউড তাঁর আসনে ফিরে গিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস করো নোয়, আমি এসবের কিছুই জানি না। তোমার আর এ্যালিসের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছে, আমি জানি না, তবে যাই ঘটুক না কেন, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত।'

'আমি তোমাকে বলব,' বললেন নোয়, 'আমার স্বামী হত্যার ব্যাপারে আমি খুবই অনুতপ্ত। শেষ পর্যন্ত আমি জানতে পেরেছি, প্রেমের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কে দায়ী?'

এ এক অভাবনীয় প্রশ্ন, যার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না আণ্ডারউড। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কে কে সে?'

বরফ-ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলেন নোয়, 'না জানার ভান কর না।'

'সত্যিই আমি জানি না। আর এও জানি না, তুমি কি বলতে চাইছ?'

একটু থেমে নোয়-এর মনের কথাটা জানার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তিনি এবার চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রেমের মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী বললে তো ?'

'তুমি, হ্যাঁ তুমি !' ফেটে পড়লেন নোয় এবার ? 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমার স্বামীর সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী।'

'এসব তুমি কি বলছ ?'

'হ্যাঁ, এটাই সত্য।'

'এটা একেবারেই মিথ্যে। এ তুমি কি বলছ, জ্যান নোয় ?'

'আমি ঠিক কি বলছি, সে আমি বেশ ভাল করেই জানি ম্যাট। নির্ভর-যোগ্য সূত্র থেকে আমি জেনেছি, সি. আই.-এর মাধ্যমে আমার স্বামীকে অপসারণ করার ব্যবস্থা করেছিলে তুমি কারণ কমিউনিষ্টদের সঙ্গে বড় বেশি ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল সে, যা তোমার কাম্য ছিলো না। এ কথাটা তুমি শত্রুদের কানে তুলে দিয়ে তাকে সরানোর ইচ্ছা প্রকাশ কর তুমি।'

উঠে দাঁড়ালেন আণ্ডারউড। 'জানি না নোয়, এই মিথ্যে খবরটা তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে ? এই বন্য কাহিনী তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ, জানতে পারি ?'

'তোমার স্ত্রীর মুখ থেকে,' কথাটা গোপন না করেই নোয় বলেন, 'আজ তার সঙ্গে আমি দেখা করি। এসব কথা সে আমার মুখোমুখি হয়ে বসে বলেছে। তোমার কি মনে হয়, তোমার স্ত্রী মিথ্যেবাদী ?'

'না, সে মিথ্যুক নয়। তবে এ অভিযোগ তার সর্বৈব মিথ্যে। এ সব তার পাগলের প্রলাপ বই কিছু নয়।'

'তাই নাকি ?' বললেন নোয়, 'এটা তার কোন ব্যক্তিগত ধারণা নয়। তোমার স্টেট সেক্রেটারীর মুখ থেকে এই খবরটা শোনে সে। খবরটা শুনে প্রথমে সে খুব ঘাবড়ে যায়। এবং আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে চায় সে। তোমার সঙ্গে ভবিষ্যতে কোন রকম বোঝা-পড়া না করার জন্যে সে আমাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দেয়। তোমাকে বিশ্বাস না করার জন্যে সে আমাকে অনারোধ করে, কারণ তুমি তোমার অমন একটা

অমানবিক কাদের মাধ্যমে তুমি তোমার সম্মান-প্রতিপত্তি জলাঞ্জলি দিয়েছ, দেশের সম্মান ধূলায় লুঠিয়ে দিয়েছ।'

'এ্যালিস তোমাকে ঠিক কি বলেছে, তা আমি জানি না নোয়। প্রেমের মৃত্যুর জন্যে আমি যে দায়ী, এ কথা সত্য নয়। তোমার আমার মধ্যে গড়ে ওঠা মধুর সম্পর্কের মধ্যে চিড় খাওয়ানোর জন্যে এসব মিথ্যে রটিয়েছে সে।' অসহায় ভাবে আণ্ডারউড বলেন, 'এমন একটা নির্জলা মিথ্যে কথা বলার কি উদ্দেশ্য তার জানি না।'

'না, তার বলার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিলো না, ছিলো না কোন ঈর্ষার ব্যাপার। তার কথার মধ্যে সারল্যতায় প্রকাশ হতে দেখেছি আমি।' এ্যালিসের সমর্থনে বলল নোয়, 'সে বেশ বুঝতে পেরেছে তুমি আর আমি পরস্পরের দিকে গভীর ভাবে ঝুঁকছি, আর আমার প্রতি তুমি খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছ। তাই সে আমাকে অপমান করতে চেয়েছে তুমি কি রকম স্বার্থপর এবং সত্যিকারের কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোক তুমি।'

'সে তুমি বেশ ভাল করেই জান,' প্রতিবাদ করে উঠলেন আণ্ডারউড।

জোরে জোরে জোরে মাথা নাড়লেন। 'সত্যি আমি তোমাকে তেমন ভাল করে জানি না। এর মধ্যে সত্য না থাকলে তোমার বিরুদ্ধে এ ভাবে অভিযোগ করতে যেত না সে। ম্যাট, শুনে রাখ, আমি তোমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করি। আর এও বিশ্বাস করি, হয়তো তুমিই মিথ্যে বলছ, কারণ মানুষের জীবনের চেয়ে তোমার দেশের স্বার্থই তুমি বড় করে দেখতে চাও। যদি বা তুমি মিথ্যেই না বলে থাক, তবু তুমি তোমার দায়িত্বের কথা এড়িয়ে যেতে পার না। আমেরিকার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত তুমি এখানকার প্রেসি-ডেণ্ট। প্রেমকে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা সি. আই. এ. তোমাকে অবশ্যই আগে—ভাগে জানিয়ে থাকবে। আবার হয়তো বা সেই পরি-কল্পনার খবরটা এড়িয়ে গেছে তোমার দৃষ্টি সি. আই. এর রিপোর্ট পড়ে দেখার সময়। এক হিসাবে সেটাও তো তোমার অপরাধ কারণ তোমার অমন অন্যমনস্কতার জন্যে আমার স্বামীকে নিষ্ঠুরভাবে খুন হতে হলো। তোমার জন্যেই তাকে আজ কবরে স্থান নিতে হয়েছে।

'শোন নোয়,' শেষ চেষ্টা করেন আণ্ডারউড নোকে বোঝানোর জন্যে, 'আমার প্রতি একটু সুবিচার কর। এ ব্যাপারে খুঁটিয়ে দেখার জন্যে আমাকে একটা সুযোগ দাও দয়া করে। আমি কথা বলবো এ্যালিসের সঙ্গে। দরকার হলে এ্যালান র‍্যামেজের সঙ্গেও কথা বলব। আমি প্রমাণ করে দেবো, তুমি যা যা শুনেছ, সে সবই মিথ্যে। আমার স্ত্রী একজন ঈর্ষাকাতর মহিলা, আর সে আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেবো, তোমাকে ভুল পথে চালনা করা হয়েছে। প্রেমের মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী নই, আর আমার যতদূর ধারণা, অধীনে কেউই এর জন্যে দায়ী হতে পারে না।'

ভেতরের ঘরের সামনে এগিয়ে গিয়ে আণ্ডারউডের দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নোয় বলেন, 'ম্যাট, আমাকে তোমার প্রমাণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এখন আর।' নোয়-এর হাত তখন দরজার হাতলের ওপর। 'আমার জীবনের ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির জন্যে তুমিই যে দায়ী, এটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছি, এর পরিবর্তন তুমি আর কখনো ঘটাতে পারবে না আর একটা কথা তুমি জেনে রাখ, তোমার মুখ আমি আর কখনো দেখতে চাই না।'

এই বলে দরজার হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে পাশের ঘরে উধাও হয়ে গেলেন নোয় সাঙ। ওদিকে ফ্যাল ফ্যাল চোখে অসহায়ের মতো বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন আণ্ডারউড।

নয়

ব্লেয়ার হাউস থেকে হোয়াইট হাউসে ফিরে এসে ম্যাট আণ্ডারউড তাঁর ওভাল হাউসে বসে কাজে মন বসাতে পারলেন না। তাঁর মন এখন বিক্ষিপ্ত। ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কে চিড় ধরে গেছে। কারণ

একটাই, প্রেমের হত্যার ব্যাপারে নোয় তাঁকেই দায়ী করেছে। নোয় আজ তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তাঁর মুখ সে আর দেখতে চায় না।

এখন ম্যাটের প্রথম কাজ হবে, প্রেমের প্রকৃত হত্যাকারীর খোঁজ করা। আর সেই নির্ভরযোগ্য খবর একমাত্র পাওয়া যেতে পারে সি আই. এর. প্রধান এ্যালান র‍্যামেজের কাছ থেকে। কিন্তু ফোনে এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে না। দুজনে সামনা-সামনি বসে কথা বলতে হবে। অবশেষে আণ্ডারউড ফোন করলে ল্যাঙলেতে।

'আমি ম্যাট আণ্ডারউড কথা বলছি এ্যালান।'

'মিঃ প্রেসিডেণ্ট? কেমন আছেন আপনি?' দূরভাষে র‍্যামেজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'খুব ভাল নয়। শোন এ্যালান, একটা জরুরী ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। এখুনি একবার তুমি হোয়াইট হাউসে চলে আসবে?'

'আমাকে মিনিট কুড়ি সময় দিন,' বলল র‍্যামেজ।

র‍্যামেজ তার কথা রাখল। কুড়ি মিনিট পরে ওভাল অফিসে ঢুকতে দেখা গেলো।

'সুপ্রভাত মিঃ প্রেসিডেণ্ট।'

গম্ভীর স্বরে সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে আণ্ডারউড তাকে বসতে বলে বললেন, 'ব্যাপারটা ল্যামপাং-এর।'

'ল্যামপাং?' সঙ্গে সঙ্গে র‍্যামেজ বলে উঠল, 'কেন, আমি তো জানি, ঐ দেশটা আমাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে।'

'না সম্পূর্ণ ভাবে নয়,' সি. আই. এর ডাইরেক্টরের চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন আণ্ডারউড, 'একটা অসম্পূর্ণ কাজের ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। কি জানতে চান বলুন?'

প্রেম সাঙ-এর ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে।' তীক্ষ্নস্বরে

বললেন আণ্ডারউড, 'কে তাঁকে হত্যা করেছে?'

'কে তাঁকে হত্যা করেছে?' কথাটার পুনরাবৃত্তি করে র‍্যামেজ বলে, 'কেন কমিউনিষ্টরা। জেনারেল নাকরন তদন্ত করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে।'

'মিথ্যুক জেনারেল নাকরন।' উত্তেজিত হয়ে নিজের থেকেই বলেন আণ্ডারউড, 'আমি জানি কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে। আমরা, আমরা খুন করেছি।'

'আমরা? মানে আপনি বলতে চাইছেন আমেরিকা? আপনি তা মনে করতে পারেন না।'

'সি. আই. এ', আরো স্পষ্ট করে বললেন আণ্ডারউড, 'আমি মনে করি তবু এটা আমেরিকারই একটা অংশ।'

'সি. আই. এ.? আপনি ভুল পথে চলছেন মিঃ প্রেসিডেণ্ট। খুনের কারবার আমরা করি না, সে কথা আপনি ভাল করেই জানেন।'

'একটা নোংরা কারবার তোমরা চালাচ্ছ ল্যামপাং-এ,' অভিযোগ করলেন আণ্ডারউড, 'এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে এ ব্যাপারে আমি সব কিছু পরিস্কার করে জানতে চাই।'

'আপনি আসলে কি জানতে চান, যদি খুলে বলেন আমাকে—'

'কিছু আমি জানি। এ একেবারে সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। আমার কাছে খবর আছে, প্রেসিডেণ্ট প্রেম সাওকে সরানোর পিছনে আমাদের হাত আছে। আমি এখন জানতে চাই, এটা কি সত্য, অর্ধসত্য, নাকি আদৌ সত্য নয়! তোমার প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তুমি কথা বলছ কথাটা মনে রেখে সত্যি কথাটা বলেই ফেল। এখন আমার শোনার পালা।'

এ্যালান সাবধানে কথা বলতে শুরু করল এবার। 'অবশ্যই এ ব্যাপারে কোম্পানি জড়িত বটে। আপনি যা শুনেছেন, কিছুটা সত্য বটে। তবে আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, পুরোপুরি সত্য নয়। আমি যতটুকু জানি, তার এটা চিত্র তুলে ধরছি আপনার সামনে।' একটা সিগারেট ধরিয়ে র‍্যামেজ আবার বলতে শুরু করল, 'আমরা জানি ল্যামপাং-এ

আমাদের কিছু শত্রু আছে। আমরা জানতাম, আমাদের চাহিদা মতো ল্যামপাং-এ আমাদের বিমানঘাঁটি তৈরি করতে দেবেন না প্রেম সাঙ। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, দেশ থেকে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ করতেও চাইবেন না তিনি। তখন আমাদের মাথায় কেবল একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল, যে ভাবেই হোক তাঁকে তাঁর অফিস থেকে সরাতে হবে।'

'এর মানে কি?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আণ্ডারউড, 'তাঁকে তার অফিস থেকে সরানোর অর্থ কি হতে পারে?'

'অবশ্যই হত্যা করে নয়। আপনি হয়তো সেই কথাটাই চিন্তা করছেন। না, ও ভাবে নয়, তবে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। তারপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন নোয়, যেমন তিনি এখন হয়েছেন। তবে তিনি দুর্বল, অনভিজ্ঞ। তা হোক। সামনেই নির্বাচন। তাঁর জাঁদরেল এবং যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল নাকরনের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হবে। স্বভাবতই নোয়-এর পরাজয় নিশ্চিত। আর জেনারেল নাকরন আমাদের দেশের একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু। সহজেই তিনি জয়ী হতেন যা আমরা চাইছি। জেনারেল নাকরন প্রেসিডেণ্ট হলে, আমেরিকার স্বার্থের দিকে অবশ্যই নজর দেবে সে, তখন ল্যামপাং-এ আমাদের বিমান ঘাঁটি তৈরির ব্যাপারে আর কোন বাধাই থাকবে না। তাই আমি তখন ভিসাকায় আমাদের স্টেশন প্রধান পার্সি সিয়েবার্টের সঙ্গে পরামর্শ করি। আমার বিশ্বাস, আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে থাকবেন সেখানে। আমি তাকে জানিয়ে দিই, ল্যামপাং-এর তখনকার প্রেসিডেণ্ট প্রেমের ব্যবহারে খুশি নই, আর তাঁর পরিবর্তে তাঁর স্ত্রীকে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে পেতে চাই আমরা।'

'কিন্তু প্রেমকে হত্যা করার কোন নির্দেশ নিশ্চয়ই দেওয়া হয়নি।' আণ্ডারউড কৈফিয়ত দাবি করেন, তোমার রোজকার রিপোর্টে এ সব কথা কেন তুমি উল্লেখ করনি আমার কাছে?'

'এ সব তখন প্রাথমিক পর্যায় ছিলো বলে আপনাকে মাথা ঘামাতে দিইনি। ভেবেছিলাম, কাজটা সহজে সারতে পারলে আমাদের সাফল্যের কথা জানাবো আপনাকে।'

'বেশ তারপর কি হলো বল।'

'আমি যতদূর জানি, জেনারেল নাকরনের কাছে সিয়েবার্ট গিয়েছিল আমাদের সেই প্রস্তাব নিয়ে এবং তাকে সে অনুরোধ করে, এ ব্যাপারে তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।'

'আর নাকরন টোপটা গিলে নেয় টপ করে, প্রেমকে হত্যা করে সব দোষ কমিউনিষ্টদের কিংবা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে, এই তো?'

'সঠিক বলতে পারিনা,' র‍্যামেজ বলে, 'এও হতে পারে, কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের সে এখন কিছু বুঝিয়ে থাকবে যা প্রেমের বিরুদ্ধে যেতে পারে, এবং তারা তখন উত্তেজিত হয়ে প্রেমকে খুন করে থাকেন।

'আর সারা বিশ্ব তখন জেনে যাবে যে, প্রেমের হত্যার ব্যাপারে ল্যামপাং-এর বিদ্রোহী কমিউনিষ্ট দায়ী।'

'বাঃ চমৎকার! এক ঢিলে দু'পাখি বধ!' বিদ্রুপের সুরে আণ্ডারউড বলেন, প্রথমে প্রেমকে হটানো তারপর কমিউনিষ্টরা যে ল্যামপং-এর প্রধান শত্রু এ কথাটা ল্যামপাংবাসীদের জানিয়ে দিতে পারলে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নোয় সাঙ-এর বিরুদ্ধে খুব সহজে জেতার পথ পরিস্কার করে রাখতে চেয়েছিলেন জেনারেল নাকরন অনেক আগেই কিন্তু আমার তো মনে হয় না প্রেমকে খুন করা দূরে থাক, তাঁকে স্পর্শ করার মতো স্পর্ধা হবে না কমিউনিষ্টদের। আর তুমি তো বলেছ, কমিউনিষ্টরা প্রেমের পক্ষে আছে। তাই আমার মনে হয় না, এ ব্যাপারে কমিউনিষ্টরা দায়ী।'

'তাহলে আমি বলতে পারবো না, প্রেমের খুনী কে,' র‍্যামেজ আরো বলে, 'আর আমি এও জানি না, কাকে প্রকৃত দায়ী করা যায়। আমাকে ক্ষমা করুন, এর জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

'ঠিক আছে, এর বেশি কিছু আমি আশাও করি না তোমার কাছ থেকে।' আণ্ডারউড বলেন, 'তবে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে এ্যালান, তোমাদের সি. আই. এর গতিবিধি এবং ল্যামপাং-এ সি, আই-এর প্রধান পার্সি সিয়বার্টকে জানিয়ে দাও, তুমি আমাকে যা যা বললে, এসব কথা লিখিতভাবে ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙকে জানিয়ে দেওয়ার

জন্যে। সেই সঙ্গে সিয়েবার্টকে বলে দাও, সে যেন নোয়কে সাবধান করে দিয়ে বলে, আমাদের আশঙ্কা, প্রেমের হত্যাকারী কমিউনিস্ট কিংবা আমরা কেউই নই। এ সবই জেনারেল নাকরণের বানানো গল্প। আসলে সেই প্রেমের খুনী। প্রেমকে অপসারিত করে প্রথমে নোয়কে প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়ে পরে নির্বাচনে কারচুপি করে তাঁকে হটিয়ে দিতে চায় সে।' নোয়কে সতর্ক করে দিয়ে বলো, তাদের দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তিনি যেন সতর্ক থাকেন। এমন কি তাঁর স্বামীর মত তার জীবনহানির আশঙ্কাও থাকতে পারে।'

'ও, কে. মিঃ প্রেসিডেন্ট,' উঠে দাঁড়িয়ে এ্যালান র‍্যামেজ বলে, 'আপনার এই মূল্যবান উপদেশের কথা আমরা সিয়েবার্ট মারফত ম্যাডাম নোয় সাঙকে জানিয়ে দেবো।'

ল্যামপাং এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগে ওয়াশিংটনে জরুরী খবর এলো ল্যামপাং-এর প্রেসিডেন্ট নোয় সাঙ এবং তাঁর পুত্র ডেনকে কে বা কারা যেন কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। ল্যামপাং-এর বৈদেশিক দপ্তরের প্রধান মারসপ প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউডের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে অনুরোধ করেছে সি. আই. এর একটা শক্তিশালী দল যেন ল্যামপাং-এ পাঠানো হয় যত শীগগীর সম্ভব। দুঃসংবাদটা পেয়ে প্রেসিডেন্ট আণ্ডারউড হোয়াইট হাউসে বসে ভাবতে থাকেন, তাঁর আশঙ্কাই সত্য হলো শেষ পর্যন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সি. আই. এ-র ডাইরেক্টর এ্যালান র‍্যামেজকে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, ল্যামপাং-এ একটা শক্তিশালী দল নিয়ে সেদিনই রওনা হয়ে যাওয়ার জন্যে। এবং তিনি এও জানিয়ে দিলেন যে, এই দলের নেতৃত্ব দেবেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে গুলি বিনিময়ের পর নোয় সাঙ-এর কিডন্যাপেরা ধরা পড়ল। তারা হলো ল্যামপাং-এর সেনা বিভাগের কয়েক-জন বিশ্বাসঘাতক, যারা তাদের দেশে শান্তি চায় না, নির্বাচিত সরকারকে

সুষ্ঠ ভাবে সরকার চালাতে চায় না। এরাই প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট প্রেম সাঙকে হত্যা করে। তারপর নোয় সাঙকে প্রেসিডেণ্টের জন্যে নির্বাচন প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের হুমকি দেয়। কিন্তু জেদী মেয়ে নোয় সাঙ তাদের কথায় কর্ণপাত না করাতে, তারা তখন মরীয়া হয়ে ওঠেন, এবং তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

অপহরণকারী একজন মেজরের কপালে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে আণ্ডারউড চিৎকার করে বলেন, 'বেজন্মা কোথাকার! নোয় সাঙকে অপহরণ করার হুকুম তোমাকে কে দেয় বল। না বললে গুলি করে আমি তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!'

মেজর র‍্যাটানাভিল্যাকের বুকে আগেই গুলি লেগেছিল তার দলের সঙ্গে সি. আই-এ এবং প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডের সিক্রেট সার্ভিসেসের লোকেদের খণ্ডযুদ্ধের সময়। বুকের ক্ষতস্থানে হাত চেপে ধরে হাপাতে হাপাতে কোন রকমে ছোট্ট একটা নাম উচ্চারণ করল সে, —'ন-ন-নাকরন।'

দ্বিতীয়বার গুলির আওয়াজে জায়গাটা গম্‌গম্‌ করে উঠল। ততক্ষণে সি. আই. এ. ও প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউডের সিক্রেট সার্ভিসেসের লোকেরা ম্যাডাম নোয় সাঙ-এর অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার করে তাদের হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো ডাইরেক্টার ফ্রাঙ্ক লুকাস এবং তার সিক্রেট সার্ভিসেসের প্রায় অর্ধেক লোক। আণ্ডারউড বুঝতে পারলেন, অবশেষে এখন তাঁরা নিরাপদ। এবং তারপরেই তার নজর গিয়ে পড়ল নোয়-এর ওপর। তখনো ভয়ে কাঁপছিল সে। এগিয়ে গিয়ে আণ্ডারউড তাঁর কাঁপা কাঁপা দেহটা নিজের বলিষ্ঠ দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন শক্ত করে। তারপর চুমোর পর চুমোয় রাঙ্গিয়ে দিলেন নোয়-এর ঠোঁট, গাল ও কপাল।

প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউড এবং হাই হাস্কিন নোয় সাঙকে ভাড়া গাড়িতে করে চ্যামাডিন প্যালেসে নিয়ে এলো।

দরজার সামনে আণ্ডারউডের একটা হাত জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতায় গদগদ

হয়ে নোয় বলে ওঠে, 'আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম ম্যাট। পার্সি সিয়েবার্ট আমাকে সব খুলে বলেছে। তারপর নিজের চোখেই তো দেখলাম, আমাকে অপহরণ করল জেনারেল নাকরণ। আমার স্বামীর হত্যাকারী সে ই. তুমি বা তোমার দেশ নয়। আমাকে ক্ষমা করো ম্যাট।'

নোয়-এর পিঠে সান্ত্বনার হাত বুলোতে বুলোতে আণ্ডারউড বলেন, 'তোমাকে কি এত সহজেই ভুল বুঝতে পারি আমি। ক্ষমা না করলে আবার তোমার কাছে ফিরে আসি প্রমাণ দেওয়ার জন্যে আমি, তোমার স্বামীর খুনের জন্যে দায়ী নই বলে।'

'যাক ওসব কথা আমরা দুজনেই এখন ভুলে যাই, কি বল।' তারপর আণ্ডারউডের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে নোয় বলেন, 'ম্যাট, আজ রাতে আমাদের সঙ্গে নৈশভোজের জন্যে চলে এসো এখানে। হোটেল থেকে তুমি তোমার জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে এসো এখানে। গেষ্টরুমে ঘুমিও তুমি। তারপর তোমার ইচ্ছা মতো কাল সকালে ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়ার জন্যে এয়ারফোর্স ওয়ান বিমান ধরতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে পড়তে পারো।'

'ঠিক আছে, তোমার আমন্ত্রণ আমি গ্রহন করলাম,' বললেন আণ্ডারউড।

আণ্ডারউড এবং হাস্কিন নীরবে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এলো ওরিয়েন্টাল হোটেলে। সেখানে পৌঁছে হাস্কিনের সঙ্গে করমর্দন করে আণ্ডারউড বলেন, ঠিক সময়ে সব খবর দিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছ তুমি। সেজন্যে তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

'এ আমার সৌভাগ্য,' উত্তরে হাস্কিন বলে, 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে ওয়াশিংটনে।'

'তার আগে তোমাকে আমি একটা খুশীর খবর দিতে চাই। কাল সকাল দশটায় সুয়াং এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে দেখা কর। আমার সঙ্গে তুমি ওয়াশিংটনে ফিরবে। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

হোটেল থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চ্যামাডিন প্যালেসে ফিরে এলেন আণ্ডারউড ঠিক আটটায়। নোয়-এর অফিসে ঢুকতেই তাঁর কাছে এগিয়ে

এলেন তিনি। নোয়-এর পরণে, নৈশভোজের উজ্জ্বল পোষাক। আণ্ডারউডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাঁকে চুমু খেলেন নোয়।

সেই সময় মারসপ সেখানে এসে হাজির হলো। হাসছিল সে। টেলি-ভিসন স্টেশনের দায়িত্ব আমি নিয়েছি। আপনার হয়ে টেলভিসনে বক্তব্য রাখার প্রোগ্রাম আমি বাতিল করে দিয়েছি। প্রেসিডেণ্টের প্রার্থীপদ আপনি ত্যাগ করছেন না। প্রার্থী হিসাবে এখনো আপনার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি।'

'আমিও তাই মনে করি,' বললেন নোয়, 'আমাদের পুরনো বন্ধুকে তুমি কি এখানে নিয়ে এসেছ ?'

'বাইরের অফিসে সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে জেনারেল নাকরন।'

'ভাল। তাকে অস্ত্রমুক্ত করে নিয়ে এসো এখানে। আর প্রহরীদের বাইরে থাকতে বল।'

মারসপ চলে যাওয়ার পর নোয় তার ডেস্কের সামনে তেমনি ঠায় বসে থাকেন। আণ্ডারউডের দিকে তাকিয়ে বলেন. 'এখন জেনারেলের বিচারের পালা।'

পরমুহূর্তেই দরজা খুলে জেনারেল নাকরনকে একা প্রবেশ করতে দেখা গেলো। তার পরণে মিলিটারি পোষাক, বুকে নানান ধরণের পদক জ্বলজ্বল করছিল। চকিতে একবার আণ্ডারউডকে দেখে নিয়ে নোয়-এর ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলো।

নাকরন স্যালুট করল তাঁকে। এবং বসবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু অনুমতি দিলেন না নোয়। দাঁড়িয়ে রইল সে।

নোয় মুখর হলেন। 'জেনারেল, এটা তোমার ট্রায়াল। আর আমি হলাম এক যোগে বিচারপতি ও জুরি। এক মিনিটের বেশি সময় নেবো না। ঐভাবেই তুমি দাঁড়িয়ে থাক।'

'আমি দায়ী নই,' বলল নাকরন।

'তোমার কথাতেই এ সব ঘটেছে। তোমার বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ করেছে। তারা প্রমাণ করে দেবে, তুমিই দায়ী।' নোয় বলেন, 'তোমার

মেজর এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, সুস্থ হয়ে উঠে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে সে। কর্নেল ম্যাভালিটের জবানবন্দীও আমার হাতে এসে গেছে। এ্যাপার্টমেণ্টে যে তিনজন আমাকে আটক করে রেখেছিল তারাও এখন আমার হাতে বন্দী। তোমার কোন কেস নেই। আমি নিজে তোমাকে অভিযুক্ত করতে যাচ্ছি।'

ঠোঁট চেপে নাকরণ জিজ্ঞেস করে, 'আমার কি শাস্তি হতে পারে জানতে পারি?'

'আমি তোমাকে ফাঁসি দিতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করব না। সেটা করা খুবই সহজ। তোমাকে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করতে পারি। আবার সেটাও খুব সহজ। তবে আমি তোমাকে ল্যামপাং-এ থাকতে দেবো না। আমি তোমাকে থাইল্যাণ্ডে থাকতে দিতে পারি, তবে ল্যামপাং-এ ফিরে আর আসতে পারবে না। ফিরে যদি কোনদিন এখানে তোমাকে দেখতে পাই, দেখামাত্র তোমাকে গুলিবিদ্ধ করা হবে।' একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'নাকরন আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

উঠে দাঁড়ালেন নোয়। 'এখন তুমি যেতে পার। নৈশভোজের জন্যে আমার অতিথিরা অপেক্ষা করছেন।'

নাকরন চলে যাওয়ার পর আণ্ডারউডের একটা হাত স্পর্শ করে নোয় বলেন, 'আমার কাজ শেষ ম্যাট। এখন নৈশভোজে ডেন ও মারসপের সঙ্গে আনন্দ করার সময়।'

নৈশভোজের ঘণ্টাখানেক পরে ডেনকে তার বিছানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো, এবং মারসপও চ্যামাডিন প্যালেস ছেড়ে চলে গেছে তখন। আণ্ডার-উডকে সকালে উঠতে হবে ঘুম থেকে, তাই তিনি আজ একটু তাড়াতাড়ি বিছানা নিতে চান।

'চলো, তোমার শয়নকক্ষটা দেখিয়ে দিই,' নোয় বলেন, 'আমাকে অনুসরণ কর।'

গেস্ট রুমে প্রবেশ করে নোয় বলেন, 'এটা তোমার ঘর। শুভরাত্রি ম্যাট।'

চুমু না খেয়ে কিংবা তাঁকে আবার স্পর্শ না করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে নোয় তাঁর পাশের শয়নকক্ষে চলে গেলেন। আণ্ডারউড অপসৃয়মান নোয়ের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাঁর বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের জোড়ালো আলোগুলো এক এক করে নিভিয়ে দিয়ে কেবল একটা স্বল্প পাওয়ারের আলোটা জ্বেলে রাখলেন। সেই স্বল্প আলোয় এক এক করে তিনি তাঁর দেহ থেকে সব পোষাক খুলে ফেললেন। তারপর বিছানায় তিনি তাঁর নগ্ন দেহটা চাদরে ঢাকতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খোলার শব্দ ভেসে এলো তাঁর কানে। চকিতে দরজার দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে বিস্মিত হলেন তিনি, না ঠিক বিস্মিত নয়, কারণ এই মুহূর্তটির জন্যে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। তাঁর এবং নোয়-এর শয়নকক্ষের মাঝে দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছিল তখন। দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন নোয়। তাঁর পরণে কেবল ঘরোয়া পোষাক, পাতলা স্বচ্ছ, ব্রাহীন বুক। সেই স্বল্প আলোকেও নোয়-এর বুকের উত্তোলন স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন আণ্ডারউড। এমন কি সেই স্বচ্ছ পোষাক ভেদ করে নোয়-এর দুই উরু যেন বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলেন নোয়, তাঁর দৃষ্টি আণ্ডারউডের ওপর, তাঁর মুখের ওপর তাঁর দৃষ্টি থমকে যায়। আণ্ডারউড দু'হাত বাড়িয়ে নোয়কে আলিঙ্গনে অবদ্ধ করতেই পুরোপুরি নিজেকে সঁপে দিলেন তিনি, বিনা বাধায়।

নোয় তাঁর বন্ধনমুক্ত হতে চাইলেন নিজেকে পোষাকমুক্ত করার জন্যে। কিন্তু সেই কাজটা আণ্ডারউড নিজের হাতে সারলেন। এক ঝটকায় নোয়-এর দেহ থেকে পোষাকটা খুলে ফেললেন। তাঁর সামনে এবার সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন নোয়।

এক নিশ্বাসে আণ্ডারউড বলে ফেললেন, 'আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই কি তুমি আমাকে তোমার এমন সুন্দর দেহখানি উপহার দিতে চাইছ?'

মুখ তুলে আণ্ডারউডের ঠোঁট স্পর্শ করার চেষ্টা করে নোয় বলেন, 'ম্যাট, এ সব আমি কেন করছি জান, তোমাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি বলে।'

'প্রিয়তমা, তুমি তো জান না, আমিও তোমাকে কত গভীরভাবেই না ভালবাসি।' নোয়-এর শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ নিতে গিয়ে আণ্ডারউডের বুকের

কাঁপন বেড়ে গেলো। নোয়-এর শরীরের উত্তাপ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে ত াঁর ঠোঁটের ওপর আণ্ডারউড ত াঁর ঠোঁট চেপে ধরলেন শক্ত করে। ঘন ঘন চুমু খেয়ে নোয়-এর উষ্ণ ঠোঁট সিক্ত করে দিলেন। অনুভবে নোয় উপলব্ধি করলেন, যেন অনেকদিন পরে ভালবাসার বৃষ্টি নামল ত াঁর তপ্ত দেহের মাঝে। প্রত্যুত্তরে তিনিও চুমোয় রাঙ্গিয়ে দিলেন আণ্ডারউডের পুরু ঠোঁট।

ওদিকে আণ্ডারউড অনুভব এক অদ্ভুত অনুভূতি। সেটা করতে গিয়ে ত াঁর সারা শরীরের রক্ত যেন গরম হয়ে উঠল।

নরম বিছানায় ধীরে ধীরে নোয়কে শুইয়ে দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলেন নোয়, চুমু খেলেন নোয়-এর ধবধবে সাদা দেহের ওপর, ত াঁর নিতম্বে, ত াঁর উরুর ওপর।

নোয়-এর গোঙানির শব্দ তার কানে ভেসে আসতে থাকে, ত াঁর মনে হলো নোয় বুঝি এবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন, তবে তার আগেই নোয়-এর সারা অঙ্গে ঠোঁট বুলতে উদ্যত হলেন আণ্ডারউড।

'ম্যাট—ম্যাট—ম্যাট—আর অপেক্ষা করো না—'

আণ্ডারউড তখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছেন, তাঁর পৌরুষ কঠিন ও আকাশমুখি হয়ে উঠেছিল তখন। নোয় তখন তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। আণ্ডারউড অনুভব করলেন তিনি যেন অতি সহজে ডুবে যাচ্ছেন নোয়-এর শরীরের মধ্যে যার কোন শেষ নেই অবিরত। দু'টি শরীরের বন্ধন ভয়ঙ্কর উত্তেজনাময়, এবং এক রকম অসহনীয়। তবু সেটা যেন মধুময় বলে মনে হলো দুজনের কাছেই।

নোয়-এর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হলেন তিনি একবার, দ্বিতীয়বার এক ঘন্টা পরে, এবং তৃতীয়বাব আরো একঘন্টা পরে। তবে শেষবার সহবাস দীর্ঘতর হলো। এরপর তাঁরা এ ওঁর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলেও একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি ফুটে উঠতে দেখা গেলো ত াঁদের ঘুমিয়ে থাকা মুখের ওপরেও।

পরদিন সকালে ট্রে করে প্রাতঃরাশের খাবার নিয়ে এলেন আণ্ডারউডের জন্যে। এবং তিনিও ত াঁর সঙ্গে ভাগ নিলেন। আণ্ডারউড তখনো নগ্ন

অবস্থায় চাদর ঢেকে শুয়েছিলেন বিছানায়। খাবারের ট্রেটা রাখা ছিলো তাঁর কোলের ওপর। নোয় তাঁর পাশে বসে খেতে থাকেন। পরে নোয় নিজেকে পোষাক মুক্ত করে আণ্ডারউডের শরীরের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে ত্রস্ত হাতে। তারপর দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আণ্ডারউডকে, তাঁর চোখে মিলনেচ্ছু ছায়া ফুটে উঠতে দেখা গেলো সেই ইঙ্গিত বুঝতে পেরে আণ্ডারউড উঠে বসে নিজেকে প্রস্তুত করতে উদ্যত হলো। তাঁর মনে তখন গতরাত্রের মধুর স্মৃতি ভেসে উঠছিল। সেই সব কথা মনে করে অস্ফুটে তিনি বললেন, 'নোয়—'

'হ্যাঁ ম্যাট ?'

'নোয়, আমি আমার স্ত্রীকে ডিভোর্স করে বিয়ে করতে চাই তোমাকে।'

'ধন্যবাদ ম্যাট, কিন্তু সেটা অসম্ভব।'

'না, অসম্ভব কিছুই নয়। আমরা দুজনে মিলিত হওয়ার যোগ্য।'

'না ম্যাট, তা করলে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি হলে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট এ্যালিস তোমার ফার্স্ট লেডী। তুমি তাকে ছেড়ে আসতে পার না। আমাদের দুজনকে ঘিরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দেশে বিদেশে চিরদিনের জন্যে।'

'তার জন্যে আমি তোয়াক্কা করি না।'

'না, তা হয়না। তোমাকে তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতেই হবে। আর আমার মতে আবার প্রেসিডেণ্টের পদে প্রার্থী হতে হবে। তুমি তোমার দেশবাসীকে ত্যাগ করতে পার না, যারা তোমাকে বিশ্বাস করে থাকে। তুমি যা বিশ্বাস করো সেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে তোমাকে। আর আমিও আমার বিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে থাকব।'

'এই কি তোমার শেষ কথা ?'

'আরো আছে।' নোয় মুখ ঘোরাল তাঁর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে, 'ম্যাট তুমি যদি প্রেসিডেণ্ট পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না কর, তুমি আবার প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নির্বাচিত হও, আর আমিও যদি আবার প্রেসিডেণ্ট হই, তাহলে আমরা দুজনেই আবার প্রেসিডেণ্ট হতে পারব আর একবারের জন্যে,

তখন আমরা আবার এই ভাবে মিলিত হতে পারব, গতকাল রাতের মতো তেমনি সুখের সাগরে ভেসে যেতে পারব বিনা সমস্যায়। চিন্তা করে দেখ প্রিয়তম, আমাদের এই মিলন চিরস্থায়ী করার জন্যে এটাই একমাত্র পথ।'

'ভালবাসার জন্যে.' শান্ত ভাবে বললেন তিনি।

'চিরন্তন ভালবাসার জন্যে' ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন নোয়।

সুয়াং এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট আণ্ডারউড। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন হাস্কিন। তার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। 'হাই,' বললেন প্রেসিডেণ্ট 'তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তার জন্যে একটা চমকপ্রদ খবর তুমি অবশ্যই প্রত্যাশা কর। এখুনি সেই খবরটা আমি তোমাকে দিতে চাই।'

প্রেসিডেণ্টের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে হাস্কিন। হাস্কিন নিজের থেকেই বলে, 'তার মানে আপনার স্ত্রীকে ছেড়ে আসতে দিতে চান না নোয়।'

পিট্‌পিট্ করে তাকালেন প্রেসিডেণ্ট। দীর্ঘ নীরবতার পর তিনি তাঁর মাথা নাড়লেন, 'না, তিনি তা চান না।'

'সেটা একটা বিরাট কাহিনী ম্যাট।'

'আমি তা জানি। কিন্তু আমরা শপথ নিয়েছি, এ খবর কেবল আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ কাহিনী একমাত্র তুমিই জানবে। আমার স্ত্রী কিংবা নোয়-এর এ কাহিনী বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বিশ্বের কাছে খবর পৌঁছে দাও, আমি আবার প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।'

'আর আপনার ফার্স্ট লেডীকে রেখে দিচ্ছেন। হয়তো, ভবিষ্যতে সময় সময় নোয়-এর সঙ্গেও মিলিত হবেন, এই তো?'

মৃদু হাসলেন প্রেসিডেণ্ট। 'দু' দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। যেমন ল্যামপাং-এ আমেরিকার জন্যে আরো বড় বিমান ঘাঁটি পাওয়া যায় কিনা? নোয় আর একবার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হলে অনায়াসেই তিনি আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন।'

দাঁত বার করে হাসল হাস্কিন। 'ম্যাট, আপনি একজন চতুর ভদ্রলোক।'

হাসলেন প্রেসিডেণ্ট। 'জান হাই, এর কারণ কি জান, কারণ আমি ভদ্রমহিলাকে বেশ ভাল করেই জানি।'